এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ মসজিদের মাইক বন্ধের প্রতিবাদে শর্তসাপেক্ষে মিছিলে সায় হাইকোর্টের
‘শিবাজী উৎসব’, ‘বঙ্গের প্রতাপাদিত্য’ এবার গুরুত্ব পাবে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে ৩

কলকাতা ১১ অগস্ট ২০২৬ ২৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ৬২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.08.2026, Vol. 20 Issue No. 62, 8 Pages, Price 3.00

হালিশহরে মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

আইসি ক্লোজ, আইও সাসপেন্ড, মৃতের স্ত্রীকে দশ লাখ টাকা-চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাম কিংবা তৃণমূল জমানায় এই ধরনের কোনও নজির নেই। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবার নজির সৃষ্টি করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক রূপ দেখলেন গোটা বাংলার মানুষ। সোমবার সকালে হালিশহরে মৃত তৃণমূল কর্মী বিরজু কেওটের বাড়িতে হাজির হলেন রাজ্যের জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রিলিফ ফান্ড থেকে মৃত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীর হাতে দশ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। পাশাপাশি তিনি মৃতের স্ত্রীকে লোকাল থানার অ্যাটেনডেন্টের পদে চাকুরিও করে দিলেন।

বিরজু কেওটের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘মৃতের স্ত্রী তাঁর কাছে চিঠি দিয়ে স্বামীর ওপর শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগ করেছেন। মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ ওনারা কাউকেই দেননি। তাই সরকারের তরফে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন। ওরা দেখা করেননি। মৃতের দাদা বলেছিলেন, আমরা বিচার চাই। সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের ওপর ওনারা আস্থা রেখেছেন। এটাই বড় পাওনা।’

পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে শুভেন্দু জানান, বাংলার রাজনীতিতে পুলিশের গুলি চালানো, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বোমাবাজি এবং পুলিশ হেপাজতে অনেক খুন হয়েছে। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। প্রয়াত জ্যোতি বসু বাদে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে এমন কোনও উদাহরণ নেই যে, কোনও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য পুলিশের ডিজিকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক ভিন্ন মত পোষণ করা লোকেদের বাড়িতে এসেছেন। শুভেন্দুর সংযোজন, ওঁর স্ত্রী আমাকে বলেছেন, দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। উনি দুটো বাচ্চাকে পড়াতে চান।

শুভেন্দুর কথায়, ‘ওনারা মুখ্যমন্ত্রী, ডিজি, সিপি এবং স্থানীয় বিধায়কের ওপর আস্থা রেখেছেন। তবে পুলিশ হেপাজতে মারা গিয়েছে এটা তো দিনের আলোর মত সত্য। কতটা অত্যাচারে মারা গিয়েছেন, কিভাবে মারা গিয়েছেন, তা আমি বলতে পারবো না। যদিও পুলিশের গাফিলতি হয়েছে, তা প্রমাণিত। তিনজন চিকিৎসকের নেতৃত্বে ময়নাতদন্ত হয়েছে। তাদের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কিছুই বলা যাবে না।’ তিনি জানান, হালিশহর থানার আইসিকে ক্লোজ করা হয়েছে এবং আইও অর্থাৎ তদন্তকারী অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জেলাশাসকের নেতৃত্বে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত করা হবে। অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মৃতের স্ত্রীকে থানার অ্যাটেনডেন্টের চাকরি দেওয়া হয়েছে। উনি ১২ মাস ১৫ হাজার টাকা করে বেতন পাবেন। পরবর্তীতে এক বছর বাদে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর স্থায়ী পদে নিযুক্ত হবেন। এছাড়া তাঁর রিলিফ ফান্ড থেকে মৃত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীর হাতে দশ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রবিবার হালিশহরে মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়েন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেত্রী। উনি জেড প্লাস নিরাপত্তা পান। ওনার সেই নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়নি। রবিবার ছুটির দিনে উনি পুলিশকে না জানিয়ে এসেছিলেন। বিজেপির কোনও লোককে ছবিতে দেখা যায়নি। বরং স্থানীয় বিধায়ক জানার পর লোকজনকে সরিয়ে দিয়েছে।’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আপনাকে পরামর্শ না দিয়ে অনুরোধ করবো, আপনি কোথাও গেলে পুলিশকে জানালে নিশ্চয়ই নিরাপত্তা পাবেন।’ এদিন হালিশহরে মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হাজির ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়া, পুলিশ কমিশনার অমিত কুমার সিং, বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস-সহ অন্যান্যরা।

সোমবার হালিশহরে মৃতি তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও শ্রম এবং পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং।

সোমবার রাজপথে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিতে পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং-সহ অন্যান্যরা। ছবি: অদিতি সাহা

জনস্রোতে ভাসল ‘হর ঘর তিরঙ্গা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার রাজপথে সোমবার জাতীয় পতাকা হাতে হাঁটলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে প্রথমবার ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ এই পদযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক এবং বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা। তাঁদের সঙ্গে পথে নেমে পায়ে পা মেলান হাজার হাজার সাধারণ মানুষও। শোভাযাত্রা শেষে সরকারি উদ্যোগে রাখিবন্ধন উৎসব পালনের ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার গৌর পাল সরণি থেকে মিছিল শুরু হয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর ফটক পর্যন্ত এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা যায়। এদ্রিনের মিছিলের শুরুতেই জাতীয় পতাকা হাতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর পাশে ছিলেন পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ, পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দীপক বর্মণ, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ ও কৌস্তভ বাগচী-সহ অন্য নেতারা। এদিনের মিছিলের সামনে ছিল ‘প্রতিটি বাড়িতে তেরঙ্গা’ লেখা ব্যানার।

সোমবার মিছিল শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজ কলকাতা তিরঙ্গাময়। হর ঘর তেরঙ্গা কর্মসূচিতে এই প্রথমবার রাজ্য যুক্ত হয়েছে। ৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণের কর্মসূচি পালন করছে রাজ্য।’ এ বারই প্রথম পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রের ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। ৯ অগস্ট থেকে ১৭ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে এই কর্মসূচি চলবে। এর আগে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর থেকে কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সময় রাজ্যবাসীর উদ্দেশে তাঁর আবেদন ছিল, ‘পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন, আপনারা সকলে এতে অংশগ্রহণ করুন। নিজের নিজের বাড়িতে তিরঙ্গা তুলুন।’

ছাব্বিশের নির্বাচনের পর এই প্রথমবার রাজ্যজুড়ে এই কর্মসূচির জন্য ৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবারের পদযাত্রার পর রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং কলকাতা পুরসভাকেও ধন্যবাদ জানান শুভেন্দু। আগামী ১৫ অগস্ট রেড রোডের অনুষ্ঠানে রাজ্যবাসীকে যোগ দেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘এই প্রথম রাজ্যে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। প্রতি বাড়িতে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে হর ঘর তেরঙ্গা কর্মসূচি সফল করার আবেদন করব। আগামী ১৫ অগস্ট রেডরোডে আয়োজিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।’

এ দিন রাখি বন্ধন উৎসব নিয়েও বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারিভাবে এই উৎসব পালন করবে বলে জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, ‘রাখি বন্ধন উৎসবকে সরকারিভাবে পালন করার ঘোষণা করলাম। ধর্মীয় মাহাত্ম নয়, সকলের সঙ্গে বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত সেরা করার লক্ষ্যে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করব।’

কুণালদের মমতা-প্রতিবাদে ঋত শিবিরের তিন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার হালিশহরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ও জুতো ছোড়ার অভিযোগ ঘিরে সোমবার নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হল। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে তৃণমূলের কালীঘাট শিবির। যদিও এই কর্মসূচিতে বিশেষ নজর কাড়লেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের তিন বিধায়ক। সোমবার কুণাল ঘোষ-সহ কালীঘাটপন্থী নেতাদের সঙ্গে তাঁদের দেখা যায়। এই মধ্যে বসিরহাটের বিধায়ক তউসিফ রহমান, মেটিয়াবুরুজের বিধায়ক আব্দুল খালেক মোল্লা এবং বারুইপুর-পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দার সোমবারের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেন। বিধানসভা চত্বরেও কুণাল ঘোষ, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের ব্যানার হাতে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়।

মমতার উপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, ‘যারা হামলা করেছে তাদের সরকার মদত দিচ্ছে। তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করত হবে। তাদের চিহ্নিত করতে হবে। ভয় দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে থামানো যাবে না।’

মমতার উপর ‘হামলার’ প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার বিধানসভা চত্বরে মিছিল করেন কালীঘাট তৃণমূলের কুণাল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অশোক দেব, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবর আলি, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, আলিফা আহমেদ, অসীমা পাত্রেরা। দোষীদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানানো হয়। কুণাল বলেন, ‘যারা হামলা করেছে, তাদের সরকার মদত দিচ্ছে। তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করত হবে। তাদের চিহ্নিত করতে হবে। ভয় দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে থামানো যাবে না।’ সেই সময়েই কালীঘাট তৃণমূলের বিক্ষোভে দেখা যায় ঋতব্রত শিবিরে থাকা ওই তিন বিধায়ককে।

তবে ঋতব্রত শিবিরের বিধায়কদের এই কর্মসূচিতে উপস্থিতি রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে কালীঘাট শিবির এবং ঋতব্রত শিবিরের মধ্যে টানাপড়েন চলছে। প্রতীকের অধিকার নিয়ে নির্বাচন কমিশনে বিষয়টি বিচারাধীন। তার মধ্যেই মমতার উপর হামলার প্রতিবাদে ওই তিন বিধায়কের কালীঘাট শিবিরের নেতাদের সঙ্গে দাঁড়ানো নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে। কেন তাঁরা এই কর্মসূচিতে এলেন, এদিন তার ব্যাখ্যাও দেন তিন বিধায়ক।

বিভাস সর্দার ও তৌসিফের দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। আব্দুল খালেক মোল্লা দৃঢ়ভাবে আমাদের সঙ্গে আছে। সংখ্যাটা ৬৫। এর নীচে নামবে না। মনে হলে স্পিকার ডাকতে পারেন। ডাকলেই ৬৫ জন হাজির হয়ে যাবে।
- ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদেশ যাত্রায় সুপ্রিমে তিন সপ্তাহের স্বস্তি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাধিক আইনি জটিলতা ও দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে শীর্ষ আদালতে বড়সড় স্বস্তি পেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখের চিকিৎসার জন্য তিন সপ্তাহের জন্য বিদেশযাত্রায় আর কোনও বাধা রইল না তাঁর। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়ার সবুজ সংকেত দিয়েছে। তবে এই সফরের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে আদালত।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, শীর্ষ আদালতের নির্দেশে জানানো হয়েছে, অভিষেকের ভ্রমণসূচি, বিমানে যাতায়াতের সময়সীমা, বিদেশে কোথায় থাকবেন এবং কোন হাসপাতালে চিকিৎসা করাবেন;তার সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য তদন্তকারী এজেন্সির কাছে জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত এও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, সাংসদের জমা দেওয়া যাবতীয় স্পর্শকাতর তথ্য কোনওভাবেই প্রকাশ্যে আনা যাবে

না; তদন্তকারী এজেন্সিকে তা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। পাশাপাশি, অভিষেকের কাছে কেবল ‘ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট’-ই রয়েছে এবং অন্য কোনো পাসপোর্ট নেই, সে বিষয়ে একটি হলফনামাও জমা দিতে বলা হয়েছে।

মামলাটির প্রথম থেকেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রার তীব্র বিরোধিতা করা হচ্ছিল। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ অভিষেকের আবেদন খারিজ করে জানিয়েছিল, কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার সুব্যবস্থা রয়েছে কি না, তা আগে মেডিক্যাল বোর্ড গড়ে পরীক্ষা করা দরকার। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্ট, সেখান থেকে পুনরায় হাইকোর্ট এবং সবশেষে আবার সুপ্রিম কোর্টে গড়ায় জল।

সোমবারেও শুনানি চলাকালীন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু দাবি করেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলায় তাঁকে বিদেশে যেতে দিলে তিনি আর নাও ফিরতে পারেন। এর কড়া জবাব দেন অভিষেকের আইনজীবী। তিনি জানান, অভিষেকের পরিবার ও সন্তানরা দেশেই রয়েছেন, তাছাড়া তিনি একটি বড় রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী এবং লোকসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি। সুতরাং, পালিয়ে যাওয়ার যে তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

শুনানি চলাকালীন আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, একজন নাগরিক কোথায় এবং কার কাছ থেকে চিকিৎসা করাবেন, তা স্থির করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর রয়েছে।

সংসদে বিবৃতি দিতে তৈরি শাহ

নয়াদিল্লি, ১০ অগস্ট: দিল্লির ছাত্রবিক্ষোভে পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতি দাবি করেছিল বিরোধীরা। শাহ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকায় বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভের জেরে দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। এই আবহে সোমবার কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, বিষয়টি নিয়ে সংসদে বক্তব্য পেশ করবেন শাহ।

ছাত্র বিক্ষোভে পুলিশের অত্যাচারের অভিযোগে

উল্লেখ্য, যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র ছাত্রসমাবেশে এবং ২০ জুলাই পড়ুয়াদের সংসদ অভিযানে দিল্লি পুলিশ দমনপীড়ন চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাচক্রে, দিল্লি পুলিশ শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন। পুলিশের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র প্রতিবাদীদের উপর লাঠি চালানোর পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাস, পেলেট গান ছোড়ার অভিযোগও ওঠে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই শাহের পদত্যাগ দাবি করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর দাবি, পুলিশি বলপ্রয়োগের সব খবরই শাহের কাছে ছিল। ছাত্রছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জ হয়েছে তাঁর নির্দেশেই। শাহের বিবৃতি দাবি করে সংসদের ভিতরে-বাইরে বিরোধীরা লাগাতার বিক্ষোভ দেখিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সংসদের অধিবেশনে যোগ দেননি শাহ।

জলকামানের মুখে জেন জি বিক্ষোভে রণক্ষেত্র রাঁচি

রাঁচি, ১০ অগস্ট: দিল্লি, কলকাতার পর জেন জি-র প্রতিবাদী ঢেউয়ের ঝাপটা ঝাড়খণ্ডে। সোমবার রাঁচিতে পড়ুয়াদের বিধানসভা ঘেরাও কর্মসূচি রুখতে সবরকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রেখেছিল পুলিশ। ঘোষণা আগেই করেছিলেন আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। সেইমতো ঝাড়খণ্ডের সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের প্রতিবাদে সোমবার সকালে তাঁরা ‘বিধানসভা মার্চ’ শুরু করেন। অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে সঙ্গী হন অনশনকারী দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো। রাঁচির পথে ব্যারিকেড টপকে প্রতিবাদীরা এগোতে থাকেন বিধানসভার দিকে। ভবন থেকে ৩

কিলোমিটার দূরে আটকে দেওয়া হয় মিছিল। সেখানেই বসে পড়েন প্রতিবাদীরা। পরে আবার ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে থাকলে পুলিশ জলকামান ছোড়ে বলে অভিযোগ। তা অগ্রাহ্য করেই প্রতিবাদীরা এগোতে থাকেন বিধানসভার দিকে।

বিধানসভার দিকে এগোনো আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ জলকামান ছোড়ে। সেই জলের তোড় বিক্ষোভকারীদের দমনের বদলে যেন আরও শক্তিশালী করে তোলে। জলকামানের সামনে দাঁড়িয়ে রীতিমতো নাচানাচি করতে শুরু করেন প্রতিবাদী ছাত্ররা। এক দাবিতে অনড় তাঁরা। কোনও দুর্নীতি নয়, সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় স্বচ্ছতা আনতে পরীক্ষা পদ্ধতির খোলনলচে বদলে ফেলা হোক।

জেপিএসসি, জেএসএসসি, দুটি পরীক্ষা ঝাড়খণ্ডের সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সম্প্রতি। তার বিরোধিতায় হেমন্ত সোরেন সরকারের বিরুদ্ধে এতদিন অনশন করছিলেন পড়ুয়ারা। তাঁদের সমর্থন জুগিয়ে অনশনে বসেন ঝাড়খণ্ডের লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চার নেতা তথা সমাজকর্মী দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো, ঠিক সোনম ওয়াংচুকের মতো। চাপে পড়ে বিক্ষোভকারীদের আলোচনার টেবিলে ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। কিন্তু আলোচনা সদর্থক হয়নি, এই দাবিতে সোমবার বিধানসভা ঘেরাও কর্মসূচি করেন পড়ুয়ারা। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো। পুলিশের দমনপীড়নের মাঝে দাঁড়িয়েই তাঁর বক্তব্য, ‘এটা কারও একার দাবি নয়। আমরা স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থা চাই, এটা লাখো মানুষের দাবি। এটা আমরা আদায় করেই ছাড়ব।’ এদিন পড়ুয়াদের বিক্ষোভে শামিল হন সাধারণ মানুষজনও।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 23/07/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 353 নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Das (old name), S/o. Chapit Das, R/o. Keota Ghoshpara Main Road, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Dilip Das নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Dilip Kumar Das (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Dilip Kumar Das & Dilip Das S/o. Chapit Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Robin Aditya Das.

গত 29/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14027 নং এফিডেভিট বলে আমি Arindam Pal S/o. Ashok Pal ও Dr. Arindam Pal S/o. Dr. A. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/08/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 37 নং এফিডেভিড বলে আমি Subhrajyoti Ghosh S/o. Samar Kumar Ghosh ও Subhajyoti Ghosh S/o. S Kr. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 18778 নং এফিডেভিড বলে আমি Ananta Adak ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Badal Adak, Badal Chandra Adak ও J Adak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 25/11/2025, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 08 নং এফিডেভিড বলে আমি Kaushik Kumar Das S/o. Sudhir Kumar Das ও Kaushik Das S/o. Sudhir Kr. Das, S. Kr. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 10/08/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 90 নং এফিডেভিড বলে আমি Vivek Tiwari ও V Tiwari S/o. Balram Tiwari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Sahadeb Maity Son of Late Panchanan Maity residing at 7, 1st Floor, S.N. Chatterjee Road, Behala, Kolkata-700038, have changed my daughter Rupsha Maity and shall henceforth be known as Nisha Maity as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24-Parganas vide Affidavit No. 67554 dated 30.07.2026 Nisha Maity and Rupsha Maity are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **Dipak Das** S/O Narendranath Das residing at Vill.- Debipur, P.O.- Debipur, P.S.- Sagarpara, Dist.- Murshidabad, W.B. do hereby declare vide affidavit serial no. 23309 dated 03.07.2026 in the Court of Ld. S.D.E.M. at Domkal, Murshidabad that my father's actual name is Narendranath Das which is recorded in my Aadhaar Card but his name has been recorded as Naren Das in my W.B.B.S.E. Certificate vide Regn. No.- E1063062-076. Narendranath Das and Naren Das i.e. my father is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, **Sanjay Ganeriwala** S/o Late Hari Prasad Ganeriwala resident of Alipore Heights flat 2A, 5B Judges Court Road Kolkata-700027do hereby declare that I have changed my name from **Sanjay Ganeriwala** to **Sanjay Kumar Ganeriwala** and henceforth I shall be known as **Sanjay Kumar Ganeriwala** in all purpose, vide affidavit no. 27/2026 sworn before the Notary Public at Kolkata on 06.08.2026. **Sanjay Kumar Ganeriwala** and **Sanjay Ganeriwala** are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Hanufa Bibi D/o- Sekh Buddi W/o Sekh Raju, Vill- Choumandalpur, P.O- Mangaldihi, P.S.- Panrui, Dist- Birbhum, WB, Pin- 731121, (My old Pancard, Ration card & Aadhar Card Father name mistaken) on dated 04-08-26 before Bolpur court Ld. Judicial Magistrate 1st Class vide affidavit (No. 2258) that Sekh Buddi & Sekh Zannani are same & one Indentical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, যুধিষ্ঠির হরেন মণ্ডল, পিতা-স্বর্গীয় হরেন মণ্ডল, বয়স প্রায় ৪৬ বছর, সাং-গ্রাম হাফেজ চক, পোস্ট- কুমারচক, থানা-আমতা, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১৪০১, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে "যুধিষ্ঠির হরেন মণ্ডল" এবং "যুধিষ্ঠির মণ্ডল" একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। অ্যাফিডেভিট নং 33AC 895199, তারিখ ২৩.৭.২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১ম শ্রেণী, হাওড়া-এর সম্মুখে শপথপূর্বক সম্পাদিত, যার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে যে উপরোক্ত উভয় নাম একই এবং অভিন্ন ব্যক্তির এবং ভবিষ্যতের সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উভয় নাম একই ব্যক্তির নামে গণ্য হবে।

CHANGE OF NAME

I Sekh Raju S/o- Late Sekh Mujibar Rahaman, Vill- Choumandalpur, P.O- Mangaldihi, P.S.- Panrui, Dist- Birbhum, WB, Pin- 731121 (My Aadhar Card, old Voter card & Ration card name &father name mistaken) on dated 04-08-26 before Bolpur court Ld. Judicial Majistrate 1st Class vide affidavit (No 2261) that Sekh Raju S/o- Lt. Sk Mujibar Rahaman, Raju Sekh S/o- Lt. Sekh Mazibar and Sk Raju S/o- Lt. Sk. Mujibar Rahaman are same & one Indentical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই আগস্ট, ২৫ শে শ্রাবণ । মঙ্গল বার । চতুর্দ্দশী তিথি, জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র দশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ দোষ, দিবা ১০২৪ গতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(বিশেষ দিন - অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসুর তিরোধান (ফাসি) দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I Mahima Bibi D/o- Sk Alijan W/o Jiyarul Haque, Vill- Chaumandalpur P.O- Mangaldihi, P.S.- Panrui, Dist- Birbhum WB, Pin- 731121. My Pan Card, Ration Card father name mistake. On dated- 06.08.26. before Bolpur Court Ld. Judicial Magistrate 1st Class vide affidavit (No 2349) that Sk Alijan & Ali Zinna Same & one Identical person.

CHANGE OF NAME

I Sekh Hasib S/o Sekh Zardish Vill- Choumandalpur, P.O- Mangaldihi, P.S.- Panrui, Dist- Birbhum, WB, Pin- 731121, My voter card, father name mistake, on dated- 06.08.26 before Bolpur Court Ld. Judicial Magistrate 1st Class vide affidavit (No 2345) that Sekh Zardish & Jarjish is same & one Identical person.

I, Maimur Hossain Seikh, S/O- Khodabox Seikh at Vill & PO- Swaruppur, PS- Hariharpara, Dist- Murshidabad do hereby declare vide affidavit 1412, before S.D.E.M at Berhampore my self Maimur Hossain Seikh & Maimur Hossain and my father Khodabox Seikh & Khodabox Saikh is same person

শপথ পত্র

আমি, মহঃ সাফেরি সিদ্দিক (পিতা: মহঃ হাবিবুর রহমান সিদ্দিক ও মাতা: আলিমা বেগম), গ্রাম- ফুরফুরা, ডাকঘর- ফুরফুরা, থানা- জাঙ্গিপাড়া, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৭০৬ -এর বাসিন্দা, এতদ্দ্বারা শ্রীরামপুর (হুগলি)-এর বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০৬.০৮.২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম মহঃ সাফেরি সিদ্দিক, আমার পিতার নাম মহঃ হাবিবুর রহমান সিদ্দিক এবং আমার প্রকৃত জন্ম তারিখ ০১/০১/১৯৮৭। ভুলবশত, আমার পাসপোর্ট নং Z5245450-এ আমার নাম 'মোহাম্মদ সাফেরি সিদ্দিক' হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মহঃ সাফেরি সিদ্দিক এবং মোহাম্মদ সাফেরি সিদ্দিক অর্থাৎ আমি একই ব্যক্তি।

শপথ পত্র

আমি, মোঃ সাফেরি সিদ্দিক (পিতা: মোঃ হাবিবুর রহমান সিদ্দিক ও মাতা: আলিমা বেগম), গ্রাম- ফুরফুরা, ডাকঘর- ফুরফুরা, থানা- জাঙ্গিপাড়া, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৭০৬-এর বাসিন্দা, এতদ্দ্বারা শ্রীরামপুর (হুগলি)-এর বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০৬.০৮.২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম মোঃ সাফেরি সিদ্দিক, আমার পিতার নাম মোঃ হাবিবুর রহমান সিদ্দিক এবং আমার মাতার নাম আলিমা বেগম। ভুলবশত, আমার পাসপোর্ট নং Z5245450-এ আমার পিতার নাম 'মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিক' হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।মোঃ হাবিবুর রহমান সিদ্দিক এবং মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিক অর্থাৎ আমার পিতা একই ব্যক্তি।

NOTICE

IN THE COURT OF THE LD. DISTRICT JUDGE PASCHIM MEDINIPUR

REF: - J. MISC. CASE NO. 35/2026

SHREE SHREE ISWAR GOPAL JEW THAKUR AND SHREE SHREE SHILAMOY BISTU THAKUR TRUST
Represented by Trust Committee, **1) KISHOR DAS** S/O - Late Haripada Das Of Vill - Jamunabali, P.O - Abash, P.S - Kotwali, Dist - Paschim Medinipur, Pin-721102. **2) SUBHAS DAS** S/O - Late Shyamapada Das Of Vill & P.O - Abash, P.S - Kotwali, Dist - Paschim Medinipur, Pin - 721102. **3) BIVAS DAS** S/O - Rampada Das Of Vill & P.O - Abash, P.S - Kotwali, Dist - Paschim Medinipur, Pin - 721102.
... PETITIONERS

TO WHOM IT MAY CONCERN

WHEREAS the Petitioners have filed the above noted case on behalf of **Shree Shree Iswar Gopal Jew Thakur** and **Shree Shree Shilamoy Bistu Thakur Trust** for permission to sale the schedule mentioned below deity properties on the above noted case has been pending before the Ld. 3rd Court of the Additional District Judge, Paschim Medinipur.
WHEREAS if any person / persons have any kind of objection towards the above noted case and relief, then he would appear by self or any representatives within 1 (One) Months from the publication of this notice and file objection unless the case would be disposed off according to law.

SCHEDULE BELOW LAND

Dist - Paschim Medinipur, P.S - Midnapore Kotwali, J.L. No. 193, Mouza - Jamunabali Basantapur in Sabek Khatian No. 11, L.R. Khatian No. 159
Plot No. 420, Dhani, Area - 1 Acre 87 Dec
Plot No. 434, Dhani, Area - 19 Dec
Plot No. 414, Dhani, Area - 02 Dec
Area - 2 Acre 08 Dec

By Order,
Subrata Sen, Sherestadar, Bench Clerk I/II
Ld. 3rd Court of the Additional District Judge, Paschim Medinipur,
06.08.26

জমি ক্রয়/বিক্রয়

নিউ টাউন কলকাতায় HIDCO allotted প্লট কিনতে চাই। কল করুন ৯৪৩৩২ ৪৭৬৫২।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এত দ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল প্রদীপ কুমার সিংহ ও প্রশান্ত কুমার সিংহ উভয়ের পিতা ৺হিমাংশু শেখর সিংহ গ্রাম কেঁচকাপুর, পোঃ- ঝাঁকরা,থানা- চন্দ্রকোনা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছে। আমার মক্কেলের নামিত মৌজা কেঁচুকাপুর, জে.এল নং- ২৩৪, থানা- চন্দ্রকোনা, দাগ নং- ২৮৬২, শ্রেনী- কালা, খতিয়ান নং- ৪০২/২, এবং ৪১২/১ পরিমান- ২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ঘোষনা করিতেছে। আমার মক্কেল বিদেশে বসবাস করার জন্য উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেলের পক্ষে দেখভাল করা সম্ভবপর হইতেছে না, এবং আমার মক্কেলের বয়স হইয়াছে। সেকারনে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক স্বহৃদয় ব্যক্তিগন আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন। ধন্যবাদান্তে- মুক্তিপদ পাল, (এ্যাডভোকেট জর্জ কোর্ট, মেদিনীপুর), এনরোলমেন্ট নম্বর F/4229/4323/2022 মোবাইল নং- ৯৯৩৩৯৪৪২৪৬।

সংশোধন আমোক্তানামা পত্র

বিগত ইংরেজি ১৬/০৯/২০২৫ সালে একদিন পত্রিকায় যে আমোক্তানামা বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল, সেইখানে অনুপ কুমার দাস, পিতা ঈশ্বর কৃষ্ণপদ দাস, প্রদীপ কুমার সিকদার, পিতা কার্তিকচন্দ্র সিকদার কে বিগত ইংরেজি ০৯/০৩/২৩ সালে এডিএসআর চুঁচুড়া অফিসে শিমলা মৌজায় এলআর ২৮৯ দাগে ১৭ শতক ও এলআর ৩০৭ দাগে ৩৯ শতক কলাবাগান জমি আরতি মন্ডল, রাজু মন্ডল, অপু মন্ডল, নমিতা কোলে, সুমিতা ঘোষ ২০৪৬/২০২৩ নং আমোক্তা নিযুক্ত করেন . আমাদের আমোক্তা বলে আমরা ২৪/৫/২৬ সালে ডিএসআর-I চুঁচুড়া অফিসে সরিতা বর্মা, সাধনা বর্মা কে ৪৭১৩/২০২৪ দলিল মূলে ২.৩৬ শতক জমি বিক্রি করি ও ২১/৪/২০২৬ সালে নয়ন বিশ্বাস কে এডিএসআর চুঁচুড়া অফিসে ৩৭৭৫/২৬ সালে ১.২৪ শতক জমি বিক্রি করি। ২/৭/২৫ সালে ডিএসআর চুঁচুড়া অফিসে ৬৭০২/২৫ দলিল মূলে বলহরি সিকদার কে দ'কাটা জমি বিক্রি করি। ২১/৪/২০২৬ সালে এডিএসআর চুঁচুড়া অফিসে লিটন ডাকুয়া ও শ্রীমতি বেবি হরিজন কে ৩৫৭৭/২৬ দলিল মূলে ১ কাটা ৬ ছটাক জমি বিক্রি করি। ২১/৪/২০২৬ সালে এডিএসআর চুঁচুড়া অফিসে রবিন হালদার ও শ্রীমতী টুলটুল হালদার কে ১ কাটা ৮ ছটাক জমি বিক্রি করি। যারা আমাদের কাছ থেকে জমি কিনেছেন, সেই ক্রেতাগণ চুঁচুড়া মগরা ব্লক অফিসে নামপত্তন করবার জন্যে আবেদন করিয়াছেন। এতে যদি কারো আইনসম্মত কারণে আপত্তি থাকে, তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৩০ দিনের মধ্যে চুঁচুড়া মগরা ব্লক অফিসে এসে অভিযোগ জানাতে পারেন অন্যথা নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে

ইতি
প্রবীর কুমার রায়
আইনজীবী আলিপুর জজ কোর্ট

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, **১) শ্রীমতী রীনা গাঙ্গুলী**, স্বামী - শ্রী মাধব প্রসাদ গাঙ্গুলী, **২) শ্রীমতী তপতী চ্যাটার্জী**, স্বামী-শ্রী শুভেন্দু চ্যাটার্জী, উভয়ের পিতা মৃত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ওরফে পাঁচু গোপাল মুখার্জী, ১ নং এর সাকিম- শিখিরা-হরিদাসপুর, পোঃ- হরিদাসপুর, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৪৭। ২ নং সাকিম- এফ.জি. স্ট্রীট, পোঃ-তেলিনীপাড়া, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১২৫। **৩) শ্রী শুভদীপ চৌধুরী, ৪) শ্রীমতী শুভশ্রী চৌধুরী**, স্বামী - শ্রী অর্নব মুখার্জী, উভয়ের পিতা - মৃত গোবিন্দ চৌধুরী, ৩ ও ৪ নং এর সাকিম হাটখোলা মুক্তারপাড়া, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬। গত ইংরাজী ২৮/০৫/২০২৫ তারিখে এ. ডি. এস. আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৬৬৯৭/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা হুগলী ,থানা- মগরার সামিল, জে. এল. নং ৫৩, বাঁশবেড়িয়া মৌজায় হাল ৮৭২ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৮৩৬ নং দাগে তথা হাল ১১৭৯ নং দাগে কমবেশী ০.০৭১ একর সম্পত্তি ও অপরাপর সম্পত্তি জেলা -হুগলী, থানা-মগরা, সার্কিম-বাঁশবেড়িয়া নবীনপল্লী নিবাসী **শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ**, পিতা- তারাপদ ঘোষ, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার পর উক্ত বিশ্বজিৎ ঘোষ বিগত ইংরাজী ২২/০৪/২০২৬ তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৬৪৬ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী প্রনবীর সিং**, পিতা- শ্রী প্রহ্লাদ সিং ও **শ্রীমতী পারমিতা ভট্টাচার্য্য**, স্বামী – শ্রী প্রনবীর সিং, মহাশয় ও মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। উক্ত **প্রনবীর সিং** ও **পারমিতা ভট্টাচার্য্য** মহাশয় ও মহাশয়া বর্তমানে তাহা মগরা চুঁচুড়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও. অফিসে মিউটেশনের আবেদন করিয়াছেন যাহার নং- MN/2026/0601/4942 ও MN/2026/0601/4941, ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে মগরা চুঁচুড়া বি.এল.এ্যান্ড.এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

শঙ্কর দাস (এ্যাডভোকেট), চুঁচুড়া জাজেস কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা—মাহেশ (J.L. ১৫)-এর L.R. দাগ নং—২৫৩৮ অন্তর্ভুক্ত ৮ ছটাক ৪২ বর্গফুট জমি ও ১০০ বর্গফুটের ঘর সমেত সম্পত্তির নিষ্কণ্টক মালিক ও দখলকার হইলেন আমার মক্কেল **শ্রী গণেশ্বর রাউত** (পিতা—স্বর্গীয় ত্রিলোচন রাউত)। উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের ধারাবাহিক বিবরণ: ১. ২৩/০২/২০০৪: মূল মালিক **শ্রী জনার্দ্দন পান্ডে ও শ্রী বিভুতি শুকুল** রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা (A.D.S.R. শ্রীরামপুর, বহির IV, দলিল নং ৫০/২০০৪) মূলে শ্রী **অরবিন্দ দাসকে** আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। ২. ০২/০৪/২০০৪: আমমোক্তার **শ্রী অরবিন্দ দাস** উক্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রীকৃত দলিল (A.D.S.R. শ্রীরামপুর, নং ৪৪৬২) মূলে **শ্রীমতী অপর্ণা দত্তের** নিকট বিক্রয় করেন। ৩. ২৯/০৯/২০১৪: **শ্রীমতী অপর্ণা দত্ত** উক্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রীকৃত দলিল (A.D.S.R. শ্রীরামপুর, নং ৭৪৭৮) মূলে **শ্রীমতী লক্ষ্মী দাসের** নিকট বিক্রয় করেন। ৪. ২১/১১/২০১৪: **শ্রীমতী লক্ষ্মী দাস** উক্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রীকৃত দলিল (A.D.S.R. শ্রীরামপুর, নং ৮৪৮৭) মূলে **শ্রী অশোক পাত্রের** নিকট বিক্রয় করেন। ৫. ১৯/১২/২০১৪: **শ্রী অশোক পাত্র** উক্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রীকৃত সাফ-কবালা দলিল (A.D.S.R. শ্রীরামপুর, নং ৯৪৯৮) মূলে আমার মক্কেল **শ্রী গণেশ্বর রাউত**-এর নিকট আইনানুগভাবে বিক্রয় ও দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেলের নামে মিউটেশনের জন্য শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া B.L. & L.R.O. অফিসে আবেদন করা হইয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আইনানুগ দাবি বা আপত্তি থাকিলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণসহ B.L. & L.R.O. অফিসে লিখিতভাবে জানানোর অনুরোধ করা হইতেছে। অন্যথায় নির্ধারিত সময় পর কোনো দাবি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

লিগ্যাল নোটিশ

আমার মক্কেল আরজাভ বিল্ডার প্রাঃ লিঃ হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত চণ্ডীতলা – ২ ব্লকের জে.এল নং ৮৪, নৈটি মৌজায়, আর.এস./ এল.আর ১৪৩৪ নং দাগে, এল.আর. ৬৬২ খতিয়ানে কম বেশি ২.৩১ শতক জমি খরিদ করিয়া মিউটেশন এ আবেদন করিবার জন্য উক্ত ব্লকের বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিস এ দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত জমি আমার মক্কেল আরজাভ বিল্ডার প্রাঃ লিঃ খরিদ করিয়াছেন শ্রী নবীন চন্দ্র ঝাঁ এর কাছ থেকে, যিনি তাঁহার মালিকানা পান রেকর্ডভুক্ত রায়ত স্বর্গীয় দুলাল চন্দ্র ভট্ট ওরফে দুলাল চন্দ্র ঘোষ এর ওয়ারিশগণ ১) শ্রী উত্তম কুমার ঘোষ ২) শ্রী বিমলকান্তি ঘোষ এর কাছ থেকে, যারা শ্রী জয়দেব ঘোষ কে আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করেন জনাই রেজিস্ট্রি অফিস এ নিবন্ধিত ২০১৮ সালের ৬৩০ নং পাওয়ার অফ এটর্নি / আমমোক্তারনামা মূলে। যদি উক্ত আমমোক্তারদাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে উপরিবর্ণিত বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিস এ লিখিত অভিযোগ তথ্য প্রমাণাদি সহ জানাইতে হইবে।

সোমা দত্ত (প্রামাণিক)
অ্যাডভোকেট
আলিপুর জজ কোর্ট, কলকাতা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি **শঙ্কর টুডু**, পিতা সাগর টুডু, সাকিম বারুইপাড়া, পাটুলীগ্রাম, বলাগড়, হুগলী- ৭১২৫০১, পঃবঃ, সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত, আমার নামীয় সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, ৯৯ নং জে.এল. ভুক্ত, পাটুলী মৌজায় অবস্থিত, যাহার হাল এল.আর. খতিয়ান নং ৯৭৪, হাল এল.আর. দাগ নং ৫৫, শুনা জমি ১৮ শতক, তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিব। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাহারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় (ফোন নং- ৯০৯৩৮৭৩০৪৩) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমি নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পন্ন করিব। - **শঙ্কর টুডু**

আমি, প্রফুল্ল কুমার বসু, সাং- বাগআঁচড়া শান্তিপুর, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া পক্ষে ওয়ারিশ ইংরেজি 28/09/1996 তারিখে শ্রীমতী অর্চনা সেন, স্বামী- সুশীল কুমার সেন, সাং- ৩৫ নং ত্রিপুরা রায় লেন, শালকিয়া, হাওড়া- ৬, পক্ষে আমমোক্তারনামা ভ্রাতা- স্বদেশ বন্ধু বসু, পিতা- মৃত প্রফুল্ল কুমার বসু, সাং+পোঃ বাগআঁচড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে শ্রী স্বদেশ বন্ধু বসু 03/10/1996 তারিখে I-2399 দলিল বলে শ্রী রবিন হালদার, পিতা- মৃত নিতাই হালদার, সাং- বাগআঁচড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া কে বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে শ্রী রবিন হালদারের অবর্তমানে তার ওয়ারিশ ১) শ্রীমত্যা মীরা হালদার, স্বামী- মৃত রবিন হালদার, ২) শ্রী বিকাশ হালদার, ৩) শ্রী প্রকাশ হালদার, ৪) শ্রী ক্ষুদিরাম হালদার, ৫) শ্রীমতি ঝুমা ভৌমিক, স্বামী-তারক ভৌমিক, সকলের সাং- বাগআঁচড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, আমমোক্তারনামা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী শ্যামলেন্দু দাস, পিতা- মৃত মতিলাল দাস, সাং- মেলের মাঠ, পোঃ+থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পক্ষে ইংরাজি 13/02/2012, 13/08/2821 তারিখে 729/12, I-7749/2021 আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করিয়া পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন ১) শ্রী গুঞ্জন বসু, পিতা- মৃত সন্তোষ কুমার বসু, সাং+পোস্ট- বাগআঁচড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা-নদীয়া কে বিক্রয় করেন। খতিয়ান এল. আর. নং ৮১৫, আর. এস. দাগ নং ৮০৯, ৮১০, ৮১৫, ৮১৬, ৮২৯,৮৩৩, ৮৩৪, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, এল. আর. দাগ নং ১২১২, ১২১৩, ১২৫০, ১২৩৩, ১২৩৮, ১২৩৪, ১২১১, ১২৫৪, ১২৫৩, ১৩৫২, মোট জমির পরিমাণ ১০০.২০ শতক জমি ক্রয় করেন এবং ২) কুমারী শালিনী দাস, পিতা- শ্যামলেন্দু দাস, সাং- মেলের মাঠ, শান্তিপুর, পোঃ+থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ 13/08/2021 তারিখে I-7749/2021 ৪৮ শতক জমি বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে বিগত ইংরাজি 11/07/2025 তারিখে I-3117/2025 দলিল বলে রেজিস্টিকৃত শ্রী অঞ্জন বসু, পিতা- মৃত সন্তোষ কুমার বসু, সাং+পোঃ- বাগআঁচড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪। তপশীল খতিয়ান এল. আর. নং ৮১৫, আর. এস. দাগ নং ৮১২, এল. আর. দাগ নং ১২৩১, মোট জমির পরিমাণ ৪৮ শতক ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে শান্তিপুর B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কালীনগরস্ত (কে.কে. তলা ইস্ট লেন) বাসভবন ও সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক আমি, শ্রী বিজন সাহা (পিতা- শ্রী রবিন সাহা)। আমার ভগিনী, শ্রীমতী রিম্পা সাহা (পিতা-শ্রী রবিন সাহা), গত ০৯/০৮/২০২৬ তারিখে নোটারি পাবলিক (নদিয়া জাজেস কোর্ট) মারফত আইনসম্মত ঘোষণাপত্র সম্পাদন করিয়া উক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার যাবতীয় স্বত্ব ও অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন এবং আমার অনুমতি ব্যতীত উক্ত বাসভবনে প্রবেশ করিবেন না মর্মে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আজিকের পর হইতে শ্রীমতী রিম্পা সাহার কোনোপ্রকার সামাজিক, আর্থিক, ব্যবসায়িক, আইনি বা অনৈতিক কাজকর্ম ও দেনা-পাওনার সহিত আমি বা আমার পরিবার কোনোভাবেই দায়ী থাকিব না। আমার অনুমতি ছাড়া উক্ত সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

শ্রী বিজন সাহা
ঠিকানা কে.কে. তলা ইস্ট লেন, দক্ষিণ কালীনগর, পোঃ ও থানা- কৃষ্ণনগর, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪৯১০১।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদীয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদীয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদীয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

কলকাতা-হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড বাড়াতে আগামীকাল অগস্ট বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন

পেশ হবে সংশোধনী বিল, উঠতে পারে ক্যাগ রিপোর্টও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা ও হাওড়া: কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্যে বিধানসভায় আগামী বুধবার ১২ অগস্ট একদিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হচ্ছে। ওই দিনই সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধনী বিল পেশ করবে রাজ্য সরকার। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বর্তমান ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯ করা হবে। একই সঙ্গে হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৮ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই পরিবর্তন কার্যকর করতেই বিধানসভায় সংশোধনী বিল আনা হচ্ছে। সরকারি সূত্রে খবর, সংশোধনী বিল পাশ হলে নতুন ওয়ার্ড বিন্যাসের কাজ শুরু করবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এরপর নতুন ওয়ার্ড সীমানা নির্ধারণ, খসড়া প্রকাশ এবং আপত্তি-নিষ্পত্তির মতো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

বিধানসভা সচিবালয়ের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১২ অগস্ট সকাল ১১টায় বিধানসভার বৈঠক শুরু হবে। ওই দিনের কার্যসূচিতে পুর আইন সংশোধনী বিলই মূল বিষয় হলেও, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে বিধানসভা সূত্রে খবর। রাজনৈতিক মহলের মতে, পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি হলে কলকাতা ও হাওড়ায় জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য আনার পাশাপাশি প্রশাসনিক পরিষেবা আরও বিকেন্দ্রীকরণের সুযোগ তৈরি হবে। অন্যদিকে, বিশেষ অধিবেশনে ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হলে তা রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আহ্বানে সোমবার খাদ্যভবন থেকে সরকারি কর্মীরা 'হর ঘর তেরঙ্গা যাত্রার মিছিলে অংশ নিলেন।

গাঙ্গেয় বঙ্গে নিম্নচাপের মেঘ, বুধ থেকে দুই ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বস্তির বৃষ্টির বদলে ভ্যাপসা গরম আর আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিতে নাজেহাল বঙ্গবাসী। তবে এই পরিস্থিতি খুব বেশিদিন স্থায়ী হচ্ছে না। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়েই বঙ্গোপসাগরে দানা বাঁধতে চলেছে নতুন এক ঘূর্ণাবর্ত, যা ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এর জেরেই আগামী বুধবার থেকে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে ফের সক্রিয় হয়ে উঠবে বর্ষা। কলকাতা সহ উপকূলের জেলাগুলিতে একধাক্কায় বাড়বে বৃষ্টির দাপট। তবে উত্তরবঙ্গে এই মুহূর্তে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, জোড়া ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কেটে গেলেও বঙ্গোপসাগরে আবার নতুন করে মেঘ জমতে শুরু করেছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই বঙ্গোপসাগরে নতুন ঘূর্ণাবর্তটি তৈরি হবে এবং পরবর্তীতে তা নিম্নচাপের রূপ নেবে। পাশাপাশি অবশ্য এও জানানো হয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে একটানা ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলায় দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ১২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজারহাট ইন্ডিয়ান ব্যাংক তার ১২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে রাজারহাটের ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজে একটি আর্থিক সাক্ষরতা শিবির ও সিএসআর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই উদ্যোগটির লক্ষ্য ছিল ছাত্রছাত্রী ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি, দায়িত্বশীল ব্যাঙ্কিং চর্চার প্রচার এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করা। অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আশুতোষ চৌধুরী, উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণও দেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজের টিচার ইনচার্জ ডঃ সৈকত মণ্ডল, কলকাতার ফিল্ড জেনারেল ম্যানেজার নীলমণি ভরদ্বাজ, বারাসাতের জোনাল ম্যানেজার রাজেশ কুমার, কলকাতা সেন্ট্রালের জোনাল ম্যানেজার নীলেশ কুমার, কলকাতা নর্থের জোনাল ম্যানেজার অভিলক্ষিত কৌশল, এবং কলকাতা সাউথের জোনাল ম্যানেজার প্রমোদ কুমার।

সপ্তম বেতন কমিশনের প্রথম বৈঠক, এখনও কোনও সুপারিশ নয়, ভুয়ো তথ্য থেকে সতর্ক থাকার আবেদন: রাজ্যের সপ্তম বেতন কমিশনের প্রথম বৈঠক সোমবার নবান্নে অনুষ্ঠিত হল। বৈঠকে কমিশনের কার্যপরিধির আওতাভুক্ত বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, নিগম এবং সরকারি উদ্যোগের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি কমিশনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাথমিক রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকের পর কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই একটি পৃথক ওয়েবসাইট চালু করা হবে। ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশনের কাজ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য, বিজ্ঞপ্তি, মতামত আহ্বান, তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন স্মারকলিপি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। কমিশনের কার্যকলাপ সংক্রান্ত সমস্ত সরকারি তথ্য ওই ওয়েবসাইটেই প্রকাশ করা হবে।

বাবার মৃতদেহ হাইজ্যাক করা হয়েছিল: শুভ্রাংশু রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাবার মৃতদেহ হাইজ্যাক করা হয়েছিল এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন প্রয়াত মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায়। সোমবার বেলায় সাংবাদিক বৈঠক ডেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায়। এদিন তিনি সাংবাদিকদের কাছে দাবি রাখেন, তাঁর বাবার মৃতদেহ হাইজ্যাক করা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় নেতার বিরুদ্ধে মুখ খোলার ক্ষমতা ক'জনের ছিল। তাঁর অভিযোগ, বাবার মরদেহ সৎকারের সময় শুভেন্দু অধিকারী এবং অর্জুন সিং আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওনাদের আসতে দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত, রবিবার হালিশহরে মৃত দলীয় কর্মী বিরজু কেওটের বাড়িতে এসেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আগমন নিয়ে শুভ্রাংশু রায় বলেন, মৃত দলীয় কর্মীর বাড়িতে উনি এসেছেন দেখে খুব ভালো লেগেছে। তাঁর অভিযোগ, বিগতদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী ছিলেন তাঁর বাবা মুকুল রায়। তিনি দু'বছর যাবত হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। অথচ একবারের জন্য বাবাকে দেখতে যাওয়ার উনি সময় পাননি। তাঁর দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লাশের রাজনীতি করতে ভালোবাসেন। শুভ্রাংশুর আরও অভিযোগ, বাবার মৃত্যুর সময়ে বিরোধী দলের অনেকেই আসতে

চেয়েছিলেন। তাদেরকে আসতে দেওয়া হল না। উল্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাবার মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করলেন। তাঁর কথায়, রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এটা দেখে আজ খুব ভালো লাগছে। নাম না করে এনসিপিআই সাংসদ পার্থ ভৌমিককে নাটকের জগতের লোক বলে কটাক্ষ করেন। মুকুল পুত্র সোজাসাপটা জানিয়ে দেন, তৃণমূল করার তাঁর ইচ্ছে নেই। যদিও তিনি মমতাকে দেখেই রাজনীতিতে এসেছিলেন। কিন্তু দিন যতই গড়িয়েছে, ওনার ব্যবহার ততই খারাপের দিকে গেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১১ অগস্ট ২০২৬, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, মঙ্গলবার

মসজিদের মাইক বন্ধের প্রতিবাদে শর্তসাপেক্ষে মিছিলে সায় হাইকোর্টের

পুলিশি ভূমিকার তীব্র সমালোচনা বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্মস্থান থেকে মাইক খুলে নেওয়ার প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি পেল প্রতিবাদ মিছিল। তবে মানতে হবে আদালতের বেঁধে দেওয়া কড়া শর্ত। আগামী ১১ অগস্ট রাজাবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত এই মিছিল করবে 'জমিয়ত-ই-উলেমা'। সোমবার এক মামলায় শর্তসাপেক্ষ মিছিলের অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। এদিকে হাইকোর্ট সূত্রে খবর, মিছিলে সর্বোচ্চ ৭৫০ জন অংশ নিতে পারবেন। সকাল সাড়ে ১১টা থেকে শুরু করে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে পুরো কর্মসূচি। এছাড়া মিছিলে কোনও ধরনের মাইক ব্যবহার করা যাবে না। এর আগে পুলিশ এই মিছিলের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিল। বিষয়টি নিয়ে আদালতের এজলাসে মারাত্মক ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ৩ অগস্ট আবেদনের পর কেন আবেদনকারীকে ঝুলিয়ে রেখে ৭ অগস্ট রাত সাড়ে ৮টায় তা খারিজ করার কথা জানানো হল? এত দেরিতে সিদ্ধান্ত জানানোর পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলেও উষ্মা প্রকাশ করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'আগেও তো বিষয়টি জানানো যেতে পারত।'

এদিন মামলাকারী সংগঠনের পক্ষে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় রাজাবাজার-মৌলালি রুটে মিছিলের অনুমতি চান। অন্যদিকে, রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী এজি সুরজিৎ মিত্র আদালতে দাবি করেন, কাজের দিনে শহরের মূল রাস্তায় এমন মিছিল হলে সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত ভোগান্তি হবে। রাজ্য সরকারের প্রস্তাব ছিল, মিছিলের দিন বা রুট পরিবর্তন করা হোক কিংবা সদস্য সংখ্যা নামিয়ে ৩০০ করা হোক। তবে উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে একাধিক কড়া শর্ত আরোপ করে রাজাবাজার থেকেই মিছিলের অনুমতি দেন বিচারপতি।

উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে ধর্মস্থান থেকে মাইক নামানো নিয়ে জল গড়াচ্ছে অনেক দূর। কোন আইনের ভিত্তিতে এমন নির্দেশ দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী দানিশ ফারুকি। আবার প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

অন্যদিক, এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতেও পারদ চড়ছে।

বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিতর্ক এড়াতে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে, সরকার নতুন কোনও আইন আনছে না, বরং ২০২০ সালের হাইকোর্টের পুরনো নির্দেশই মেনে চলা হচ্ছে। যার আওতায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৪২০০টি মসজিদ এবং ১০৯৬টি মন্দির থেকে নিয়মবহির্ভূত মাইক খোলা হয়েছে।

'শিবাজি উৎসব', 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' এবার গুরুত্ব পাবে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে

যুক্ত হতে পারে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনীও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের স্কুল পাঠ্যক্রমে একাধিক পরিবর্তনের সুপারিশ করতে চলেছে রাজ্যের সিলেবাস কাম কারিকুলাম কমিটি। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, বাংলা ও ইতিহাসের বইয়ে বদলের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। পাঠ্য বইতে যুক্ত হতে চলেছে 'শিবাজী উৎসব' এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের লেখা গ্রন্থ 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য'। এমনটাই প্রস্তাব রয়েছে বলে কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে।

এছাড়া ইতিহাসের পাঠেও নতুন কিছু বিষয় যুক্ত হতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর ভূমিকা। পশ্চিমবঙ্গ তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা, তারকেশ্বরের সভা এবং কাশ্মীর যাত্রার প্রসঙ্গও পাঠ্যবইয়ে রাখার প্রস্তাব রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথের বাংলায় দেওয়া দীক্ষান্ত ভাষণের সঙ্গে তৎকালীন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকার কথাও পাঠ্য বইতে যুক্ত হতে পারে। অপর দিকে, অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে থাকা সিঙ্গুর আন্দোলনের অধ্যায়টি বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তার পরিবর্তে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু অংশ যুক্ত করার আলোচনা চলছে বলেই কমিটি সূত্রে জানান হয়েছে। সম্প্রতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর জন্মতিথিতে রাজ্যের নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে পাঠ্যক্রমে বাংলার ইতিহাসের অংশ সংযুক্ত করা নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

যদিও কমিটি সূত্রে বলা হয়েছে, কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তিকে পাঠ্যে যুক্ত করার আগে তথ্যের প্রামাণ্যতা যাচাই করা হবে। এক্ষেত্রে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কমিটির এক সদস্য বলেন, ইতিহাসে নতুন করে যে অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, তার প্রামাণ্য নথি থাকতে হবে। তবেই অনুমোদন দেওয়া হবে।

গত ২৪ জুলাই পাঠ্যক্রম পর্যালোচনার জন্য নতুন কমিটি গঠনের জন্য রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। এরপর ৪ অগস্ট প্রথম বৈঠকে স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানিয়েছিলেন, ২০২৭ সালের বইয়ে বড় পরিবর্তনের সময় হাতে নেই। তবে ২০২৮ সাল থেকে পাঠ্যক্রমে ব্যাপক রদবদলের পরিকল্পনা সরকারের আছে।

এক্ষেত্রে কমিটি সূত্রে খবর, চলতি পরিমার্জনের কাজ ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। যাতে নভেম্বরের মধ্যে নতুন বই ছাপার জন্য পাঠাতে সম্ভব হবে এবং জানুয়ারিতে পড়ুয়াদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওই সদস্যের কথায়, গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে বড়জোর ৫-১০ শতাংশ পরিবর্তন হতে পারে। বাংলা, ইংরেজি এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বদল আসতে পারে।

যদিও নতুন সংযোজন বিষয়ে কমিটি জানিয়েছে, সুপারিশের ভিত্তিতেই রাজ্য স্কুলশিক্ষা দপ্তর শেষ সিদ্ধান্ত নেবে। ফলে প্রস্তাবগুলি এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে পাঠ্যক্রমে কী ইতিহাস থাকবে এবং কোন সাহিত্যকর্ম পড়ানো হবে, তা নিয়ে আগামী দিনে শিক্ষা মহলে বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

আইনি চাপ বাড়তেই ফের কলকাতা হাইকোর্টের দুয়ারে সুমিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইনি চাপ যত বাড়ছে, ততই কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় শরণাপন্ন হতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়কে। সোমবার ভবানী ভবনে সিআইডি'র তলবে হাজিরা দেওয়ার পর রক্ষাকবচের দাবিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সুমিতের আইনজীবী। পাশাপাশি গ্রেপ্তারির হাত থেকে বাঁচতে ফের আদালতে নতুন করে রক্ষাকবচের আর্জিও জানান তিনি। আদালত তাঁকে নতুন মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে শালবনিতে জমি কেলেঙ্কারি, একাধিক অভিযোগের জালে জড়িয়েছেন তৃণমূল সাংসদের এই বিশেষ বিশ্বস্ত অনুগামী। মামলা হাতে নেওয়ার পর সিআইডি তাঁকে একাধিকবার তলব করলেও এতদিন তাঁর দেখা মেলেনি। টানা দু'মাসেরও বেশি সময় আত্মগোপন করে থাকার পর, অবশেষে বিগত শনিবার প্রথমবার ভবানী ভবনে এসে সিআইডি কর্তাদের মুখোমুখি হন সুমিত রায়। প্রথম দফার জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গোয়েন্দা দপ্তর থেকে সোজা কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে রওনা দেন তিনি। এতদিন কোথায় ছিলেন তার উত্তরে শুধু রহস্যময় হেসে মন্তব্য করেছিলেন, 'আশেপাশেই লুকিয়ে ছিলাম।'

তবে কেবল হাসিতে আইনি চাপ কমছে না। গোয়েন্দাদের পরপর তলব ও একাধিক মামলায় নাম জড়ানোয় আদালতের শরনাপন্ন হতেই হচ্ছে তাঁকে। সুমিতের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন মামলা রুজু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তারি এড়াতে আগেই তিনি চারটি মামলায় সুরক্ষা চেয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। এবার নতুন আরও একাধিক বিষয়ে সুরক্ষাবলয় চাইছেন তিনি।

এদিন আদালতে সুমিত রায়ের পক্ষে অভিজ্ঞ আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য জোরালো সওয়াল পেশ করেন। তিনি দাবি করেন, 'আমার মক্কেল আদালতের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল এবং তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। শীর্ষ আদালতও নির্দেশ দিয়েছে, অন্য মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। কেবল জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে, আর তিনি তা পালন করছেন।' উল্লেখ্য, শালবনির জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সুমিত রায়কে রক্ষাকবচ দিলেও, তদন্তের প্রয়োজনে ভবানী ভবনে হাজির হওয়ার কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। এরপরই আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য আদালতে আবেদন জানান, আজ মঙ্গলবার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা রয়েছে। তাই একইসঙ্গে সুমিতের মামলাটিরও শুনানি হোক। কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য সেই আবেদন সরাসরি নাকচ করে দেন। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, অভিষেকের মামলার সঙ্গে সুমিত রায়ের আর্জি মেশানো যাবে না। দু'জনের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা, তাই সুমিতের আর্জি আলাদাভাবেই শোনা হবে।

'গদ্দার এই অফিসে ঢুকবে না', যাদবপুরে সায়নীর কার্যালয়ে তালা কালীঘাটপন্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুরে তৃণমূলের সাংসদ সায়নী ঘোষের দলীয় কার্যালয়ে সোমবার তালা ঝুলিয়ে দিলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। কলকাতার গড়ফা এলাকার দুলাল দাস ঠাকুর ভবন কার্যালয়ের বাইরে একটি ফ্লেক্সও টাঙানো হয়। তাতে লেখা ছিল, 'কোনও গদ্দার এই অফিসে ঢুকবে না'। সোমবার বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দলীয় প্রতীকে নির্বাচিত হয়ে সায়নী ঘোষ এখন তৃণমূল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দিয়েছেন। সেই কারণে তাঁর আর এই কার্যালয় ব্যবহারের অধিকার নেই বলেই দাবি তাঁদের।

এদিন সকালে বসুন্ধরা গোস্বামীর নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেখানে থাকা সায়নী ঘোষের এক সহকারীকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। এরপরে কার্যালয়ের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রতীক এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া টিকিটে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন সায়নী। পরে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান বদলায় বলে অভিযোগ তৃণমূলের। সায়নী-সহ তৃণমূলের আরও ২০ জন সাংসদ এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। যদিও স্পিকারের স্বীকৃতি না মেলায় এখনও সরকারি ভাবে তাঁরা তৃণমূলের সাংসদ হিসাবেই রয়েছেন। সাংসদ বর্তমানে সংসদের অধিবেশনের কারণে দিল্লিতে আছেন। যাদবপুরে তাঁর বিরুদ্ধে এদিনের বিক্ষোভ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই ঘটনার কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। সোমবার বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেওয়া কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর বসুন্ধরা গোস্বামী বলেন, আমাদের দলের পার্টি অফিসে সেফ এনভায়োরনমেন্টটা উনি ব্যবহার করতে পারেন না। ওনার জনসংযোগ করার দরকার হলে, অন্য জায়গায় অফিস করে, সেখানে করুন। আমাদের অফিসে আর নয়। আমরা এটাকে মেনে নেওয়া বা সহ্য করব না। সোমবার সায়নীর দলীয় কার্যালয় ঘিরে এই বিক্ষোভের ফলে যাদবপুরে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে এল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জমি, বাড়ি ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জনতার দরবারে

দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার জনতার দরবারে হাজির হলেন উত্তর কলকাতার রঙ্গনা থিয়েটারের মালিক হীরক মুখার্জি। এক সময় গোয়াবাগানের রঙ্গনা থিয়েটারে একের পর এক জনপ্রিয় নাটক মঞ্চস্থ হত। 'জয়জয়ন্তী', 'কী বিভ্রাট', 'মোসায়েব', 'বাদশাহী চাল'-এর মতো নাটক ঘিরে দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। যদিও কালের নিয়মে দর্শক কমে যাওয়ায় ২০০৩ সালে পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে যায় রঙ্গনা থিয়েটার। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় ২৩ বছর। যদিও থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেখানকার কর্মীদের কথা ভেবে পাশের একটি জমিতে প্রসাধনী দ্রব্য তৈরির কারখানা তৈরি করেছিলেন হীরক মুখার্জি। হীরক মুখার্জি বলেন, ২০০৩ সালে রঙ্গনা থিয়েটার দর্শকের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রঙ্গনার কর্মীদের নিয়ে পাশেই প্রসাধনী দ্রব্যের কারখানা গড়ে তুলেছিলাম। কিন্তু, ২০২৩ সালের ১৩ মে আমার কাছে কর্মীরা ফোন করে জানায় কারখানার দরজা খোলা যাচ্ছে না, তালা দেওয়া। এরপরেই তিনি কারখানায় গিয়ে দেখেন, অন্যরা সেখানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। এরপর বিষয়টি নিয়ে বটতলা থানায় অভিযোগ করেন তিনি। হীরকের দাবি, পুলিশ তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। তাঁর অভিযোগ, আদিত্য আঢ্য নামে এক ব্যক্তি চাবি নিয়ে এসে ওই জমির মালিকানা নিজের বলে দাবি করেন।

সেই সময় তাঁর উপর হামলাও হয়েছিল বলে দাবি হীরকের।

তিনি আরও বলেন, পুলিশ তখন কোনও সাহায্য করেনি। হীরকের আরও অভিযোগ, জমি দখলের পিছনে প্রোমোটারদের ভূমিকা থাকতে পারে। তাঁর দাবি, স্থানীয় সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিধায়ক অতীন ঘোষের কাছেও বিষয়টি নিয়ে সাহায্য চেয়েছিলেন। যদিও তারা এর কোনো কোনও সমাধান করেননি।

হীরক মুখার্জির আরও অভিযোগ, তিন বছর সব বন্ধ। মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়ে নিজের অভিযোগ জানিয়েছেন রঙ্গনার মালিক। এবার জমিটি ফেরত পাওয়ার আশায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন তিনি। হীরক মুখার্জির কথায়, আশা করছি কাজ হবে। কারখানার জমি ফের ফিরে পাব।

অন্যদিকে, সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জমি-বাড়ি, ব্যবসা এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ নিয়ে জনতার দরবারে হাজির হন একাধিক মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। এর মধ্যে রেজিনগর বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা শেখ আহমেদ হোসেনের অভিযোগ, বেলডাঙা থানার কাছে এমপি রোডে তাঁর মশলার কারখানা ছিল।

তাঁর দাবি, তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক হাসানুজ্জামান এবং তাঁর দাদা তাঁর কাছে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন তিনি।

'ইন্ধন না থাকলে এই ঘটনা ঘটত না'

হালিশহর-কাণ্ডে মোদী-শাহ-শুভেন্দুকে নিশানা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হালিশহরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে হামলার ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হল। সোমবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করলেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, শুধু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করলে হবে না, ঘটনার পিছনে দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্বেরও ভূমিকা রয়েছে। হালিশহরে মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে রবিবার বিক্ষোভের মুখে পড়েন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে জুতো, চটি, জলের বোতল ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। গাড়িতে কাদা লাগানো হয়। মমতার দাবি, ইট-পাথরও ছোড়া হয়েছিল।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই সোমবার অভিষেক বলেন, এই সরকার, দিল্লির তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করছে। জমিদারদের অঙ্গুলিহেলনে চলছে এবং হালিশহরের যে ঘটনা, আমি এটা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, শুধু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে দোষ দিলে হবে না। এর পিছনে প্রত্যক্ষভাবে, মদত দিল্লির নেতাদের রয়েছে।

এরপরই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন তিনি। অভিষেকের আরও বক্তব্য, দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দিল্লির সর্বোচ্চ নেতৃত্বর ইন্ধন এবং মদত না থাকলে, এদের সাহস হবে না, এই ঘটনা ঘটনোর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ

শহীদ ক্ষুদিরাম বসু

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১১ই আগস্ট ২০২৬ • মহবনী ক্ষুদিরাম জন্মস্থান, কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

ICA-D1216(7)/2026

সম্পাদকীয়

কলেজ স্ট্রিটকে নিয়ে নয়া পরিকল্পনায় আশা ও আশঙ্কা, দুই'ই আছে

২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কলকাতাকে লন্ডন, আর উত্তরবঙ্গকে সুইজারল্যান্ড বানানোর ঘোষণা করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনটা, কতটা হয়েছে সেটা আম বাঙালি মাত্রই জানে। রাজ্যে এসেছে নতুন সরকার। দায়িত্বে এসে এই সরকার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ করেছে যাতে কিছুটা আশার আলো দেখছে মানুষ। শহর কলকাতাকে নিয়ে এর মধ্যে একাধিক পরিকল্পনা শোনা গিয়েছে। শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করতে নানা পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কলকাতা পুরসভার আসন পুনর্বিন্যাস। পুর পরিষেবার মানোন্নয়ন ও মানুষের দরজায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে পুরসভার ওয়ার্ডগুলিকে ভেঙে আরও ছোট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৪৪ থেকে বেড়ে ২০৯টি ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে। একই সঙ্গে বাজার, রাস্তাঘাটের হাল ফেরাতে আসরে নেমেছেন পুরমন্ত্রী। বাজারগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা ফেরাতে নানা দাওয়াই দেওয়া চলছে। তবে কলকাতা নিয়ে এই সরকারের যে পরিকল্পনাটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত তা হল, কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার আধুনিকীকরণ। বলা হচ্ছে, ভোলবদল করা হবে ২০০ বছরের পুরনো বইপাড়ার। বিলেতের অক্সফোর্ড স্ট্রিটের আদলে কলেজ স্ট্রিট হবে রিডিং জোন। কলেজ স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধি রোড ক্রশিং থেকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের গেট পর্যন্ত, প্রায় এক কিমি রাস্তার সঙ্গে কফি হাউস, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্কোয়ারকে কেন্দ্র করে থাকা বইয়ের বাজার উঠে গিয়ে এখানেই গড়ে উঠবে রিডিং জোন। বদলে যাবে হাজার দু'য়েক বুক স্টলের রং, রূপ, চেহারা। এমনই এক পরিবর্তিত কলেজ স্ট্রিটের ছবির পরিকল্পনা করা হয়েছে। যা শুনে বইপ্রেমীদের একাংশ উল্লসিত। উল্টোদিকে আশঙ্কায় ভুগছেন দোকানিরা। তাদের ব্যবসার ক্ষতি হবে না তো, প্রশ্ন তাদের। তবে এখনই এই আশঙ্কা অমূলক। দোকান তুলে দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা করা হয়নি। আর সরকার নিশ্চয় তাদের ব্যবসার দিকটা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করবেন।

শব্দছক ২৪০

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. বাধাহীন ৫. যার বিবেচনা সেই ৮. সম্ভব নয় ৯. শান্তি ১২. পাহাড়ের উঁচু থেকে গভীর নিম্নদেশ ১৩. বাজিমাৎ ১৫. মক্ষিকা ১৬. আসন্ন ১৭. ছাগ ১৮. তামাশা ১৯. কবিতা-গোত্রীয় ২০. প্রধানত ঘাসে-ঘাসে উড়ে বেড়ায় পতঙ্গ

ওপর-নিচ: ২. উত্তরবঙ্গের এক নদী ৩. মাছ মরার আগে খায় ৪. আদল ৫. ক্লান্তি ৬. বেত্র ৭. কাজ ১০. মাতুল ১১. বেড়ানো ১২. অসংলগ্ন ১৩. কাহিল ১৪. গরমমশলার এক পদ ১৬. নিশ্চিৎ ১৮. বর্ণ

সমাধান ২৩৯ — পাশাপাশি: ২. ব্যোমকেশ ৫. রকম ৭. নাচ ৮. স্বর ৯. গরহাজির ১১. আজ ১২. জাম ১৩. কচ ১৪. বার ১৬. অলকানন্দা ১৮. মশা ১৯. নিম ২০. আনন ২১. বরদাতা

ওপর-নিচ: ১. সরস্বতী ২. ব্যোম ৩. কেশর ৪. খেচর ৬. কর ৭. নাজিম ৯. গজ ১০. হাজার ১১. আচকা ১৩. কলম ১৪. বান্দা ১৫. দশানন ১৬. অনিল ১৭. নধর ১৮. মন ২০. আতা

আজকের দিন

■ **১৯০৮** — বাঙালি বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ১৮ বছর বয়সে ব্রিটিশদের হাতে ফাঁসি বরণ করেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য শহীদ হওয়া সর্বকনিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একজন হয়ে ওঠেন।

■ **১৯৬১** — সালে দাদরা ও নগর হাভেলি একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জন্মদিন

১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৬১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুনীল শেট্টির জন্মদিন।*

১৯৬৭ *বিশিষ্ট অভিনেতা রজতাভ দত্তের জন্মদিন।*

সুনীল শেট্টি

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে চালু হল নতুন পার্কিং ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: দীর্ঘদিনের পার্কিং সমস্যা মেটাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে সোমবার একটি নতুন পার্কিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সোমবার সকালে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। নতুন এই ব্যবস্থায় বিধান মার্কেট, হিল কার্ট রোড এবং ক্ষুদিরাম পল্লীর ব্যবসায়ীদের যানবাহন মেলা প্রাঙ্গণের নির্ধারিত স্থানে পার্ক করা যাবে। এই দিন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'যানজট নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করার জন্য বিধান রোডের দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের রাস্তার পরিবর্তে মেলা প্রাঙ্গণে তাদের যানবাহন পার্ক করতে হবে। বাইরে থেকে শহরে প্রবেশকারী যানবাহনগুলোও এই পার্কিং সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে। পার্কিং এলাকাটিকে দু'টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। জোন ১ ব্যবসায়ীদের যানবাহনের জন্য এবং জোন ২ শহরের বাইরে থেকে আসা

যানবাহনের জন্য নির্ধারিত থাকবে।' প্রথম ১৫ দিন পার্কিং পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকবে, এরপর একটি নির্ধারিত ফি চালু করা হবে। প্রশাসন আশা করছে, নতুন এই ব্যবস্থা বিধান রোড ও হিল কার্ট রোডের যানজট কমাবে এবং শহরের দীর্ঘদিনের পার্কিং সমস্যার সমাধানে সহায়তা করবে। মহালয়ার আগেই এই বিধান নগর মার্কেট এলাকায় যানবাহনের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে, ফলে পথ চলতি মানুষ থেকে যানজটের সমস্যাও বেড়েছে। তবে এই পার্কিংয়ের ব্যবস্থা এখন শিলিগুড়ি শহরকে পরিচ্ছন্ন ও গতি আনে দেবেন বলেন আশা রাখেন শঙ্কর ঘোষ। তাই শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম মেলা প্রাঙ্গণে নতুন পার্কিং সুবিধা চালু এই পরিষেবা বিধান রোড ও হিল কার্ট রোডের যানজট কমাতে সাহায্য করবে।

পশ্চিমাঞ্চল জেলাগুলির উন্নয়ন বৈঠকে আজ বাঁকুড়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আজ মঙ্গলবার বাঁকুড়া আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে এমনটাই জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন পর পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের পূর্ণাঙ্গ বৈঠক হতে চলেছে আগামী ১১ অগস্ট বাঁকুড়ায়। এই বৈঠকে পশ্চিমাঞ্চলের ৭টি জেলার আধিকারিকরাও অংশ নেবেন। এই বৈঠককে ঘিরে প্রশাসনিক মহলে চরম ব্যস্ততা। এই বৈঠকস্থল দফায় দফায় পরিদর্শন ও যান চলাচলের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র সংগ্রহের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর এই নিয়ে দ্বিতীয় বার তিনি বাঁকুড়া জেলায় আসছে। গত ৩০ জুন তিনি রাজ্যস্তর 'হুল দিবস' উদ্বোধনে জেলার মুকুটমনিপুরে এসেছিলেন। এবার বাঁকুড়া শহরে আসছেন। রাজ্য সরকার উদ্যোগে এই ৭ জেলার উন্নয়নে যেসব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেগুলির পর্যালোচনা করার পাশাপাশি কোথায় খামতি রয়েছে এবং কোন জেলায় কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হতে পারে। এই জেলাগুলির উন্নয়নে ভালরকম অর্থ বরাদ্দ হবে বলে জেলা প্রশাসনের কর্তারা মনে করছেন। বাঁকুড়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত বলেন, 'আগামী মঙ্গলবার জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে দুপুরে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের এই বৈঠক হবে। সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, যে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ বা পিইউপি আওতায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান রয়েছে। এই ৭ জেলার মোট ৭৪টি ব্লক যার মধ্যে বাঁকুড়া জেলার ১৬টি পর্ষদের আওতা রয়েছে। বাঁকুড়ার আইলাকান্দি এলাকায় পিইউপি-র সদর দপ্তর রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, তৃণমূল জমানার শুরুর দিকে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের ভালো গুরুত্ব ছিল। এই পর্ষদের জন্য একজন পূর্ণ মন্ত্রীও ছিলেন। পরে পর্ষদের গুরুত্ব ও বরাদ্দ কমতে থাকে। গত বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এ এই জেলাগুলিতে বিজেপি রেকর্ড ভোট পায়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে কার্যত বিরোধীরা সাফ হয়ে গেছে। এই আবহে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির উন্নয়ন বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে একটা বিশাল দায়িত্ব। সেকারণে এবিষয়ে বিশেষ জোর দিতেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে এবং উন্নয়ন পর্ষদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী বাঁকুড়ায় আসছেন বলে মনে করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, যে মঙ্গলবারের বৈঠকে ৭ জেলার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, সংশ্লিষ্ট ৭৪টি ব্লকের বিডিওরা উপস্থিত থাকবেন। তাঁরা নিজেদের এলাকার উন্নয়নের বিভিন্ন প্রস্তাব বৈঠকে জানাতে পারেন। এই প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার বিকালে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর জাতীয় সড়কের পাশের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত দলের এক নেতার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন বলে জানা গেছে।

শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর স্মরণসভাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পশ্চিম মেদিনীপুরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারীর এই প্রথম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সফর হবে।

বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে ক্ষতি চাষের জমির

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে বিঘের পর বিঘে খাস ধানের জমির চাষিরা মারাত্মক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। জল নিকাশি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য। জল নিকাশির পথে প্রচুর পরিমাণে মজুত করে রাখা হয়েছে অবৈধভাবে বালি বলে অভিযোগ। যার জেরে বৃষ্টির জমা জল জমিতে রয়ে গিয়েছে। খাস ধান যে সমস্ত জমিতে চাষ হয়েছিল সেই সমস্ত জমি জলমগ্ন। ফলে সমস্ত ধান পচে নষ্ট হওয়ার মুখে। এমনটাই বলছেন কৃষকরা। ঘটনাকে ঘিরে ক্ষোভ পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের কুমিরকোলা এলাকায়। অবিলম্বে কৃষকরা ক্ষতিপূরণ যেমন দাবি করছেন পাশাপাশি কৃষি জমিতে জোরপূর্বক মজুদ করে রাখা বালি সরিয়ে নেওয়ার দাবিও তুলেছেন তারা। তারা জানিয়েছেন, বিগত ৩০ বছর ধরে তারা চাষ করছেন জমিতে। কিন্তু কোনদিনই এই ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়নি বলে দাবি তাদের। এবছরই প্রথম জল নিকাশি নালা বুজিয়ে মজুত করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে বালি। তার ফলে জমিতে জমা জল আর নিষ্কাশন হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, জমা বালি হাওয়ায় উড়ে পার্শ্ববর্তী জমিতে গিয়ে পড়ছে। তার ফলে জমির মাটি ও নষ্ট হচ্ছে উর্বরতা শক্তি কমছে। বালি জমা করার সময় যারা এই কাজ করছিলেন তাদেরকে নিষেধ করলেও তারা বিষয়টি সম্পর্কে কোন কর্ণপাত করেননি। চাষিদের ক্ষতির বিষয়ে তাদের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। নেপথ্যে কোন বড় মাথার মদত রয়েছে এমনটাই বলছেন তারা। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে কুমিরকোলা এলাকার চাষিরা চাইছেন ক্ষতিপূরণ। প্রশাসন যাতে ব্যবস্থা নেয় তার দাবিও করছেন এখানকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা।

কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিলেন মদন মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সোমবার মাইথনের সিদ্ধপীঠ কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে হঠাৎ করে হাজির হলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। একদা মমতার একনিষ্ঠ সৈনিক মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্যের সার্বিক শান্তি কামনা করেন মদন মিত্র। পুজো শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মদন মিত্র বলেন, 'চারিদিকে অশান্তি জনগণ আর পছন্দ করছে না। মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারকে যেন আরও শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করে।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'মন্দিরে ভক্ত না থাকলে যেমন পূজার সার্থকতা থাকে না, তেমনই বিরোধীদের পরামর্শ ও সমালোচনা না শুনলে গণতন্ত্র অর্থহীন।' মা কল্যাণেশ্বরীর আশীর্বাদে আগামী এক মাসের মধ্যেই রাজ্যের পরিস্থিতি বদলে যাবে এবং সার্বিক শান্তি ফিরবে বলে তিনি মনে করেন।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী 'মৃত্যু'

নিতুড়িয়া থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানা এলাকায় অবস্থিত পিজি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসা করে রোগী রোগী মৃত্যুর অভিযোগ তুলে নিতুড়িয়া থানায় ও ঐ নার্সিং হোমে সোমবার বিক্ষোভ দেখাল পরিবারের লোকজন সহ স্থানীয়রা।

পরিবারের লোকের দাবি, গর্ভনিরোধক অস্ত্রপ্রচার করার জন্য ওই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নিতুড়িয়া থানা এলাকার মদনডি গ্রামের বাসিন্দা রিতা বাউড়িকে, সেখানে তিনি অসুস্থ বোধ করলে পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা করার আর্জি জানালে পরিবারের লোকজনকে যেতে দেওয়া হয়নি, চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার জন্য সেখানেই রোগী মারা যায়, পরিবারের লোকের অভিযোগ মারা যাওয়ার পর তাঁকে অন্যত্র রেফার করে দেওয়া হয়। বুধবার ওই নার্সিং হোমে তাঁকে ভর্তি করা হয়, বৃহস্পতিবার বাড়ির লোককে না জানিয়ে অপারেশন করা হয়। শুক্রবার থেকে অবস্থার অবনতি শুরু হয়, শনিবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উন্নত চিকিৎসার জন্য আসানসোলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়, সোমবার সকালে রোগীর মৃত্যু হয় বলে পরিবারের দাবি। এরপরেই এলাকার বাসিন্দারা ও মৃতের পরিবারের আত্মীয়রা নিতুড়িয়া থানায় এসে ওই নার্সিংহোম বন্ধ করা-সহ ওই চিকিৎসকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। এলাকার বাসিন্দারা জানান, এর আগেও এই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। এদিকে এই বিক্ষোভ চলার সময় নিতুড়িয়া থানায় আরেকজন মহিলা কল্পনা মণ্ডল জানান, 'ওই চিকিৎসকের কাছেই ঐ নার্সিংহোমে টিউমার অপারেশন করাতে গিয়ে তার দুটি কিডনি নষ্ট করে দেয় ভুল চিকিৎসা করে।' তিনি দাবি করেন, 'ওই চিকিৎসকের যেন লাইসেন্স ক্যানসেল করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়।' সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃতদেহ নার্সিংহোমের সামনে রাস্তায় রেখে পথঅবরোধ করে বিক্ষোভ চলতে থাকে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে গড়বেতা থানার ব্যবস্থাপনায় পালিত হলপথ নিরাপত্তা সপ্তাহে সচেতনতা শিবির। উপস্থিত গড়বেতা থানার পুলিশ আধিকারিক শুভঙ্কর রায়।

রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে অনুষ্ঠিত হল তিরঙ্গা যাত্রা। সোমবার আসানসোলের রবীন্দ্রভবনের সামনে থেকে ২০০ ফুটের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এই তিরঙ্গা যাত্রা শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলম, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার, আসানসোল পৌরনিগমের কমিশনার দিলীপ মিশ্রা আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ, বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়। এদিনের তিরঙ্গা যাত্রা রবীন্দ্রভবন থেকে শুরু হয়ে ভগৎ সিং মোড় হয়ে আসানসোল পোলা গ্রাউন্ডে শেষ হয়।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে প্রতিটি বাড়িতে তিরঙ্গা কর্মসূচি। র‍্যালিতে চুঁচুড়ায় জেলাশাসক-সহ প্রশাসনের কর্তারা ছাড়াও অংশগ্রহণ নেন এলাকার বিধায়ক এবং সাধারণ মানুষ।

আরামবাগে দুর্ঘটনায় আহত জলযাত্রী, হাসপাতালে দেখা করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শ্রাবণের চতুর্থ সোমবার তারকেশ্বরের বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢেলে বাড়ি ফেরার পথেই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন জলযাত্রীরা। সোমবার আরামবাগের জয়রামপুর এলাকায় একটি লরি ও জলযাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুর্ঘটনায় বাসে থাকা প্রায় ১৫ জন জলযাত্রী আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের এলাকার জলযাত্রীরা তারকেশ্বরের বাবা তারকনাথের মন্দিরে জল ঢালতে এসেছিলেন। শ্রাবণের চতুর্থ সোমবার পুজো দিয়ে বাসে করে তাঁরা বাড়ির উদ্দেশে ফিরছিলেন। সেই সময় আরামবাগের জয়রামপুর এলাকায় বাসটির সঙ্গে একটি লরির সংঘর্ষ হয়। আচমকা সংঘর্ষে বাসের যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষজন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। আহতদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। পরে খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। তিনি আহত জলযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলে আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে কয়েকজনের চোট তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও

আপাতত চিকিৎসকদের নজরদারিতে তাঁদের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতালে আহতদের পাশে দাঁড়িয়ে বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই হাসপাতালে এসেছি। আহতদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং চিকিৎসকদের কাছ থেকে তাঁদের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নিয়েছি। আহত জলযাত্রীদের চিকিৎসায় যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সে বিষয়ে নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর তাঁদের নিরাপদে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে।' পাশাপাশি দুর্ঘটনার বিষয়টি প্রশাসনের পক্ষ থেকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলেও জানান বিধায়ক। এদিকে জয়রামপুরে বারবার দুর্ঘটনার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এই এলাকায় বিভিন্ন সময়ে যানবাহনের চাপ বাড়ে। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বরমুখী এবং তারকেশ্বর থেকে ফেরার পথে জলযাত্রীবাহী বাস, ছোট গাড়ি ও পণ্যবাহী লরির সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যায়। ফলে রাস্তার উপর যানবাহনের চাপ এবং অসতর্কতা থাকলে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। সবমিলিয়ে এখন স্থানীয়দের মূল দাবি, শুধু দুর্ঘটনার পর উদ্ধার ও চিকিৎসা নয়, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য আগাম নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হোক।

তেরঙ্গা হাতে দুর্গাপুরে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশাত্মবোধের আবহে তেরঙ্গা হাতে বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় সামিল হল দুর্গাপুর। 'হর ঘর তেরঙ্গা' কর্মসূচিকে সামনে রেখে সোমবার দুর্গাপুরের ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গন থেকে দুর্গাপুর-আসানসোল উন্নয়ন পর্ষদ (এডিডিএ) দফতর পর্যন্ত এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে পথে হাঁটেন প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি, পুলিশ আধিকারিক, সরকারি কর্মী এবং কলেজ পড়ুয়ারা। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ৯ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আবেদন জানানো হয়েছে। সেই বার্তাকে সাধারণ মানুষের

কাছে পৌঁছে দিতেই এদিনের এই কর্মসূচি। পদযাত্রায় অংশ নেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক, দুর্গাপুর পুরসভার কমিশনার, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক, পুলিশ আধিকারিক, বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মী-আধিকারিক এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। জাতীয় পতাকা হাতে শহরের রাস্তায় পদযাত্রায় অংশ নেন বহু মানুষ। দেশাত্মবোধের আবহে 'হর ঘর তেরঙ্গা'র বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি স্বাধীনতার মূল্য, জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশপ্রেমের চেতনাকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়। স্বাধীনতা দিবসের আগে এই বর্ণাঢ্য পদযাত্রা ঘিরে দুর্গাপুরে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

বিপ্লবী ক্ষুদিরামের জন্মভূমিতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: প্রতিবছরের মতো এবারও বীর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মভিটে কেশপুরের মোহবনিতে ১১ অগস্ট পালিত হবে ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এবার সেই অনুষ্ঠানে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে মোহবনিতে ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বানানো হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। প্রশাসন সূত্রের খবর বাঁকুড়ার প্রশাসনিক সভা শেষ করে হেলিকপ্টারে পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার অস্থায়ী হেলিপ্যাড ঘুরে দেখেন জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা। স্থানীয়রা বলছেন, স্বাধীনতার ৭৯ বছরে এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম ভিটেতে পা রাখতে চলেছেন। শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর বংশধর শান্তি বসু বলেন, 'শহীদের গ্রাম মোহবনির রাস্তাঘাট পানীয় জল পথবাতি, খেলার মাঠ প্রভৃতির যেন উন্নতি হয়, সুযোগ পেলে মুখ্যমন্ত্রীকে সে কথা বলব।'

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব বর্ধমানে নতুন জেলা কমিটি গঠন

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: ৯ অগস্ট বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠিত ২১ জনের নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ দাস এবং কোষাধ্যক্ষ শান্তনু পাঁজা। বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবের সভাকক্ষে আয়োজিত ওই সভায় সাংবাদিকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আগামী দিনের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার শুরুতেই সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক অরূপ লাহা। বিগত বছরে সাংবাদিক স্বার্থে সংগঠনের বিভিন্ন কাজকর্মের কথা তুলে ধরেন তিনি। আয় ব্যায়ের রিপোর্ট পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শেখ সামসুদ্দিন।

এদিনের সভায় ছিলেন ইন্ডিয়ান

জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় নেতা এস সাবানায়কন, রাজ্য সভাপতি দেবাশিস দাস, সহ-সভাপতি তারকনাথ রায়, সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ দাস পার্থ, প্রাক্তন সভাপতি শেখর সেনগুপ্ত, সদস্য আমিনুর রহমান। সকলকেই সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি সংগঠনের একাধিক কর্মসূচি নিয়ে তাদের মূল্যবান পরামর্শ শোনেন সদস্যরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি স্বপন মুখার্জী। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইজেএ-এর রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জগন্নাথ ভৌমিক।

সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির রীতি অনুযায়ী প্রতিবছরের মতো এবারও আইজেএ-এর বর্ষিয়ান সদস্য শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরীকে কমিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্তরীয়, পুস্পস্তবক, মানপত্র ও উপহার দিয়ে সম্মাননা জানানোর পাশাপাশি সংগঠনের প্রতি তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরা হয়। এদিন সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সারা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা প্রতিনিধিরা সাংবাদিকদের পেশাগত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। আগামী দিনে এ নিয়ে আলোচনা করে সংগঠন তাদের কর্মসূচি নেবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সারা জেলার ৫৩ জন সাংবাদিক প্রতিনিধি বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিয়েছেন। সাধারণ সভা থেকে আগামী বর্ষের জন্য গঠিত নতুন জেলা কমিটিকে রাজ্যের তরফে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এবারের জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী। ২১ জনের কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক পদে এসেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সন্তোষ দাস। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন শান্তনু পাঁজা। এরা তিনজনই এবার সংগঠনের জেলা কমিটিতে নতুন দায়িত্ব পেলেন। এছাড়াও সহ-সভাপতি হয়েছেন অতনু হাজরা ও বিজন ঘোষ। সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন সোমনাথ ভট্টাচার্য। সহ-সম্পাদক পদে এসেছেন কৌশিক চক্রবর্তী ও ধীমান রায়। এছাড়াও কার্যনির্বাহী সদস্য পদে এসেছেন বিদায়ী সম্পাদক অরূপ লাহা, মিথিলেশ রায়, পঞ্চানন দত্ত, শেখ সামসুদ্দিন, পার্থ চৌধুরী, মনোতোষ পোদ্দার। সুপ্রকাশ চৌধুরী, প্রসেনজিৎ দত্ত, সুজিত দত্ত, অনির্বাণ হাজরা, উত্তম দাস। নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ দাস জানান, খুব শীঘ্রই বড় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সাংবাদিক স্বার্থে বেশ কিছু কর্মসূচিও হাতে নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

গাছের ডাল পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাস্তার ওপর মরা গাছের শুকনো ডাল পড়ে পথচলতি মোটর বাইক চালকের মৃত্যু হল সোমবার। মৃতের নাম গৌতম গাইন, বাড়ি বিথারী হাকিমপুর জিপির গিলাপুকুর এলাকার। মৃত্যু যুবক স্থানীয় ১টি বেসরকারি অর্থলগ্নি সংস্থার কর্মী। প্রতিদিনের মতো এদিন সকালে অর্থ কালেকশনের জন্য সীমান্তবর্তী দহরকান্দা গ্রামে সদস্যদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে রাস্তার পাশে ১টি গাছের ডাল কাটার কাজ চলছিল। সেই সময় তার মাথার উপর ডাল ভেঙে পড়লে ছিটকে পড়ে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে ওই ব্যক্তি। স্থানীয়রা তাঁকে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত্যু বলে ঘোষণা করেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Megha Mistri,** Father's Name - **Sujit Mistri,** of Kanchannagar, Mirzapur, PS - Burdwan, Dist - Purba Bardhaman, Who has been missing since 09.03.2026, at about 10.30 hrs, from Residential area under Burdwan PS, Description of this Missing person is :**Age-** 15 Years (Approx), **Complexion**- Sallow, **Height** - 4 Feet 9 Inch (Approx), **Wearing**-Red Churidar & pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1205(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Keshab Biswas,** Father's Name - **Jaladhar Biswas,** of Baro Bangla, PO - Jatigara, PS - Sitai, Dist - Coochbehar, Who has been missing since 14.01.2020, at about 00.00 hrs, from work place at Bangalore, Description of this Missing person is :**Age-** 24 Years, **Complexion**-Fair, **Height** - 5 Feet, **Wearing**-Sky Blue T-Shirt, blue jeans. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1208(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Isha Bhandari,** Father's Name - **Sandip Bhandari,** of Vill - Kalagachia Christan para, PS - Kalitala Ashuti, Dist - South 24 Pgs, Who has been missing since 14.07.2026, at about 10.30 hrs, from Residential area under Kalitala Ashuti PS, Description of this Missing person is :**Age-** 15 Years (Approx), **Complexion**- Sallow, **Height** - 5 Feet 4 Inch (Approx), **Wearing** - Blue Churidar and White pant (School Dress), **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1212(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Raja Molla,** Father's Name - **Lt. Sher Mohammad Molla,** of Magura Mondal, PS - Mahestala, Dist - South 24 Pgs, Who has been missing since 31.12.2026, at about 09.00 hrs, from Residence Under Mahestala PS, Description of this Missing person is :**Age-** 42 Yrs, **Complexion**- Fair, **Height** - 5 Feet 6 Inch, **Wearing** - Black shirt, Lower Blue jeans, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D1214(3)/2026

ফর্ম নং আইএনসি-২৫এ

পাবলিক কোম্পানিকে প্রাইভেট কোম্পানিতে রূপান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত বিজ্ঞাপন রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইস্টার্ন রিজিওন (পূর্বাঞ্চল)-এর সমক্ষে

কোম্পানি আইন, ২০১৩, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৪ এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৪১-এর বিষয়ে

এবং

সাউদার্ন রোড ক্যারিয়ার্স লিমিটেড, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় পি-৯ নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৭৩-এ অবস্থিত, তার বিষয়ে। ......আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, উপরোক্ত বিধিমালার সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৪-এর অধীনে কোম্পানি কেন্দ্র সরকারের কাছে একটি আবেদন করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে এবং এই রূপান্তর কার্যকর করার জন্য কোম্পানিকে সক্ষম করতে সোমবার, ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় পাস হওয়া স্পেশাল রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুযায়ী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হতে ইচ্ছুক।

কোম্পানির প্রস্তাবিত পরিবর্তন/মর্যাদার দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে তার একটি অনুলিপি সহ এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-এ বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফাইল করে তা প্রদান করতে পারেন, অথবা তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট রিজিওনাল ডিরেক্টর (কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, ইন AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫)-এর কাছে প্রদান করতে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন।

সাউদার্ন রোড ক্যারিয়ার্স লিমিটেড -এর পক্ষে
অনিল কুমার চিড়িপাল
হোল-টাইম ডিরেক্টর
DIN: 00229329

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.০৮.২০২৬

জয়শ্রী নির্মাণ লিঃ

রেজিঃ অফিস: রুম নং ৫০৩, ১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯

CIN No. : L45202WB1922PLC054157

ইমেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সারসংক্ষেপ

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	০১/০৪/২০২৬ থেকে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত চলতি বছরের তারিখ অনুযায়ী (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী বছর (নিরীক্ষিত)
		টাকা '০০০ -এ		
১.	পরিচালন থেকে মোট আয় (নিট)	২,৩৬,০৮২.১০	২,৩৬,০৮২.১০	৪,১৭,৪০২.৩৮
২.	কর পূর্ববর্তী সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	-২,১০৯.২৪	-২,১০৯.২৪	৬,৪০০.৯৯
৩.	কর পরবর্তী সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	-২,৬৮৬.৫৪	-২,৬৮৬.৫৪	-২,৯২৯.১০
৪.	ওই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [(কর পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি)) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী)]	৩,৮১,২৬২.২৪	৩,৮১,২৬২.২৪	-৯,১৩,১৩৫.৫৪
৫.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০
	প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ১০ টাকা	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৬.	ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতিরেকে সংরক্ষণ	২৬,০৫,৬১৭.০৮	২৬,০৫,৬১৭.০৮	২২,২৪,৩৫৪.৮৪
৭.	নিট মূল্য	২৬,৫৬,২২৯	২৬,৫৬,২২৯	২২,৭৪,৯৬৭
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (মৌলিক ও মিশ্রিত) -	-০.৫৩১	-০.৫৩১	০.৫৭৯

দ্রষ্টব্য:

উপরিউক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলির কাছে পেশ করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারসংক্ষেপ।

ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.jayshreenirmanlimited.com -এ দেখা যেতে পারে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড -এর পক্ষে
অঙ্কিত মাহেনসারিয়া
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
DIN: 07334059

তারিখ : ১০/০৮/২০২৬
স্থান : কলকাতা

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

সিআইএন : L32902WB1990PLC050020

নিবন্ধিত ও কর্পোরেট কার্যালয় : "ইকোস্টেশন", ব্লক - বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, স্যুট নং - ৫০৪ সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

ফোন : (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫ / +৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১, ইমেল : calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস

(₹ লক্ষের হিসাবে (ইপিএস ব্যতীত))

বিবরণী	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫
কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৬২০৫.৫৭	২৪০৪২.৬১	৫৫২৪.৯৪
উক্ত মেয়াদের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর পূর্ব)	২৯৩.৪৭	১০৯১.৭০	২২৯.৫২
উক্ত মেয়াদের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী)	২১৮.১০	৮১৮.৪১	১৭০.৭০
উক্ত মেয়াদের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [(উক্ত মেয়াদের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বয়ে)]	২১৮.১০	৮৩৩.৯০	১৭০.৭০
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০৪.০০	৩০৪.০০	৩০৪.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	৯,২১৩.৬৯	-
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যমানের)			
মৌলিক :	৭.১৭	২৬.৯২	৫.৬২
মিশ্রিত :	৭.১৭	২৬.৯২	৫.৬২

দ্রষ্টব্য:

১. উপরোক্ত তথ্যটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিলকৃত ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষাবিহীন ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের স্বাধীন নিরীক্ষক প্রতিবেদন সহ ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (https://www.acknitindia.com/i/financial-information) উপলব্ধ রয়েছে।

২. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত হয়েছে এবং ১০.০৮.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

৩. বর্তমান মেয়াদের ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য পূর্ববর্তী মেয়াদের পরিসংখ্যানগুলি পুনর্বিন্যস্ত ও পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং আদেশানুসারে
স্বা/-
শ্রী কিষাণ সরফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন : 00128999

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০.০৮.২০২৬

MANAKSIA STEELS LIMITED

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর: L27101WB2001PLC138341

রেজিস্টার্ড অফিস: টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লিয়ন্স রেঞ্জ, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ফোন নং: ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫/৫৬

ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com; ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com

২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা সদস্যদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানির ২৫তম (পঁচিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস") এবং এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের **("এমসিএ") ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার** নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ৫ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ২০/২০২০, ৫ মে, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ০২/২০২২ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারসমূহ, যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং ৫ জুন, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2025/83 (সম্মিলিতভাবে "সার্কুলারসমূহ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সময় সময় জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়(গুলি) সম্পাদনের জন্য বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ০৩:০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত হতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম সুবিধা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড **('এনএসডিএল')** দ্বারা প্রদান করা হচ্ছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে।

২. প্রাসঙ্গিক সার্কুলারসমূহ মেনে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিনভাবে কোম্পানির সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপি)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে এবং যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপি-এর কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের কোম্পানি কর্তৃক একটি চিঠি পাঠানো হবে যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের (বিজ্ঞপ্তি সহ) সম্পূর্ণ বিবরণ উপলব্ধ থাকার সঠিক পাথ সহ লিঙ্ক প্রদান করা হবে। উপরোক্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com-এ এবং কোম্পানির শেয়ারগুলি যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এও উপলব্ধ হবে। সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(গ) অনুসারে বিশেষভাবে অনুরোধ করা না হলে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনো ফিজিক্যাল কপি (physical copies) কোনো সদস্যকে পাঠানো হবে না।

৩. এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত হতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, কোম্পানির এজিএম-এ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়ার এবং অংশগ্রহণ করার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি।

৪. ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি:

ক) ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী যে সকল সদস্য কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (আরটিএ)-কে compliance@mdplcorporate.com-এ অথবা কোম্পানিকে info.steels@manaksiasteels.com/ asharma@manaksiasteels.com-এ লিখে তা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

খ) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী যে সকল সদস্য ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস-এর কাছে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের যে ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস-এর কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করছেন তাদের কাছে তা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৫. ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি:

কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনগুলির ওপর তাদের ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করবে। রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

৬. ফিজিক্যাল বা বৈদ্যুতিন মোডে শেয়ার ধারণকারী সমস্ত সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত দ্রষ্টব এবং বিশেষ করে, ভার্চুয়াল সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোনো জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির আরটিএ-এর সাথে compliance@mdplcorporate.com-এ অথবা কোম্পানির সাথে info.steels@manaksiasteels.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস' (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন বা শ্রী প্রীতম দত্ত, সিনিয়র ম্যানেজার-কে pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০.০৮.২০২৬

বিনদাওয়ালা বাণিজ্য লিমিটেড

সিআইএন : L67120WB1981PLC033799

রেজিস্টার্ড অফিস : রুম নং ২১৪, ২য় তল, ৬৪, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১

ইমেল : info@bindawala.com, **যোগাযোগ নং :** ০৩৩-৪০০৩-০৯০৯ / ৯৮৩১১-২৬০৬৩

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(₹ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (নিরীক্ষিত)	৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছর (নিরীক্ষিত)
১	কার্যক্রম হতে মোট আয় (নিট)	৬৯.৪৭	৭৯.৬৪	৫৮.৫৫	৩০৬.৬১
২	মেয়াদের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমি এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াবলির পূর্বে)	(১৩.৩২)	১০.৪০	(৮.৪৬)	১৬.২৫
৩	কর পূর্ববর্তী মেয়াদের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমি এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াবলির পরে)	(১৩.৩২)	১০.৪০	(৮.৪৬)	১৬.২৫
৪	কর পরবর্তী মেয়াদের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমি এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াবলির পরে)	(১৩.১১)	(০.১১)	(৭.৭২)	৬.২৬
৫	মেয়াদের জন্য মোট সমন্বিত আয়/(ক্ষতি) [মেয়াদের জন্য লাভ/(ক্ষতি)(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী) সমন্বয়ে]	(৬.১১)	(৮.২৭)	২৩.৯৪	১৬.৪২
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতি শেয়ার ১০/- টাকা)	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০
৭	সংরক্ষণ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শীটে প্রদর্শিত পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ বাদে)	-	-	-	৬৭২.৯১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি শেয়ার ১০/- টাকার)				
	মৌলিক:	(২.০৫)	(০.০২)	(১.২০)	০.৯৮
	মিশ্রিত:	(২.০৫)	(০.০২)	(১.২০)	০.৯৮

দ্রষ্টব্য :

১ উপরিউক্ত বিবরণটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস সিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bindawala.com-এ উপলব্ধ।

২ উপরিউক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলসমূহ অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং ১০ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

বিনদাওয়ালা বাণিজ্য লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ভগবান দাস বিনদাওয়ালা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00342639

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০.০৮.২০২৬

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড

CIN : L65993WB1970PLC027781

রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি ক্যামাক স্ট্রিট (৮ম তল), কলকাতা - ৭০০০১৬

ফোন নং : (০৩৩) ২২৮৭-৯৩৫৯/৯৩৬০ ফ্যাক্স নং : (০৩৩) ২২৮৭-২০৪৭

ইমেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(₹ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৬.২৬ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৬.২৫ (অনিরীক্ষিত)
১	পরিচালন থেকে মোট আয়	৭৭.৮৬	৭৪.১৮
২	মেয়াদের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াবলির পূর্বে)	২৪.৪৫	৩১.৯২
৩	কর পূর্ববর্তী মেয়াদের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াবলির পরে)	২৪.৪৫	৩১.৯২
৪	কর পরবর্তী মেয়াদের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়াবলির পরে)	১৯.৩৮	২৫.০০
৫	মেয়াদের জন্য মোট ব্যাপক আয় [মেয়াদের নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বয়ে]	১৯.৩৮	২৫.০০
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতিরেকে) পূর্ববর্তী বছরের ৩১শে মার্চ সমাপ্ত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে প্রদর্শিত অনুযায়ী		
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা ফেস ভ্যালু) (চলমান এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া পরিচালন থেকে) -		
	(i) মৌলিক	০.৩৬	০.৪৭
	(ii) মিশ্রিত	০.৩৬	০.৪৭

দ্রষ্টব্য:

i) উপরে উল্লেখিত বিষয়টি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ৩০.০৬.২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বয়ানের নির্যাস।

ii) ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট : www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com -এ উপলব্ধ।

সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল পেতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

পরিচালকমণ্ডলীর আদেশানুসারে
(এ কে ডাবরিওয়ালা)
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00024498

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০ই আগস্ট, ২০২৬

এসেক্স মেরিন লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: ১৯, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১

সিআইএন : L74900WB2009PLC138018

ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৬২ ৭৯২৮; ই-মেইল: essexmarinepvtltd@gmail.com; ওয়েবসাইট: www.essexmpl.com

১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, ৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য এসেক্স মেরিন লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের বৈদ্যুতিন প্রেরণ, এজিএম বিজ্ঞপ্তির সাথে ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com)-এও উপলব্ধ রয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের ওপর তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে। ১৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, নিরীক্ষক ও বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের প্রতিবেদন (যাকে একত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন বলা হয়)-এর সাথে শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপি)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে, যেমনটি প্রযোজ্য। তবে, যে সমস্ত সদস্য কোম্পানির সাথে/ডিসিপি-র কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি এমন সদস্য সহ সদস্যরা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.essexmpl.com থেকে এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ডাউনলোড করতে পারেন এবং এটি বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com)-এও উপলব্ধ থাকতে পারে।

যে সমস্ত সদস্যদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপি-র কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ইমেলের মাধ্যমে পাওয়ার জন্য cs@essexmpl.com-এ আমাদের কাছে লেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন এবং ই-ভোটিং ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রাপ্তির বিস্তারিত পদ্ধতির জন্য এবং দূরবর্তীভাবে বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতির জন্য, সদস্যদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ এজিএম বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সদস্যদের ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলীর জন্য এজিএম বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

(i) রিমোট ই-ভোটিং রবিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। এরপর ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ৫.০০ টা)-এর পরে কাউকে বৈদ্যুতিনভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে শেয়ারের অনুপাতে সদস্যদের ভোটাধিকার হবে।

(ii) শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস/বেনিফিশিয়াল ওনার্স-এ যাদের নাম প্রদর্শিত হয়েছে এমন সমস্ত সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি ৩১ জুলাই, ২০২৬-এর পরে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন, এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি info@skylinerta.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা ফোন: +91 11 40450193-97-এ কল করে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

(iii) একজন সদস্য দ্বারা একবার ভোট দেওয়া হলে, তাকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

(iv) এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএম-এ উপস্থিত যোগ্য সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম-এ তাদের ভোট দিতে সক্ষম হবেন।

(v) যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(গ) অনুসারে, কোম্পানির ডিপি/আরটিএ-এর কাছে যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ যেখানে উপলব্ধ আছে তার সঠিক পাথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী চিঠি সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হচ্ছে।

২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন যার মধ্যে এজিএম বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.essexmpl.com-এ উপলব্ধ এবং এটি বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com-এ) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.co.in-এ ইমেল পাঠাতে পারেন।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২৭, ২০২৬ থেকে বুধবার, সেপ্টেম্বর ২, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
এসেক্স মেরিন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দেবাশিস সেন
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএন : ০২৫৯১৩৪৬

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০-০৮-২০২৬

MANAKSIA STEELS LIMITED

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর- L27101WB2001PLC138341

রেজিস্টার্ড অফিস- টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং- ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫/৫৬

ই-মেল- info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট- www.manaksiasteels.com

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য স্পেশাল উইন্ডো খোলা হচ্ছে

এতদ্বারা কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/38/13/11 (2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, কোম্পানি ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের পূর্বে বিক্রিত/ক্রয়কৃত ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য একটি এককালীন স্পেশাল উইন্ডো খুলেছে, যেগুলি নথিপত্রে ঘাটতি, প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল/বিবেচনা করা হয়নি।

এই স্পেশাল উইন্ডোটি **০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত** এক বছরের জন্য খোলা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই সময়কালে, হস্তান্তরিত সিকিউরিটিগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে ট্রান্সফারির কাছে ক্রেডিট করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ডে থাকবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য তাদের অনুরোধ জমা দিতে পারেন। এই বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার জন্য, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার নীচে দেওয়া ঠিকানায় কোম্পানি/আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:

কোম্পানি	আরটিএ
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড টার্নার মরিসন বিল্ডিং ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ১ম ফ্লোর কলকাতা-৭০০ ০০১ টেলি- ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫/৫৬ ই-মেল- info.steels@manaksiasteels.com	**মাহেশ্বরী ডেটামেট্রিক্স প্রাইভেট লিমিটেড** (ইউনিট- মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড) ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১ টেলি- ০৩৩-২২৪৩ ৫০২৯ ই-মেল- compliance@mdplcorporate.com

মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ১০.০৮.২০২৬

Manaksia Limited

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর- L74950WB1984PLC038336

রেজিস্টার্ড অফিস- টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ফোন নং- ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫

ই-মেল- investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট- www.manaksia.com

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য স্পেশাল উইন্ডো খোলা হচ্ছে

এতদ্বারা কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/ 3750/2026 অনুসারে, কোম্পানি ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের পূর্বে বিক্রিত/ক্রয়কৃত ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য একটি এককালীন স্পেশাল উইন্ডো খুলেছে, যেগুলি নথিপত্রে ঘাটতি, প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল/বিবেচনা করা হয়নি।

এই স্পেশাল উইন্ডোটি **০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত** এক বছরের জন্য খোলা রাখা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই সময়কালে, হস্তান্তরিত সিকিউরিটিগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে ট্রান্সফারির কাছে ক্রেডিট করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ডে থাকবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য তাদের অনুরোধ জমা দিতে পারেন। এই বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার জন্য, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার নীচে দেওয়া ঠিকানায় কোম্পানি/আরটিএ-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন:

মানাকসিয়া লিমিটেড টার্নার মরিসন বিল্ডিং ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় ফ্লোর কলকাতা-৭০০ ০০১ টেলি: ০৩৩-২২৩১ ০০৫৫ ই-মেল: investor.relations@manaksia. com	মাহেশ্বরী ডেটামেট্রিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (ইউনিট- মানাকসিয়া লিঃ) ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা -৭০০ ০০১ টেলি- ০৩৩-২২৪৩ ৫০২৯ ই-মেল- compliance@mdplcorporate.com

মানাকসিয়া লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
দেবদীপ চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০.০৮.২০২৬

SOMANY

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড

সিআইএন (CIN): L40200WB1968PLC224116

নিবন্ধিত কার্যালয়: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন: +৯১-০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩

ই-মেইল: sclinvestors@somanyceramics.com / corporateaffairs@somanyceramics.com

ওয়েবসাইট: www.somanyceramics.com

বিজ্ঞপ্তি

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড-এর ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য স্পেশাল উইন্ডো

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি (SEBI) সার্কুলার নং HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার **সুবিধার্থে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭** পর্যন্ত এক বছরের জন্য আরও একটি স্পেশাল উইন্ডো খোলা হয়েছে। ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের যে অনুরোধগুলি নথিপত্রে ঘাটতি / প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত / ফেরত দেওয়া হয়েছিল / বিবেচনা করা হয়নি, সেগুলি ত্রুটিগুলি সংশোধন করার পর সম্পূর্ণ নথিপত্র সহ ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন: ০৩৩ ২২৪৮-২২৪৮/ ২২৪৩-৫০২৯ অথবা ই-মেইল: contact@mdplcorporate.com-এর কাছে হস্তান্তরের নিবন্ধনের জন্য পুনরায় জমা দেওয়া যেতে পারে।

আরটিএ (RTA) কর্তৃক সমস্ত নথিপত্র সঠিক বলে বিবেচিত হওয়ার পর হস্তান্তরিত শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ডে থাকবে।

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(অনুজ কালিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ: ১০ আগস্ট, ২০২৬
স্থান: নয়ডা

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড

সিআইএন (CIN): L65993WB1970PLC027781

নিবন্ধিত কার্যালয়: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৮ম ফ্লোর), কলকাতা-৭০০ ০১৬।

টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮৭-৯৩৫৯/৯৩৬০

ই-মেইল unitedcredititd@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.unitedcreditltd.com

৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্য

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") তার যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, নং ২/২০২২, নং ১০/২০২২, নং ০৯/২০২৩, নং ০৯/২০২৪ এবং নং ০৩/২০২৫-এর মাধ্যমে (এরপর সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কোম্পানিগুলিকে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে, যার ফলে তাদের এজিএম-এ সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা মকুব করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী, এমসিএ সার্কুলার, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (সংশোধিত) ("আইন")-এর প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিত) ("লিস্টিং রেগুলেশনস") মেনে ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০ টায় আইএসটি ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, ৫৫তম এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তি ("বিজ্ঞপ্তি") এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের সফ্ট কপি ("বার্ষিক প্রতিবেদন"), শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(সমূহ) / রেজিস্ট্রার টু অ্যান ইস্যু অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") অর্থাৎ মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ যেখানে উপলব্ধ আছে তার সঠিক পাথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি পাঠানো হবে। ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে প্রদান করা হবে।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী বা যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, সেই সকল সদস্য কোম্পানিকে unitedcreditltd@gmail.com -এ অথবা আরটিএ-কে investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com -এ নিম্নলিখিত নথিপত্র পাঠিয়ে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার পর ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন:

১. নাম, ফোলিও নম্বর / ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং ধারণ করা শেয়ারের সংখ্যা এবং সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানা উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান করা কপি;

২. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি; এবং

৩. সদস্যের শেয়ারহোল্ডিংয়ের বিপরীতে নিবন্ধিত ডাক ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন আধার কার্ড/সাম্প্রতিক বিদ্যুতের বিল/সাম্প্রতিক টেলিফোন বিল/ড্রাইভিং লাইসেন্স/পাসপোর্ট/ভোটার আইডি কার্ড/ব্যাঙ্ক পাসবইয়ের বিবরণ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী এবং কোম্পানি/ আরটিএ-এর কাছে ইতিমধ্যেই বৈধ ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত থাকা সদস্যদের এই বিষয়ে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য: লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ১২ এবং উক্ত রেগুলেশনসের তফসিল ১-এর সাথে পঠিত এবং প্রাসঙ্গিক সেবি সার্কুলারগুলির সাথে একসাথে পঠিত বিধান অনুসারে, আরবিআই অনুমোদিত যেকোনো বৈদ্যুতিন পেমেন্ট মোডের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য বিনিয়োগকারীদের দ্বারা প্রদত্ত ব্যাঙ্কের বিবরণ ব্যবহার করা কোম্পানি, সরাসরি বা ডিপোজিটরি বা আরটিএ-এর মাধ্যমে বাধ্যতামূলক। আরটিএ-কে প্যান, মোবাইল নম্বর সহ যোগাযোগের বিবরণ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করার পরেই উক্ত অর্থপ্রদান করা হবে। সদস্যদের কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.unitedcreditltd.com -এ উপলব্ধ ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ ধারণকারীদের দ্বারা প্যান, কেওয়াইসি বিবরণ (ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট সহ) এবং মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত সেবি সার্কুলারগুলি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট সরাসরি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস-এর কাছে আপডেট করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.unitedcreditltd.com -এ উপলব্ধ থাকবে এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে তাদের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.bseindia.com -এ প্রচার করতে সক্ষম করার জন্য তাদের কাছেও পাঠানো হবে।

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দীপালী সোনি
কোম্পানি সেক্রেটারি
(মেম্বারশিপ নং A65652)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০.০৮.২০২৬

আউশগ্রামে টুলু মণ্ডলের পরিজনের বাড়িতে ইডি ও এসটিএফের যৌথ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বীরভূমের বেআইনি পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত, তা খুঁজতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে তদন্তকারী দল। তার আত্মীয়দের বাড়ি ছাড়াও তার সাথে যাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে তাদেরও বাড়িতে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। সেই সূত্র ধরে সোমবার সাতসকালে আউশগ্রামে পৌঁছে যায় ইডি ও এসটিএফ-এর দল। এদিন কাটাটিকুরিতে হানা দেয় ইডি-এসটিএফ। ৭ জনের বাড়িতে এদিন তল্লাশি অভিযান চলে। সাতসকালে আউশগ্রামের ভেদিয়া অঞ্চলের কাটাটিকুরি গ্রামে ইডি ও এসটিএফের বিশাল দল পৌঁছনোকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গিয়েছে, গ্রামের ৭ টি বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা তল্লাশি চালায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি বাড়ি পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের আত্মীয়দের। বাকিরা সকলেই তার সাথে ব্যবসায়িক সূত্রে যোগাযোগ রেখে ছিলেন। স্থানীয়দের অনুমান,টুলু মন্ডলের সাম্রাজ্য বিশাল। তাই তার টাকা তার আত্মীয়দের বাড়িতে থাকতে পারে। এছাড়াও তার সাথে যাদের যোগাযোগ ছিল তাদেরও বাড়িতে তল্লাশি চলে। যদিও এই বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থার তরফে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি ।সোমবার সকাল থেকেই এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও তদন্তকারী আধিকারিকদের উপস্থিতি ঘিরে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়। এদিন কাজল মণ্ডল, ফটিক মণ্ডল, মোজাম্মেল মণ্ডল, রবিউল মণ্ডল, রাকেশ মণ্ডল, হোদাই মণ্ডল, কবুল মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালায় তদন্তকারীরা। তল্লাশির পাশাপাশি এদিন বাড়ির সদস্যদের সাথেও আধিকারিকদের কথা বলতে দেখা যায়।

বামেদের জেল ভরো কর্মসূচিতে উত্তেজনা

গ্রেপ্তার শীর্ষ নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রাজ্যব্যাপী বামেদের 'জেল ভরো' কর্মসূচিতে উত্তপ্ত আসানসোল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কৃষক বিরোধী নীতি, কাজের দাবি, শ্রম আইন বাতিল-সহ একাধিক দাবিতে সোমবার বামেদের এই অভিযানকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় আসানসোল পুলিশ লাইন ও ভগৎ সিং মোড় সংলগ্ন এলাকা। এদিন আসানসোলের শতাব্দী পার্ক থেকে জিটি রোড ধরে ভগৎ সিং মোড় পর্যন্ত মিছিল করে আন্দোলনকারীরা। মিছিল ভগৎসিং মোড়ে পৌঁছাতেই পুলিশের বসানো স্বল্প দূরত্বে বসানো দুটি ব্যারিকেডি ভেঙে ফেলে বাম আন্দোলনকারীরা। এরপর দক্ষিণ পুলিশ ফাঁড়ির কাছে প্রধান

ব্যারিকেডের সামনে আটকে যায় মিছিল। দুটি ব্যারিকেট ভাঙার সময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। মুখ্য ব্যারিকেডের সামনে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের ছেড়েও দেওয়া হয়। এদিন কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিশাল পুলিশ বাহিনী, কেন্দ্রীয় বাহিনী, জলকামান ও দমকল মোতায়েন করা হয়। এ দিনের কর্মসূচিতে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পার্থ মুখোপাধ্যায়ের সাথে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও সিপিআইএমএলের জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়। এদিনের ভাষণে মীনাক্ষী বলেন, 'দেশ, দেশের মানুষ ও সংবিধান বাঁচানোর লড়াইয়ে গোটা দেশ জুড়ে শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর ও বস্তিবাসীদের এই প্রতিবাদ। মোদী ও বর্তমান রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কৃষক বিরোধী নীতির ফল ভোগ করছে সাধারণ মানুষ। রেশন থেকে নাম বাদ যাওয়া, হকার উচ্ছেদ, এরপর এক শিল্প বন্ধ হওয়া, সব মিলিয়ে মানুষের ক্ষোভ আজ চরম সীমায়। পুলিশ দিয়ে এই জনরোষ আটকানো যাবে না।' উল্লেখ্য বিধানসভার ভোট পরবর্তীকালে এটাই ছিল বামেদের বড়সড় আন্দোলন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — দাবি বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
সাউথ কলকাতা শাখা
১১১এ এবং ২বি, এস.পি. মুখার্জী রোড, রাসবিহারী ক্রসিং, কলকাতা - ৭০০০২৬

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ (২) এর অধীন নোটিশ।

১. **মেসার্স লেটস কনভার্স কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড, মার্লিন লিঙ্কস,** ১৬৬বি, এস.পি. মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬
আরও ঠিকানা: প্রেমিসেস নং ২৬/১বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), পোঃ - ঢাকুরিয়া, থানা - লেক, কলকাতা - ৭০০০৩১, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
২. **শ্রীমতী নেহা শর্মা,** পিতা- শ্রী মহেশ শর্মা (ডিরেক্টর, গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা), ১২, মনুজেন্দ্র দত্ত রোড, কুমার অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০২৮। মোবাইল: ৯৮৩১০১২১৫৫
আরও ঠিকানা: ৩৯/1/৪, পোস্ট অফিস রোড, পোঃ ও থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০০২৮। জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা।
আরও ঠিকানা: মার্লিন লিঙ্কস, ১৬৬বি, এস.পি. মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬, মোবাইল: ৯৮৩১০১২১৫৫
আরও ঠিকানা: প্রেমিসেস নং ২৬/১বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), পোঃ - ঢাকুরিয়া, থানা - লেক, কলকাতা - ৭০০০৩১। জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মোবাইল: ৯৮৩১০১২১৫৫
৩. **শ্রী রমেন্দ্র নাথ মুখার্জী (ডিরেক্টর, গ্যারান্টার),** ১৭, আই.জি. মুখার্জী স্ট্রিট, রিশড়া, হুগলী - ৭১২২৪৮
আরও ঠিকানা: মার্লিন লিঙ্কস, ১৬৬বি, এস.পি. মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬

প্রিয় মহাশয়/মহোদয়া,
বিষয়: ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাউথ কলকাতা শাখায় মেসার্স লেটস কনভার্স কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে আপনাদের ওপেন ক্যাশ ক্রেডিট লিমিট এ/সি নং ৭১৯০৮১৬৯৩৮ প্রসঙ্গে।
আপনাদের মধ্যে প্রথম জন হলেন ঋণগ্রহীতা, দ্বিতীয় জন হলেন গ্যারান্টার এবং সম্পত্তির বন্ধকদাতা যিনি প্রথম জনের গৃহীত ঋণের সুরক্ষার জন্য নিজের সম্পদ জামিন হিসেবে দিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে তৃতীয় জন হলেন প্রথম জনের গৃহীত ঋণের গ্যারান্টার। আপনাদের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার ধারাবাহিকতায়, নিম্নলিখিত ঋণ সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনারা তা গ্রহণ করেছেন।

সুবিধার ধরন	লিমিট
ওপেন ক্যাশ ক্রেডিট লিমিট এ/সি নং ৭১৯০৮১৬৯৩৮	৮০,০০,০০০/- টাকা
এনএফবি বিজি লিমিট	১৬,০০,০০০/- টাকা

ক্র. নং	সুবিধার ধরন	বকেয়া ব্যালেন্স (টাকায়) ০১.০৮.২০২৬ অনুযায়ী	এমওআই (টাকায়) ০১.০৮.২০২৬ অনুযায়ী	এমএলই/এমওএক্স/চার্জ (টাকায়) ০১.০৮.২০২৬ অনুযায়ী	মোট বকেয়া ০১.০৮.২০২৬ অনুযায়ী (রাউন্ডেড অফ) ভারতীয় মুদ্রায়
১	ওপেন ক্যাশ ক্রেডিট লিমিট এ/সি নং ৭১৯০৮১৬৯৩৮	৭৯,৯৯,৮৬৬.৩১	১,৯৬,৫৪৭.০০	৫৯০.০০	৮১,৯৭,০০৩.০০
২	এনএফবি বিজি লিমিট	০	০	০.০০	০
	(০১.০৮.২০২৬ অনুযায়ী) মোট বকেয়া	৮১,৯৭,০০৩.২৬ টাকা (একাশি লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিন টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা মাত্র)			

উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য আপনারা সকলেই নিম্নলিখিত নথিপত্র সম্পাদন করেছেন:

ক্র. নং	সুবিধার ধরন	নথিপত্রের ধরন (সর্বশেষ)
১	ওপেন ক্যাশ ক্রেডিট লিমিট এ/সি নং ৭১৯০৮১৬৯৩৮	১. ডিমান্ড প্রমিসরি নোট ২. লেটার অফ কন্টিনিউটি
২	এনএফবি বিজি লিমিট	৩. অস্থাবর সম্পত্তি হাইপোথিকেশন/বন্ধকের জন্য সাধারণ চিঠি ৪. টাইটেল ডিড জমার নিশ্চয়তা প্রদানকারী সাপ্লিমেন্টাল লেটার অফ মর্টগেজ ৫. ব্যক্তিগত গ্যারান্টির জন্য গ্যারান্টি চুক্তি

উক্ত ঋণের পরিশোধ গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের বন্ধকের মাধ্যমে সুরক্ষিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭২০ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া ৬০০ বর্গফুট) বা সামান্য কমবেশি, যা প্রেমিসেস নং ২৬/১বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৯২, অ্যাসেসি নং ২১০৯২১২০১৩৯৪, থানা - লেক, কলকাতা - ৭০০০৩১, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এ শ্রীমতী নেহা শর্মার নামে অবস্থিত, যা নীচের সম্পত্তির তফসিলে বর্ণিত রয়েছে।
আপনাদের সুদ সহ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা সকলে এবং আপনাদের প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত সম্পদ শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত নির্দেশিকা/নীতিমালা অনুযায়ী **৩১/০৭/২০২৬** তারিখ থেকে লোন অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***** ০১.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আপনাদের প্রদেয় মোট বকেয়া অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ:**

ক্র. নং	সুবিধার ধরন	বুক ব্যালেন্স (টাকায়)	সুদ এবং চার্জ	মোট বকেয়া ০১.০৮.২০২৬ অনুযায়ী (রাউন্ডেড অফ) ভারতীয় মুদ্রায়
১	ওপেন ক্যাশ ক্রেডিট লিমিট এ/সি নং ৭১৯০৮১৬৯৩৮	৭৯,৯৭,৮৬৬.৩১	১,৯৭,১৩৭.০০	৮১,৯৭,০০৩.০০
২	এনএফবি বিজি লিমিট	০	০	০
	০১.০৮.২০২৬ অনুযায়ী মোট বকেয়া	৭৯,৯৭,৮৬৬.৩১	১,৯৭,১৩৭.০০	৮১,৯৭,০০৩.০০

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বা যিনি ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত উক্ত আর্থিক সহায়তার সুরক্ষার জন্য কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক তৈরি করেছেন / চার্জ তৈরি করেছেন।
সুতরাং, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা ০১.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া অর্থ **৮১,৯৭,০০৩.২৬ টাকা (একাশি লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিন টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা)** এবং এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ, সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে জারিকৃত এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই তার সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাঙ্ক নীচে দেওয়া তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে আইনের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তার এনফোর্সমেন্ট অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এবং আপনার দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইনের সেকশন ১৩ (১৩)-এর বিধান অনুযায়ী, ব্যাঙ্কের পূর্বানুমতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে সুরক্ষিত সম্পদগুলি (যাঁর বিবরণ নীচের তফসিলে দেওয়া হয়েছে) বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করা যাবে না।
বলাই বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাত ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ডিআরটি/আরও অফ ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্তব্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার ব্যাঙ্কের অধিকারের কোনো ক্ষতি ছাড়াই এই নোটিশ জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ডিসকাউন্ট করা বকেয়া বিল, ব্যাঙ্কের গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত লেটার অফ ক্রেডিট এর অধীনে উদ্ভূত দায়বদ্ধতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায় পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফায়েসি অ্যাক্ট -এর সেকশন ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটিগুলির উপর আপনার ছাড়ের অধিকার নিয়ে কাজ করে।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং পূর্বোক্ত সেকশন ১৩-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাঙ্কের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত আধিকারিক।
যে সম্পদগুলিতে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলো:

সম্পত্তির তফসিল

বন্ধকীকৃত সম্পদ : গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭২০ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া ৬০০ বর্গফুট) বা সামান্য কমবেশি, যা প্রেমিসেস নং ২৬/১বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৯২, অ্যাসিসি (Assessee) নং ২১০৯২১২০১৩৯৪, থানা - লেক, কলকাতা - ৭০০০৩১, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত। মৌজা - ঢাকুরিয়া, জে.এল. নং ১৮, ২১৩-এর অধীনে খতিয়ান নং ২১৪, দাগ নং ১০৫৭ এবং ১৩৫৮।
জমির সীমানা ও চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, **দক্ষিণে :** সাধারণ পথ দ্বারা, **পূর্বে :** সাধারণ পথ দ্বারা, **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।
সম্পত্তিটি শ্রী মহেশ শর্মার কন্যা শ্রীমতী নেহা শর্মার নামে রয়েছে।

তারিখ : **১১.০৮.২০২৬** স্বা/-
স্থান : **কলকাতা** **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
কলকাতা বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ শাখা
৮০/২, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক-সি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, টাউন হলের কাছে, কলকাতা-৭০০০৫৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৪.০৩.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রী পরীক্ষণ ভান্ডারী,** পিতা- শ্রী রঘুবীর ভান্ডারী, ৭৭এ ঈশান ঘোষ রোড, পূর্ব বড়িশা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৮-কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **৫,৬৭,০৯৬.৪০ টাকা (পাঁচ লক্ষ সাতষট্টি হাজার ছিয়ানব্বই টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র)** তৎসহ আরও সুদ এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ০৫ তারিখে** অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেন দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ৫,৬৭,০৯৬.৪০ টাকা (পাঁচ লক্ষ সাতষট্টি হাজার ছিয়ানব্বই টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
মোট ৪ (চার) কাঠা ৮ (আট) ছটাক জমির মধ্যে পিছনের অংশ থেকে ২ (দুই) কাঠা বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সাথে সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার, সাধারণ অধিকার এবং পশ্চিম দিকে ৬ ফুট সাধারণ পথের অধিকার রয়েছে। সম্পত্তিটি মৌজা- পূর্ব বড়িশা, থানা- ঠাকুরপুকুর, এ.ডি.এস.আর.- বেহালা, পরগনা- খাসপুর, জে.এল. নং ২৩, তৌজি নং ২৩৬, ২৩৭, রেসা (Resa) নং ৪৩, সি.এস. খতিয়ান নং ১৪৫, আর.এস. খতিয়ান নং ২১৬৬, দাগ নং ৮০৪, বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১২৩ এর অধীনে, প্রেমিসেস নং ১৯ এবং ১৯/২, ঈশান ঘোষ রোড এবং কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৭, ঈশান ঘোষ রোড, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৮-এ অবস্থিত। সম্পত্তিটি শ্রী পরীক্ষণ ভান্ডারীর নামে রয়েছে এবং এর সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা দক্ষিণে: সুধা হালদারের জমি এবং দাগ নং ৮০২ দ্বারা পূর্বে: পরেশ চক্রবর্তীর জমি দ্বারা পশ্চিমে: শ্রীমতী পুষ্পাঞ্জলি চক্রবর্তীর জমি দ্বারা।

স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ: ০৬.০৮.২০২৬ **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

দ্য গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড

দ্য গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড
সিআইএন (CIN): L74110WB1895PLC000963
নিবন্ধিত কার্যালয়: "হাট স্ট্রিট" (Haute Street), ৯ম ফ্লোর, ৮৬এ তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ০৪৬
টেলিফোন নং: ০৩৩-৪০০৩১৩২৫/২৬
ই-মেইল: grobtea@rawalwasia.co.in, ওয়েবসাইট: www.grobtea.com

শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য
ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য স্পেশাল উইন্ডো খোলা হচ্ছে

০২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 অনুসারে ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের হস্তান্তর দলিল (Transfer Deeds) পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য একটি স্পেশাল উইন্ডো খোলা হয়েছিল যা ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে, বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ সহজতর করতে এবং বিনিয়োগকারীদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026 -MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের পূর্বে বিক্রিত/ক্রয়কৃত ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য আরও একটি স্পেশাল উইন্ডো খোলা হয়েছে। এই স্পেশাল উইন্ডোটি সেই সমস্ত হস্তান্তরের অনুরোধগুলির জন্যও উপলব্ধ থাকবে যা আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্রে ঘাটতি/প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল/বিবেচনা করা হয়নি, **যা ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত** এক বছরের জন্য চলবে।
এই সময়ের মধ্যে যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে তাদের ঠিকানা ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম ফ্লোর, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭-তে অথবা **nichetechpl@ nichetechpl.com**-এ ই-মেইলের মাধ্যমে জমা/পুনরায় জমা দিতে পারবেন এবং হস্তান্তরের জন্য জমা/পুনরায় জমা দেওয়া সিকিউরিটিগুলি (আজকের তারিখ পর্যন্ত কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে বিচারাধীন অনুরোধগুলি সহ) শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে। এই ধরনের হস্তান্তর-কাম-ডিম্যাট অনুরোধগুলির জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।
ঘোষিত সার্কুলারটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.grobtea.com**-এও উপলব্ধ রয়েছে।

দ্য গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ: ১০.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা'

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

Achiievers Finance India Lmtd
CIN-U51909WB1996PTC082118
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08, P: 033-6606 3000
E: gold@achieversind.com, W: **www.achiieversfinance.com**

এতদ্বারা আপনাদিগকে অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত শাখাগুলিতে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলির বন্ধক রাখা স্বর্ণালংকার 28/08/2026 তারিখে দুপুর 12.00টা থেকে জনগণের সামনে নিলাম করার প্রস্তাবনা আয়োজিত হতে চলেছে। নিলামের স্থান সংশ্লিষ্ট শাখায় নিলাম করা হবে। নিলামের অংশগ্রহণকারীদের ফটো আইডি, প্যান এবং G.S.T সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। নিলামের অংশগ্রহণ করার জন্য Rs.100000/- টাকা টোকেন প্রদান করতে হবে। সফল অংশগ্রহণকারীদের NEFT বা RTGS এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

ঠাকুরপুকুর ঃ 7891, 7916. কাকদ্বীপ ঃ 27829. বারুইপুর ঃ 5668, 5714. ক্যানিং ঃ 13984, 13999, 14000, 14010, 14023, 14024, 14297, 14300, 14309, 14310, 14318, 14335. ফুলিয়া ঃ 15867, 16177, 16181, 16221, 16248, 16250, 16251,16616, 17028, 17035, 18060, 18063, 18064, 18065, 18069, 18070, 18339, 18340, 18342, 18343, 18348, 18351, 18354, 18357, 18365, 18369, 18376, 18377, 18384, 18388. ডায়মন্ডহারবার ঃ 6696, 6754, 6786, 6815. বারাসাত ঃ 1088, 1091, 1105, 1107, 1109, 1166, 1167, 11678, 1170, 1180, 1181, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1298, 1299. দমদম ঃ 783, 799, 800, 805, 807, 809, 818, 820, 823, 828, 834, 836, 843, 859, 862, 868, 876, 879, 880, 887, 893, 894, 895, 898, 899, 900. চন্দনগর ঃ 535, 541, 543, 553. নয়াপল্লী (ভুবনেশ্বর) ঃ 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1831, 1832, 1848, 1856, 1857, 1859, 1860, 1863, 1871, 1873, 1874, 1890, 1898, 1905, 1910, 1917, 1923, 1926, 1931, 1936, 1937, 1945, 1946, 1947, 1950, 1951. কান্তচৌরাহ (জয়পুর) ঃ 1040. VKIA (জয়পুর) ঃ 490.

বিঃদ্রঃ যদি কোনো কারণে এই নিলাম প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না হয় তাহলে তা 04/09/2026 তারিখে পুনরায় সম্পন্ন হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন যদি হয়ে থাকে, তাহলে নিলাম কেন্দ্রে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.achiieversfinance.com) প্রদর্শন করা হবে। নিলামের বিস্তারিত নীতি জানতে দরদাতারা Company Website (www.achiieversfinance.com) পরিদর্শন করুন। গ্রাহকগণ নিলামের তারিখের আগে স্বর্ণালংকার ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : 11/08/2026
Achiievers Finance India Lmtd
32/A, D. H. Road, Sakherbazar, Kolkata-08

প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনের অধীনে)

নিবন্ধিত কার্যালয়: পরিধান- গার্মেন্টস পার্ক, এসডিএফ-৪, ৪র্থ ফ্লোর, ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা-৭০০০১৫
লিকুইডেটর: পার্থ কমল সেন
আইবিবিআই ঠিকানা: ফ্ল্যাট ৮সি১, ব্রুক টাওয়ার, হাইল্যান্ড পার্ক, ১৯২৫, চাকগড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৯৪
ই-মেইল আইডি: **partha_kamal@yahoo.com**, praptifashions.ibc@gmail.com
যোগাযোগ নং: +৯১৯৮৩০২৬৩৩৫২

ই-অকশন- ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি কোড, ২০১৬-এর অধীনে সম্পদের বিক্রয় স্ট্যান্ডঅ্যালোন ভিত্তিতে সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৫ আগস্ট, ২০২৬
সময়: বিকাল ০৩:০০ টা থেকে বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ)
অকশন প্ল্যাটফর্মে প্রি-কোয়ালিফিকেশন ডকুমেন্ট পূরণের শেষ তারিখ- **২৩ আগস্ট, ২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।**
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ২৩ আগস্ট, ২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-এর ১৯.১২.২০২৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসেবে আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(এ) বিবেচনায় স্ট্যান্ডঅ্যালোন ভিত্তিতে কর্পোরেট ডেবটরের সম্পদ বিক্রয়। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম- https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home -এর মাধ্যমে করা হবে।

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইএমডি	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
ল্যান্ডমার্ক মার্সেডিজ বেঞ্জ ওয়ার্কশপ, ১, সিপিটি কলোনি, কলকাতা ৭০০০৮৮, তারাতলা-তে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্থ এবং অপ্রচলিত অবস্থায় মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি (মডেল সি-২৫০), ইউরো ৪, পেট্রোল এর বিক্রয়। (অ্যাসেট নং ৪৪৪১)	৭২,০০০/- টাকা (বাহাত্তর হাজার টাকা মাত্র)	৭,২০০/-	৫,০০০/-

দ্রষ্টব্য- আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(এ) অনুযায়ী স্ট্যান্ডঅ্যালোন ভিত্তিতে কর্পোরেট ডেবটরের সম্পদ বিক্রয়ের স্পষ্টীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে EAUCTION/2026/04 নম্বরযুক্ত ই-অকশন ডকুমেন্টটি দেখুন।
বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:
১. ই-অকশন "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন" এবং "কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই" শর্তে পরিচালিত হবে, কারণ এই ধরনের বিক্রয় কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী BAANKNET দ্বারা IBBI ই-অকশন পোর্টালে https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home -এর মাধ্যমে করা হবে।
২. সমস্ত আবেদনকারীদের ইএমডি জমা দেওয়া এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ই-অকশন প্রক্রিয়া ডকুমেন্টে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী বাধ্যতামূলকভাবে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে praptifashions.ibc@gmail.com বা মোবাইল নং ৯৮৩০২৬৩৩৫২-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।
৩. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে, সম্পদের স্বত্ব, কোনো করের বকেয়া, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি (যদি থাকে) সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত এবং নিজেদের খরচে সম্পদটি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। ইচ্ছুক দরদাতারা পাবলিক নোটিশ বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর থেকে ২০ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিনে সকাল ১০.৩০ টা থেকে দুপুর ২.৩০ টার মধ্যে সাইট পরিদর্শন করতে পারেন।
৪. বিড জমা দেওয়ার আগে নিজেদের খরচে সম্পদটি পরিদর্শন করে সম্পদ এবং এর স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়া ইচ্ছুক দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। লিকুইডেটর শ্রী পার্থ কমল সেনের সাথে পূর্ব নিয়োগ সাপেক্ষে উপরে উল্লেখিত সাইটে ইচ্ছুক দরদাতারা উল্লেখিত সম্পদটি পরিদর্শন করতে পারবেন।
৫. সর্বোচ্চ দরদাতা হওয়া সফল দরদাতা হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। লিকুইডেটর, কমিটি অফ ক্রেডিটরস (সিওসি)-এর সাথে পরামর্শ করে, সফল দরদাতা ঘোষণা করার একমাত্র অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং এই ধরনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সমস্ত দরদাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
৬. ইচ্ছুক দরদাতাদের একটি আন্ডারটেকিং জমা দিতে হবে যে তারা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি কোড, ২০১৬-এর সেকশন ২৯এ-এর অধীনে প্রযোজ্য কোনো অযোগ্যতার সম্মুখীন নন এবং যদি কোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তবে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৭. সিওসি-এর সাথে পরামর্শ করে দরদাতা ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে ই-মেইলের মাধ্যমে একটি লেটার অফ ইন্টেন্ট (এলওআই) ইস্যু করবেন এবং অবশিষ্ট মূল্য চাইবেন। (ই-অকশন ডকুমেন্টে উল্লিখিত বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে)। প্রারম্ভিক ইএমডি হিসাবে জমা দেওয়া পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য করা হবে এবং সফল দরদাতাকে অবশিষ্ট বিক্রয় মূল্যের সামঞ্জস্যকৃত পরিমাণ প্রদান করতে হবে। ই-অকশন ডকুমেন্টে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতা দ্বারা অবশিষ্ট পরিমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হলে সফল দরদাতা দ্বারা জমা দেওয়া সম্পূর্ণ পরিমাণ (ইএমডি + অন্য কোনো পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৮. সফল দরদাতাকে বিক্রয় প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, বিশেষত ৫ দিনের মধ্যে, তার অবস্থান থেকে সম্পদটি সরিয়ে/স্থানান্তর করে নিতে হবে।
৯. অকশন ডকুমেন্টে নির্ধারিত ফরম্যাটে ২৩ আগস্ট, ২০২৬, বিকাল ৫.০০ টার আগে বা তার মধ্যে অকশন পোর্টালে নথিপত্র জমা দিতে হবে। সম্পূর্ণ ই-অকশন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সহ বিড ফর্মটি https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে।
১০. এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য হল সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানো এবং এটি লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষে বিক্রয় কার্যকর করার কোনো ধরনের বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা কোনো আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১১. দরদাতারা বাঙ্ক নেট প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home -এ অকশন এবং রেজিস্ট্রেশন নির্দেশিকা পড়তে পারেন। ইচ্ছুক দরদাতাদের ২৩ আগস্ট, ২০২৬, বিকাল ৫.০০ টার আগে বা তার মধ্যে ওয়ালেটের মাধ্যমে বাঙ্ক নেট-এ আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (EMD) পরিমাণ জমা করতে হবে।
১২. BAANK NET-এর তরফ থেকে কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেম সমস্যার ক্ষেত্রে লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না। ই-অকশনে অংশগ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতাই এককভাবে দায়ী থাকবেন। তবে, কোনো প্রশ্ন বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে অকশন ডকুমেন্টের পরবর্তী নিয়ম ও শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্ধারিত নির্ধারিত সময়ের ২৪ ঘন্টা আগে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
১৩. ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে। ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৫ আগস্ট, ২০২৬ বিকাল ৩.০০ টা থেকে ৫.০০ টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ)।

লিকুইডেটর
(শ্রী পার্থ কমল সেন)
প্রাপ্তি ফ্যাশনস প্রাইভেট লিমিটেড
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.০৮.২০২৬ **রেজিস্ট্রেশন নং: IBBI/IPA-002/IP-N00022/2016-17/10049**
ই-মেইল: praptifashions.ibc@gmail.com, যোগাযোগ নং: +৯১৯৮৩০২৬৩৩৫২

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

NOTICE

Schedule of upcoming InvestorAwareness Program(s) (IAP)

Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.

In this regard, please see below details of upcoming IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time From	Time To	Address / Link for joining webinar
14-08-2026	Physical	4:00 PM	6.00 PM	Hotel Dhakeswari Chinese, B-8/12, Central Park, Kalyani, Nadia, West Bengal-741235

For any queries/ clarifications please contact : Sayantan Bhaumik - 9830822348

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND

One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.
TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
কলকাতা সল্টলেক শাখা
এ-৪৭, সেক্টর-১, পিএনবি মোড়ের কাছে, সল্টলেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৪

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৪.০৩.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১). শ্রীমতী কাবেরী দাস,** ঠিকানা- এ.ই.-৮৮, ব্লক বি, ফ্ল্যাট ই, কৃষ্ণপুর রবীন্দ্রপল্লী, আবাসন বি, রাজারহাট গোপালপুর এম, প্রফুল্ল কানন, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০১০, কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **৪,১৬,৯২০.৯৫ টাকা (চার লক্ষ ষোলো হাজার নয়শো কুড়ি টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা মাত্র)** তৎসহ আরও সুদ এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতারা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাদের এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ০৬ তারিখে** অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেন দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর **৪,১৬,৯২০.৯৫ টাকা (চার লক্ষ ষোলো হাজার নয়শো কুড়ি টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা মাত্র)** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১০ (দশ) কাঠা, ৬ (ছয়) ছটাক এবং ৭ (সাত) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর নবনির্মিত চারতলা ভবন, যা মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং এ.ই.-৮৮, এবং হোল্ডিং নং আরজিএম/১৭/১০৮৬/এএস/১০৬/০২ (RGM/17/1086/AS/106/02), ওয়ার্ড নং ৩২-এর অধীনে, এবং সি.এস. দাগ নং ৫০১৪, আর.এস. দাগ নং ৩০১৫, সি.এস. খতিয়ান নং ৫৪০, আর.এস. খতিয়ান নং ১৩২, জে.এল. নং ১৭, আর.এস. নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, মৌজা- কৃষ্ণপুর, রবীন্দ্রপল্লী কলকাতা-৭০০১০১-এর অধীনে, রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভার স্থানীয় পৌর সীমার মধ্যে অবস্থিত। থানা- বাগুইআটি (পূর্বে রাজারহাট), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বিধাননগর (সল্টলেক সিটি)-এর অধীনে অবস্থিত, যার **সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** সি.এস. দাগ ৫০০৭ (ইউ.সি. ঘোষ) এবং অন্য একটি সি.এস. দাগ ৫০১৫ (এম.কে. নস্কর) দ্বারা দক্ষিণে: আর.এস. দাগ নং ৫০০৯ এবং আর.এস. নং ৫০১০ দ্বারা পশ্চিমে: আনন্দ মোহন সরকারের জমি দ্বারা। পূর্বে: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা

স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ: ০৬.০৮.২০২৬ **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
কলকাতা বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ শাখা
৮০/২, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, ব্লক-সি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, টাউন হলের কাছে, কলকাতা-৭০০০৫৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৩.০২.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১. মেসার্স বৈষ্ণবী অ্যাকসেসরিজ স্টোর্স (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী: শ্রী অজয় কুমার মুন্দ্রা,** এ.ই.-১৯৭, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ২৪, রবীন্দ্র পল্লী, কৃষ্ণপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১০১ এবং **২. শ্রী অজয় কুমার মুন্দ্রা (গ্যারান্টার) পিতা- শ্রী গণেশ দাস মুন্দ্রা,** ১৫৫, পার্ক স্ট্রিট, সার্কাস অ্যাভিনিউ, এস.ও, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৭-কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১৮,৫২,৮৭২.২১ টাকা (আঠারো লক্ষ বায়ান্ন হাজার আটশো বাহাত্তর টাকা এবং একুশ পয়সা মাত্র)** তৎসহ আরও সুদ এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতারা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাদের এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ০৬ তারিখে** অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেন দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর **১৮,৫২,৮৭২.২১ টাকা (আঠারো লক্ষ বায়ান্ন হাজার আটশো বাহাত্তর টাকা এবং একুশ পয়সা মাত্র)** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিমমুখী একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৮৩ (তিনশো তিরাশি) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি, যাতে ১ (এক) টি বেডরুম, ১ (এক) টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ১ (এক) টি রান্নাঘর এবং ১ (এক) টি বাথরুম (টয়লেট সহ) রয়েছে। এটি "মহামায়া দেবী অ্যাপার্টমেন্ট" নামক বহুতল ভবনে অবস্থিত, যার সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ রয়েছে। এটি প্রেমিসেস নং এ.ই.-১৯৭, রবীন্দ্রপল্লী, কৃষ্ণপুর, কলকাতা-৭০০১০১, ওয়ার্ড নং-২৪, মৌজা- কৃষ্ণপুর, জে.এল. নং ১৭, আর.এস. নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, সি.এস. খতিয়ান নং ১০১৩, আর.এস. খতিয়ান নং ১১৬৬, সি.এস. দাগ নং ৫০০১, আর.এস. দাগ নং ৩০০১-এর অধীনে, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার (বর্তমানে নবগঠিত বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) স্থানীয় সীমার মধ্যে, থানা- বাগুইআটিতে অবস্থিত। এই সম্পত্তির সাথে সমস্ত সাধারণ সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমস্ত সাধারণ এলাকার ব্যবহারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত, যা শ্রী অজয় কুমার মুন্দ্রার নামে রয়েছে। উক্ত ফ্ল্যাটটির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: প্যাসেজ (সাধারণ পথ) দ্বারা দক্ষিণে: গ্যারেজ দ্বারা পূর্বে: সিঁড়ি দ্বারা পশ্চিমে: প্যাসেজ (সাধারণ পথ) দ্বারা।

স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ: ০৬.০৮.২০২৬ **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / Central Bank of India

আঞ্চলিক কার্যালয়: দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামরা বাজার
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ২০৬, ফোন: ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬
ই-মেইল আইডি: cmdurgro@centralbank.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২]

নিম্নস্বাক্ষরকারী, **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮(১)-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন নীচে উল্লিখিত অর্থরাশি এবং তার উপর সুদের জন্য **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারের নাম ও ঠিকানা ও শাখা	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	সম্পত্তির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী খোকন মন্ডল** পিতা- শ্রী অধীর মন্ডল **শাখা: মেমারি শাখা**	**ক) ০৫.০৫.২০২৬** **খ) ০৫.০৮.২০২৬** **গ) ২,৯৩,৭১০.১৯ টাকা** (দুই লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো দশ টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র) (যা ০৫.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী মূলধন এবং সুদ), তৎসহ ০৬.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ।	মৌজা- হিংগালগোরিয়া, থানা- মেমারি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান-এ অবস্থিত **মিঃ খোকন মন্ডল,** পিতা- শ্রী অধীর মন্ডল-এর নামে ০.০৯ একর পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত বিল্ডিং, জে.এল. নং ১৪৫, এল.আর. ও আর.এস. প্লট নং ১২২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৩ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৫৫। **সীমানা:** উত্তরে- আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং ১২২/পার্ট, দক্ষিণে- আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং ২৩৮ ও ২৩৯, পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- অন্যদের বাড়ি।
২.	**ঋণগ্রহীতা:** **১. শ্রীমতী দীপালি মালিক (স্বামী- মৃত উজ্জ্বল মালিক)** **২. মাস্টার সৌমেন মালিক** **৩. মাস্টার শুভম মালিক** (প্রয়াত উজ্জ্বল মালিকের আইনি উত্তরাধিকারী) **শাখা: মেমারি শাখা**	**ক) ০৫.০৫.২০২৬** **খ) ০৫.০৮.২০২৬** **গ) ২৩,২৪,০৭১.৫৯ টাকা** (তেইশ লক্ষ চব্বিশ হাজার একাত্তর টাকা এবং ঊনষাট পয়সা মাত্র) (যা ০৫.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী মূলধন এবং সুদ), তৎসহ ০৬.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ।	মৌজা- মন্তেশ্বর, থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান-এ অবস্থিত মৃত **উজ্জ্বল মালিক,** পিতা- দেব প্রসাদ মালিক-এর নামে ২.৫০ শতক (বা সামান্য কমবেশি) পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত বিল্ডিং, জে.এল. নং ৪১, এল.আর. ও আর.এস. প্লট নং ১২৬৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৪২১ ২। সীমানা: উত্তরে- বিমল মন্ডলের জমি, দক্ষিণে- পঞ্চায়েত রাস্তা এবং দেব প্রসাদ মালিকের জমি, পূর্বে- দেব প্রসাদ মালিকের বিল্ডিং, পশ্চিমে- পুকুর।
৩.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী মানিক লাল চ্যাটার্জী** পিতা- বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী এবং **শ্রী শান্তনু চ্যাটার্জী** পিতা- শ্রী মানিক লাল চ্যাটার্জী **শাখা: দেবাগ্রাম শাখা**	**ক) ০৫.০৫.২০২৫** **খ) ০৪.০৮.২০২৬** **গ) ৩,৪৪,৮৫২.৬৫ টাকা** (তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশো বায়ান্ন টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র) (যা ০৫.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী মূলধন এবং সুদ), তৎসহ ০৬.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ।	মৌজা- ধনাই, থানা- পানরুই, জেলা- বীরভূম-এ অবস্থিত **মিঃ মানিক লাল চ্যাটার্জী,** পিতা- বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী-এর নামে ৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত বিল্ডিং, জে.এল. নং ১৯৫, এল.আর. দাগ নং ৫৯৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৩। **সীমানা:** উত্তরে- রাস্তা, দক্ষিণে- এস. চ্যাটার্জীর বাড়ি, পূর্বে- এস. চ্যাটার্জীর বাড়ি, পশ্চিমে- পুকুর।

তারিখ: ১১.০৮.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: দুর্গাপুর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

‘দয়া করে লোকসভা সচল রাখতে সাহায্য করুন’!

অচলাবস্থার মাঝে সব দলকে বার্তা স্পিকারের

নয়াদিল্লি, ১০ অগস্ট: সংসদের বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই অচলাবস্থা চলছে। কখনও রাম মন্দিরের প্রণামী চুরি, কখনও প্রশ্নফাঁস এবং ছাত্রবিক্ষোভ-সহ বিভিন্ন ঘটনায় জবাবদিহি চেয়ে কেন্দ্রকে বিঁধছে বিরোধী দলগুলি। এ অবস্থায় লোকসভাকে সচল রাখার জন্য সব দলের কাছে অনুরোধ করলেন স্পিকার ওম বিড়লা। সোমবার লোকসভার কার্যক্রম পরিচালনা (বিজনেস অ্যাডভাইজরি) কমিটির বৈঠকে এ বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি।

অচলাবস্থা কাটাতে গত বুধবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছেন সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও দেখা করেছেন স্পিকারের সঙ্গে। এর পরেই সোমবার সকালে লোকসভার কার্যক্রম পরিচালনা কমিটির বৈঠকেও অচলাবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন স্পিকার। সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, সব দলের লোকসভার দলনেতাদের উদ্দেশে তিনি অনুরোধ করছেন; সাধারণ জনতার কথা শোনার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা হোক লোকসভায়। প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি নিয়ে আলোচনাও যাতে সুষ্ঠু ভাবে হয়, তার জন্যও অনুরোধ করেন তিনি।

ওই সূত্রের দাবি, এ বিষয়ে সব দলের কাছ থেকে সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি। বৈঠকে বিড়লা বলেন, ‘সাধারণ জনতার সমস্যার কথা যেন সংসদের বাইরে পড়ে না থাকে। গণতন্ত্রের খাতিরে, সাধারণ মানুষের খাতিরে দয়া করে সহযোগিতা করুন। অধিবেশন সচল রাখুন।’ লোকসভায় গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজার উপরে জোর দেন তিনি।

ঢাকায় তারেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাষ্ট্রদূত দীনেশের

ঢাকা, ১০ অগস্ট: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন সে দেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী। সোমবার দুপুর পৌনে ১২টা নাগাদ (ভারতীয় সময় অনুসারে) বাংলাদেশের সচিবালয়ে দু’জনের মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। জুন মাসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর এই প্রথম তারেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল দীনেশের। তারেকের কার্যালয় এবং বাংলাদেশের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই সৌজন্য সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।

ভারতীয় দূতাবাসের তরফে সমাজমাধ্যমে বৈঠকের ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে, ‘রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর তরফে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সরকার এবং সে দেশের জনগণের সঙ্গে যৌথ ভাবে ইতিবাচক, গঠনমূলক কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।’ দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে তারেক এবং দীনেশের মধ্যে কথা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। ‘প্রথম আলো’-র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীনেশের সঙ্গে বৈঠকে হাসিনা এবং শহিদ ওসমান

হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণের বিষয়টি উত্থাপন করেন তারেক। যদিও বৈঠকে তারেক এবং দীনেশের মধ্যে কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে আনেনি দুই দেশই। তবে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে নতুন করে যে চাপানউতর তৈরি হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকেই।

এই বৈঠকের পরে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান অবশ্য জানিয়েছেন, ব্রিকস সম্মেলনে তারেক যোগ দেবেন কি না, তা এখনও স্থির হয়নি। অন্য দিকে, বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বৈঠকের পর দীনেশ বলেন, ‘এমন কোনও ইস্যু (বিষয়) নেই, যেটা বসে সমাধান করা সম্ভব নয়। ইস্যু থাকবে, সেটার সমাধানও হবে। তবে দুই দেশের মানুষের ইস্যু একটাই। সেটি হল ভাল সম্পর্ক।’

রবিবার বাংলাদেশ সরকারের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সে দেশের সংবাদপত্র ‘প্রথম আলো’ জানিয়েছিল, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১২-১৩ সেপ্টেম্বর হতে চলা দিল্লির ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে তারেকের ভারতে যাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শেষ। তবে শেষ মুহূর্তে সমাধানসূত্র মিললেও মিলতে পারে বলে আশাবাদী দুই দেশের কূটনৈতিক মহল। এই আবহে মুখোমুখি সাক্ষাতে দীনেশ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

রাশিয়ায় ভয়ংকর ড্রোন হামলা ইউক্রেনের

মস্কো, ১০ অগস্ট: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আঁচ এখনও নেভেনি। পাশাপাশি ইউক্রেন-রাশিয়ার দ্বন্দ্ব অব্যাহত চার বছর পরেও। এবার রাশিয়ায় ভয়ংকর হামলা চালাল ইউক্রেন। সাম্প্রতিককালের মধ্যে কিয়েভের তরফে এটাকেই অন্যতম ভয়ংকর হামলা বলে ধরা হচ্ছে। হামলায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৭৫। তাঁদের মধ্যে ২১ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দাবি করেছে, তারা ৪৫৬টি ইউক্রেনীয় ড্রোন নামিয়েছে। নিহতদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে বলে দাবি। ইউক্রেনীয় সীমান্ত থেকে ১ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরে মধ্য রাশিয়ায় তাতারস্তানের শিল্পনগরী নিজনেকামস্কের এক তেল শোধনাগারে আঘাত হানে ড্রোন। এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। এবছর উভয়পক্ষই দূরপাল্লার হামলা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে দুই পক্ষের। এর ফলে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এক ফুটেজে দেখা গিয়েছে কীভাবে ‘তাতনেফট’-এর নিয়ন্ত্রণে থাকা ‘তানেকো’ শোধনাগারে আঘাত হানছে ইউক্রেনীয় ড্রোন।

হরমুজ খুলে দিলেই পরমাণু চুক্তি নিয়ে আর চাপ দেবেন না ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১০ অগস্ট: অবশেষে সুর নরম আমেরিকার। হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি খুলে দিলে ইরানকে হয়তো পরমাণু চুক্তি মানতে বাধ্য করবেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ‘দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’-এর একটি প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। সেখানে এ-ও জানানো হয়েছে, ইরান হরমুজ খুলে দিলে যুদ্ধে নৈতিক জয়ের কথা ঘোষণা করে দিতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ইরানের পরমাণু প্রকল্প বন্ধ করার জন্যই সংঘাতের পথে হেঁটেছিল আমেরিকা। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে তা নিয়ে উত্তপ্ত হয় পশ্চিম এশিয়া। আমেরিকার প্রশাসনের আধিকারিকদের উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’ জানিয়েছে, ট্রাম্প নিজের সহযোগীদের ইঙ্গিত দিয়েছেন, পরমাণু চুক্তি নিয়ে ইরানকে তিনি আর চাপ দেবেন না।

বিশ্বের জ্বালানি বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী। আপাতত এই প্রণালী নিজেদের ‘নিয়ন্ত্রণে’ রেখেছে বলে দাবি করেছে ইরান। তেহরান স্পষ্ট জানিয়েছে, তাদের অনুমতি ছাড়া কোনও জাহাজ ওই প্রণালী পার করার চেষ্টা করলে হামলার সম্মুখীন হতে পারে। গত কয়েক দিনে ওই জলপথে কয়েকটি জাহাজ আক্রান্তও হয়। সেই ঘটনার পর নতুন করে ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। তবে দিন কয়েক আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, আপাতত পশ্চিম এশিয়ায় ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান থেকে বিরত থাকবে মার্কিন বাহিনী। একই সঙ্গে একটা চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি জানান, এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে তেহরানের সঙ্গে। এ বার কি সংঘাতে ইতি টানার পথ পেয়ে গেল আমেরিকা! ইরান যদিও এর আগে হরমুজ খুলে দেওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত দিয়েছে। কোটি কোটি ডলার দাবি করেছে। জানিয়েছে, হরমুজে আমেরিকা যে পাল্টা অবরোধ করেছিল, তা-ও তুলে নিতে হবে। তেহরান যে শর্তগুলি দিয়েছে, তার ফলে আমেরিকার সামনে কূটনৈতিক ভাবে সংঘাত মেটার খুব বেশি পথ আর পড়ে থাকে না বলে মনে করেন অনেকে।

e- Notice Tender Inviting

e-N.I.T. No.:- 01 & 02 of 2026-27 (Memo No.- 351/ Deb-PS & 2711/Deb-BDO, Dated- 28.07.2026 & 31.07.2026) respectively

Last Date & Time of submission tender documents:- 12.08.2026 & 14.07.2026 upto 17:00 hrs.

Details may be had from the office in official date & time & www.wbtenders.gov.in,

Sd/-
Block Dev. Officer/Executive Officer
Debra Dev. Block/Debra Panchayat samiti

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- Ten number of permanent road restoration work for raw water rising main, clear water rising main and for distribution network (Zone-I, II, III, IV, V, VI & VII) for proposed water supply scheme within Ghatal Municipality in the District of Paschim Medinipur under AMRUT 2.0. **NIT no. WBMAD/GHATAL/ NIT-3e/2026-27, Dated: 10.08.2026, Tender ID : 2026_MAD_1037234_1 to 10.** Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-সিসিটিভি-এইচএজেডএটি-এইচডব্লিউএইচ, তারিখ ০৭.০৮.২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া- ৭১১১০১-এর কর্তৃক **টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-ইটিএন-সিসিটিভি-এইচএজেডএটি-এইচডব্লিউএইচ**-এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** শিডিউল-এ - হাওড়া স্টেশনে অতিরিক্ত সিসিটিভি স্থাপনের প্রস্তাব। শিডিউল-বি -হাওড়া ডিভিশনের আরপিএফ পোস্ট হাজতে সিসিটিভির ধারণক্ষমতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব; **টেন্ডারের ধরণঃ** ওপেন; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ০১.০৯.২০২৬, দুপুর ৩ টা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ₹ ৩,২২,৭০,৫৭৯.৮৫ **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটী (টাকা) ঃ** ₹ ৬,৪৫,৪০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ০.০০; **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ১৮.০৮.২০২৬; **বিডিং সিস্টেম ঃ** একক প্যাকেট; **প্রস্তাবের বৈধতা (দিন) ঃ** ৬০; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ০৯ মাস। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময়ঃ** ০৭.০৮.২০২৬, বিকাল ৪টা ৫৬ মিনিটে। টেন্ডারদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত টেন্ডার শুধুমাত্র শেষের তারিখ ও সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে।

HWH-257/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

(ANNEXURE-I)
SHORT TENDER NOTICE

E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:- **Name of the Work:** Emergency basis Leakage Repairing on 450mm dia Clear Water Rising Main Pipeline at Shamkhola more,Ward No.-25 within Rajpur-Sonarpur Municipality. **NIT No. WBMAD/ULB/RSM/WS/49/26-27Dt. 10.08.2026. Estimated Amount: ₹ 3,95,456.00/-.** Submission started date: 11.08.2026 at 17-30 hrs. Submission End date: 20.08.2026 at 17-30 hrs. Technical Bid opening date: 22.08.2026 at 17-30 hrs. For more details please visit website: http://wbtenders.gov.in.

Sd/- Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

(ANNEXURE-I)
SHORT TENDER NOTICE

E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:- **Name of the Work:** Interconnection of D.I. pipeline at Peyarabagan, ward No. 31 on 500mm dia and 450mm clear water rising main pipeline within Rajpur Sonarpur Municipality. **NIT No. WBMAD/ULB/RSM/WS/48/26-27 Dt. 10.08.2026. Estimated Amount: ₹ 8,63,416.00/-.** Submission started date: 11.08.2026 at 17-30 hrs. Submission End date: 20.08.2026 at 17-30 hrs. Technical Bid opening date: 22.08.2026 at 17-30 hrs. For more details please visit website: http://wbtenders.gov.in.

Sd/- Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Digha Sankarpur Development Authority
New Digha :: Purba Medinipur :: Phone: (03220) 299-901

EQL/REP

EOI/RFP Nos.005 (3rd call)/ DSDA/2026-2027 Dt.: 10.08.2026.

Online EOI is invited from experienced Agencies for engagement of consultancy services for fixing up the Base Price of various assets under DSDA.

Last date of online submission 18.08.2026 upto 3.00 P.M

For details: www.dsda.org.in or www.wbtenders.gov.in or www.udma.wb.gov.in

TENDER
e-N.I.Q, No- 02/VBGRAMG of 2026-27
of the B.D.O, Kakdwip Development Block
Tender ID : 2026_ZPHD_1037035_1 to 2

Sealed tenders in prescribed proforma are invited for 02(Two) Nos. work under Kakdwip Development Block, VBGRAMG Fund, Last date of submission of tenders is 17.08.2026 (upto 11.00 A.M) For more details of the N.I.T, please visit departmental website www.wbtenders.gov.in or see this office notice board.

Sd/-
Block Development Officer
Kakdwip Development Block
Kakdwip, South 24 Parganas.

EGRA MUNICIPALITY
Office of the Councillors
Egra :: Purba Medinipur

E- Tender & E- Quotation Notice

E - Tender & E - Quotation are here by invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenders, vide **NIQ No.- (1)15/Electrical Materials/25-26(2nd Call), Date 06/08/26(2)16/Materials(P.H.E.) (2nd call), Date-06/08/26 (3) 17/House Connection/25-26(2nd call), date-06/08/26 (4) 18/labour(zone-I) /25-26 (2nd call), date -06/08/26 (5) 19/labour(zone-II) /25-26 (2nd call), date-06/08/26 NI(e)T No.-1) 04/Light/26-27, Date-06/08/26 (2) 05/Cable/26-27, Date-06/08/26.** Others details can be seen from the https://**wbtenders.gov.in** & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in.**

Sd/-
Chairman
Egra Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) **Name of the Work :** Repairing of street lighting system by replacement of damaged loop box, faulty cable, earthing at Sail Cooperative, Ward No.-22 under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-26/26-27(2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5018287_1 • Est. Amt: Rs. 4,45,898.00
Last Date : **18-Aug-2026 05:00 PM**

2) **Name of the Work :** Repairing of street lighting system by replacement of damaged loop box, faulty cable, earthing at Gitanjali Park, Bengal Ambuja, City Centre, Ward No.-22 under Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-25/26-27 (2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5018285_1 • Est. Amt: Rs. 4,45,161.00
Last Date : **18-Aug-2026 05:00 PM**

3) **Name of the Work :** Repairing of street lighting system by replacement of damaged loop box, faulty cable, earthing at New Court area, City Centre, Ward No.-22 under Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-24/26-27 (2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5018276_1 • Est. Amt: Rs. 4,29,711.00
Last Date : **18-Aug-2026 05:00 PM**

4) **Name of the Work :** Repairing of street lighting system by replacement of damaged loop box, faulty cable, earthing at Bengal Ambuja, Street No. 29 Ward No.-22 under Durgapur Municipal Corporation
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-23/26-27 (2ND CALL)
Tender ID : 2026_MAD_5018268_1 • Est. Amt: Rs. 2,53,962.00
Last Date : **18-Aug-2026 05:00 PM**

For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Corrigendum for Time Extension against eNIQ No. WBPWD/SSKM(H,)ESD/NIQ-19 of 2026-27 vide this office memo no. 1167 Dt. 28.07.2026. ID No. 2026_WBPWD_5017519_2. Last date of Submission – 14.08.2026 upto 02:00 P.M. Sd/- U. Biswas Assistant Engineer (LR), PWDte. SSKM (H.) Electrical Sub-Division.

ICA- T14810(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER

Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-45/2026-27; Tender ID- 2026_WBPWD_5017065_1 is hereby extended up to 17/08/2026 upto 1:00 PM .; Website: - tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.

ICA- T14853(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION

SFDC Ltd. Invites bid [Ref. e-NIQ No. SFDC/MD/NIQ-01/2026-27 (2nd Call), Dt. 05/08/2026] for the work "Supply & installation of 04 nos. work station at Fisheries Mapping Project unit, Tank no. 17, Salk Lake, Sector-IV, Kolkata-700098." Last date of (online) bid submission on 22/08/2026 upto 3.00 p.m. and date of opening technical bid on 25/08/2026 at 3.00 p.m. respectively. Further details available to the website:- www.wbtenders.gov.in & our help desk no. 033-2358 3123. Sd/- Managing Director, The State Fisheries Development Corporation Limited

ICA- T14759(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
SDB Quotation Notice
eNIQ No. WBSDB/EE/CED-III/NIQ-07(e)/2026-27
Vide Memo No. 510/EE/CED-III/NIQ-07/2026, Dated:- 07/08/2026

e-Quotation is invited on behalf of Governor, Govt. of West Bengal by the Executive Engineer, CED-III, SDB from the reliable bonafide resourceful contractor/supplier for one number computer purchase. Details of works are available from the website https://wbtenders.gov.in Bid submission start date: 11.08.2026 at 11:00 Hrs. & Bid submission end date: 19.08.2026 at 11:00 Hrs. Sd/- Executive Engineer, Civil Engineering Division No-III, Sundarban Development Board

ICA- T14765(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 05/EE/BPPD-II/E&AM/ KMDA of 2026-27

Online e-tender is invited by Executive Engineer, BPPD-II, E&AM Sector, KMDA, KIT Market Complex, Jadavpur, Kolkata-700032, from reliable, resourceful, bonafide, eligible firms / companies / individual / Joint Venture agencies, for the work, **Name of Work, Estimated cost, Earnest money, Time of Completion,** Cleaning and removing of water hyacinth including jungle cutting and clearing existing pit to drain off over flowed storm water from existing water body beside Floating market at KMC ward no. 110 adjacent to EM by pass at Baishnabghata Patuli Township area, Kol-700094 (2nd Call)., Rs.1,71,101/- (Including GST & LWC), Rs.3,430/-, 04 months, **Last date & time of online Bid Submission:** 21.08.2026 Time: 17.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-376)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T14771(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM-IV
e-NIT No: WBIW/SE/CE(S)/NIT-02e/2026-27, Sl. No. 01
Tender Id: 2026_IWD_1028620_1

Due to Administrative Reasons/Issues, the last Date & time of submission of online e-Bid and Technical Bid opening Date & time is once again extended as 21.08.2026 till 14:00 hours & 24.08.2026 at 11:00 Hours instead of 07.08.2026 up to 14:00 Hours & 10.08.2026 at 11:00 Hours respectively. All other terms & conditions will remain unchanged. Please go through the departmental website https://iwd.wb.gov.in and www.wbtenders.gov.in (direct site) and also in the office of the undersigned. Sd/- TIA & the Superintending Engineer Attached to Chief Engineer (South), I&W Dte., Govt. of W.B.

ICA- T14775(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০ / ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE

1st Corrigendum published for Sl No.- 1, & 2 of NIeT No. 05/2026-2027/EE/SWD-I/WBPHED of the Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, PHE Dte. for date extension. Details will be available in the website http://wbtenders.gov.in. The last date for submission of tender is extended upto 18/08/2026 upto 3.00 PM. Sd/- for Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, P.H.E. Dte.

ICA- T14788(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/HOUSING/EE/ DIV-II/Circle I (KIT)/NIT-04/2026-2027

e-Tender is invited by The Executive Engineer DIV-II, Circle-I (KIT), Housing Sector, KMDA (Erstwhile KIT), 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Strengthening of public health measures in the Housing Scheme No. BRS-III, SIH-III, BRS-IV & HS-IV (S) and Fish Market under Housing Sector, KMDA for a period of 6 (six) months., Rs.1,16,823/-, Rs.2,340/-, 06 months, **Last date & time of Online Bid submission:** 19.08.2026, Time: 15.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-370)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T14769(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/KMCESD/PWDte., invite online tender for the work of "Electrical work at MRU Lab for installation of Autoclave machine at 7th floor of Mother and Child Hub, Medical college & hospital, Kolkata." NIQ No. WBPWD/AE/KMCESD/NIQ-18/2026-27(2nd Call), Tender Id.: 2026_WBPWD_5018165_1. Bid Submission Start Date: 13/08/2026, Bid Submission Closing Date: 19/08/2026 up to 01:00 P.M. Sd/- A. Bose/AE/KMCESD/PWDte/Govt. of W.B.

ICA- T14817(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE

Assistant Engineer, PWD, Ranaghat Electrical Sub Division invites online tender for the work "Electrical Installation works for Newly Constructed Toilet Block for Male, Female, Transgender, Qua Woman and PWD at Nabadwip Court (Job No. NED/KNG/OW/05/01 of 26-27)." Estimated Amount : Rs. 179412/- e-NIT No. WBPWD/AE/e-NIT/09/RH/26-27, Tender ID- 2026_WBPWD_5018230_1. Bid Submission Start Date (online) 13.08.2026 at 12:00 AM. Bid Submission Closing Date (online) 19.08.2026 to 02:00 PM. Sd/- R. A. Paul, Assistant Engineer, PWD, Ranaghat Electrical Sub-Division

ICA- T14846(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R) Dte. QUOTATION NOTICE
Tender Id.: 2026_WBPWD_5018081_1

Online e-Quotation (eNIQ 06 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W.(Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafide agency for different type of work. Bid submission closing (Online) 21.08.2026 at 15.00 hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, Baguihati Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate

ICA- T14847(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 06/EE(E/M)/EBSD/EM/ KMDA/eT-06 of 2026-27

Online percentage tender is invited by The Executive Engineer, (E/M), EBSD, EM Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, 3rd Floor, Kolkata-700006, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agency, for the work, **Name of Work, Estimated Value, Earnest Money, Time of Completion,** Day to day Sweeping & cleaning of office floor and official equipments / apparatus at 83/1A Vivekananda Road office from 19.09.2026 to 31.12.2027, Rs.,1,83,511/-, Rs.3,671/-, Upto 31.12.2027 (Or, as will mentioned in work order), **Last date & time of online tender submission:** 25.08.2026, 12:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-364)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T14766(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE

1st Corrigendum published for Sl No.- 1 to 8 of NIeT No. 06/2026-2027/EE/SWD-I/WBPHED of the Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, PHE Dte. for date extension. Details will be available in the website http://wbtenders.gov.in. The last date for submission of tender is extended upto 18/08/2026 upto 3.00 PM. Sd/- for Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, P.H.E. Dte.

ICA- T14791(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIQ No.13 of 2026-2027 Tender ID : 2026_WBPWD_5018159_1. Bid submission start date 11.08.2026. Bid submission end date 17.08.2026.Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in sd/- AE/AESD.

ICA- T14804(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER

Due to no bidder, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-47/2026-27; Tender ID- 2026_WBPWD_5017151_1 is hereby extended up to 17/08/2026 upto 1:00 PM .; Website: - tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.

ICA- T14851(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice

Assistant Engineer, Kolkata South Sub Division-III, Housing Directorate, is Inviting Sealed Tender for the works on and behalf of Governor of West Bengal, Ref: **e-NIT-02 OF 2026-27 of A.E./KSSD.-III (Sl-01 2nd call) & Tender ID- 2026_HSD_1036841_1, Bid submission start date 08.08.2026 after 2.00 pm.** For Details please contact the Office of The Assistant Engineer Kolkata South Sub Division-III, Housing Directorate. 21, Baburam Ghosh Road, Kolkata 700040, in any working day. Sd/- A.E/K.S.S.D-III,H.D.

ICA- T14785(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER

Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-50/2026-27; Tender ID- 2026_WBPWD_5017251_1 is hereby extended up to 17/08/2026 upto 1:00 PM .; Website: - tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01.

ICA- T14852(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, P.W.Directorate, Bongaon Sub- Division invites online e-quotation for the work of WBPWD/AE/BNGSD/NIeQ-01/2026-2027. 2nd Corrigendum regarding extension of dates Tender ID : 2026_PWD_5017225_1. The Bid submission dates for the eNIQ No. 01 of Assistant Engineer, P.W.D., Bongaon Sub-Division is hereby extended upto 17.08.2026 due to unavoidable circumstances. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.Q and Tender Documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in/ Sd/- Assistant Engineer, Bongaon Sub - Division, P.W.Dte.

ICA- T14854(1)/2026

DOLLAR
WEAR THE CHANGE

ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(CIN : L17299WB1993PLC058969)
রেজিস্টার্ড অফিস: ওম টাওয়ার, ১৫তম তল, ৩২, জে এল নেহেরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১।
ফোন নং: (০৩৩) ২২৮৮ ৪০৬৪-৬৬, **ফ্যাক্স:** (০৩৩) ২২৮৮ ৪০৬৩ **ই-মেইল:** investors@dollarglobal.in, **ওয়েবসাইট:** www.dollarglobal.in

৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(₹ লক্ষ -তে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		তিন মাস সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	তিন মাস সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০/০৬/২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩১/০৩/২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০/০৬/২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১/০৩/২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০/০৬/২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩১/০৩/২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০/০৬/২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১/০৩/২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৩৮,৯০৭.১৭	৬০,২৪৪.২৩	৩৮,৩৮৫.১০	১৮৪,৪৭৯.৯৫	৪০,৪৮০.৭৮	৬২,১৫৪.৬৫	৩৯,৯১২.৬২	১৮৮,০৯৬.১১
২	মেয়াদকালের জন্য নিট লাভ (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাগুলির পূর্বে #)	৩,২৮৪.৮৭	৪,১০৪.৬৫	২,৫৭১.৪৫	১৪,০৯৮.১৯	৩,৪৮৬.৮৭	৪,২৫৯.২৩	২,৮৩৬.৩৫	১৪,২১৯.০৬
৩	কর পূর্ববর্তী মেয়াদকালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাগুলির পরে #)	৩,২৮৪.৮৭	৪,১০৪.৬৫	২,৫৭১.৪৫	১৪,০৯৮.১৯	৩,৪৮৬.৮৭	৪,২৫৯.২৩	২,৮৩৬.৩৫	১৪,২১৯.০৬
৪	কর পরবর্তী মেয়াদকালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাগুলির পরে #)	২,৪৪৫.৯৫	৩,১৪০.৫১	১,৯৬২.৪৭	১০,৫Nz.৯৭	২,৬২৫.০৮	৩,৩০০.৫৮	২,১৭৯.৫৪	১০,৭০৮.১৯
৫	মেয়াদকালের জন্য মোট সমন্বিত আয় [মেয়াদকালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী) সমন্বয়ে গঠিত]	২,৫০৩.২৩	৩,২০৪.৬৪	১,৯৮২.৫৮	১০,৮০২.০৭	২,৬৮১.৬৩	৩,৩৬৫.১৯	২,১৯৯.৬৫	১০,৯৩৭.৭৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,১৩৪.৩২	১,১৩৪.৩২	১,১৩৪.৩২	১,১৩৪.৩২	১,১৩৪.৩২	১,১৩৪.৩২	১,১৩৪.৩২	১,১৩৪.৩২
৭	সঞ্চিতি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতিরেক)	-	-	-	৯৪,৪৫০.৮১	-	-	-	৯৩,৭৩১.৭০
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ফেস ভ্যালু ₹২/-) (চলমান এবং বন্ধ ঘোষিত কার্যক্রমের জন্য) মৌলিক এবং মিশ্রিত (ত্রৈমাসিকের জন্য বার্ষিকীকৃত নয়)*	৪.৩১	৫.৫৪	৩.৪৬	১৮.৬৪	৪.৫৯	৫.৭৪	৩.৭৬	১৮.৯৪

কোম্পানির কোনো ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফা নেই।
*৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছর ব্যতীত বার্ষিকীকৃত নয়।

দ্রষ্টব্য:
১. ওপরের বিবরণটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ওপরের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস বিএসই (www.bseindia.com), এনএসই (www.nseindia.com)-এর ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.dollarglobal.in) উপলব্ধ।
২. কোম্পানি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কনসোলিডেটেড আর্থিক বিবরণী তৈরি করেছে এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক পরিসংখ্যানে যৌথ উদ্যোগ কোম্পানি পেপে জিন্স ইনারওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান ডলার গার্মেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৩. ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভায় কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য ধারার অধীনে ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("হস্তান্তর গ্রহীতা কোম্পানি"), দিনদয়াল টেক্সপ্রো প্রাইভেট লিমিটেড ("ডিমার্জড কোম্পানি"), এডিডিএস প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ১"), অ্যামিকেবল প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ২"), ভবানী ইয়ার্নস প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৩"), ডলার ব্র্যান্ডস প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৪"), গোল্ডম্যান ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৫"), কেপিএস ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৬"), পিএইচপিএল প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৭") এবং জেস্ট মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৮") এবং তাদের স্ব-স্ব শেয়ারহোল্ডার ও পাওনাদারদের মধ্যে বিন্যাসের সম্মিলিত স্কিম ("স্কিম") অনুমোদন করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সম্পর্কিত পক্ষগুলির লেনদেনগুলি হ্রাস পাবে। কোম্পানি বিএসই এবং এনএসই ('স্টক এক্সচেঞ্জ') এর কাছে এনসিএলটি-তে অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়ার পূর্বে তাদের পূর্বানুমোদনের জন্য আবেদন করেছিল। কোম্পানি তাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত প্রশ্নের স্পষ্টীকরণ দিয়েছে এবং মার্চ, '২৬ মাসে বিএসই এবং এনএসই ('স্টক এক্সচেঞ্জ') থেকে অনুমোদন লাভ করেছে এবং এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চে আবেদন করেছে, যা পরবর্তীতে ১১ মে, ২০২৬ তারিখের প্রথম শুনানির আদেশ জারি করেছে এবং মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতার নির্দেশ অনুসারে আদালত কর্তৃক আহ্বানকৃত সভায় শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারাও এই স্কিম অনুমোদিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং শীঘ্রই মাননীয় এনসিএলটি দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০ অগস্ট, ২০২৬

ডিরেক্টর্স বোর্ডের আদেশানুসারে
ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
বিনোদ কুমার গুপ্তা
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00877949

আমাদের কালেকশন
DOLLAR MAN | BIGBOSS | DOLLAR WOMAN | MISSY | DOLLAR JUNIOR | CHAMPION | DOLLAR ALWAYS | LEHAR | DOLLAR MAN | ATHLEISURE | DOLLAR THERMALS | ULTRA | DOLLAR THERMALS | WINTERCARE | DOLLAR PROTECT | RAINGUARD | FORCE NXT.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

মঙ্গলবার ● ১১ অগস্ট ২০২৬ ● পেজ ৮

শিক্ষার আধুনিকীকরণ হলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে

ড. জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

গত 34+15 = 49 বছর ধরে যারা পশ্চিম বঙ্গের ক্ষমতায় ছিলো, এবং যারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী তৈরির দায়িত্বে ছিলেন, তাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে । তাদের মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারার অভাব ছিলো। তারা হয়তো দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিদেশের নামীদামী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন , কিন্তু আমাদের দেশের শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত পাঠ্যসূচী কি তৈরী করতে পেরেছেন। তারা বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুকরণ করতে গিয়ে আমাদের দেশের ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজন, আর্থিক অবস্থা, মেধা ইত্যাদি কে অবহেলা করেছেন। ফলে গতানুগতিক শিক্ষায় অভ্যস্ত ছাত্র ছাত্রীরা, সেই শিক্ষা দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে পারেনি । বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পাঠ্যসূচী নির্মাতারা পাঠ্যসূচী তৈরী করতে গিয়ে নিজেদের পাণ্ডিত্য ফলাতে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের গিনিপিগে পরিনত করেছে। তার মূল্য চুকাতে হয়েছে ছাত্র ছাত্রীদেরই। এইতো ক'দিন আগে সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এবছরের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক মোটিভেশনাল বক্তব্য রেখেছেন, যা গত ১৫ বছরে ঐ অনুষ্ঠানে শোনা যায়নি। তিনি বলেছিলেন, বিদেশে যে পাঠ্যসূচী বহুদিন আগে পড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা এখনো তাই নিয়ে পরে আছি। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা। এরকমই কিছু ঘটনার কথা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

আমরা সেই প্রজন্ম যারা বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম নতুন পাঠ্যসূচীতে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম । তখন স্কুলের সাথে সাথে কলেজেও উচ্চ মাধ্যমিক পড়ানো শুরু হয়েছিলো। পাঠ্যসূচীতে এসেছিলো বদল। কয়েক বছর পর কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক তুলে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে, সেই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিলো । তখনকার দিনের বেশ কিছু শারীর শিক্ষাবিদ উপলব্ধি করেছিলেন স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। বিশ্বে যেসব দেশ খেলাধূলায় পৃথিবী শাসন করে, বা অলিম্পিক গেমসের মতো বিশ্বের বৃহত্তম ক্রীড়া উৎসবে পদক তালিকায় উপরের দিকে থাকে, সেই সব দেশে শারীর শিক্ষাকে একশো দেড়শো বছর আগে থেকেই স্কুল গুলিতে গুরুত্বসহকারে প্রথম শ্রেণী থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। শারীর শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের যেমন সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে, তেমনি তাদের শারীরিক দক্ষতা, শৃঙ্খলাপরায়নতা, সময়ানুবর্তিতা, সংঘবদ্ধভাবে চলা, দলগত সংহতি তৈরি করা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা, বড়দের মান্যতা দেওয়া, বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে থাকা সুপ্ত ক্রীড়া প্রতিভার প্রকাশ ঘটানো ইত্যাদির সুযোগ মেলে এই একটা মাত্র বিষয়ে। যে বিষয়টিকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে স্কুলে পড়ানো দরকার, অথচ সেই বিষয়টি আজ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে উপযুক্ত মর্যাদা পেলো না। শারীর শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে, যার মাধ্যমে একদিকে যেমন ক্রীড়া প্রতিভার খোঁজ পাওয়া যায়, অন্যদিকে এই বিষয়ে রয়েছে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ। আজকের বিশ্বে প্রতিবছর কয়েক হাজার কোটি ডলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে খরচ করা হয়। এমন একটি বিষয়কে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৭৪ সালে স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু তার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো কর্ম শিক্ষাকে। শারীর শিক্ষা ছিলো ৫০ নম্বরের একটি বিষয়। আর তখন পুরো বিষয়টি ছিলো প্র্যাকটিকাল । ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শারীর শিক্ষা পড়ানো হতো। থিওরী পড়ানোর ব্যবস্থা না থাকায়, ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শারীর শিক্ষার সম্যক ধারনা তৈরি হয়নি। একসময় এই বিষয়টি ছাত্র ছাত্রীদের নম্বর তোলার বিষয় হয়ে দাড়ালো। পাঠ্যসূচী বিষয়ক কমিটি তার কারণ অনুসন্ধান না করে, বিষয়টিকে অপশনাল বিষয় করে দিলো। তারও কয়েক বছর পর বিষয়টির আরো করুন পরিনতি ঘটালো মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। অপশনাল বিষয়টির নম্বর মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশীটে যোগ করা বন্ধ করে দিলো। তাই শারীর শিক্ষার যা করুন অবস্থা হওয়ার তাই হলো। ছাত্র ছাত্রী এবং অভিভাবকরা এই বিষয়টির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললো।*

২০১১ সাল এলো নতুন সরকার। মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শারীর শিক্ষা আবশ্যিক লিখিত এবং ব্যবহারিক বিষয় হিসাবে পড়ানোরর ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির শারীর শিক্ষার পাঠ্যসূচী তৈরি হলো এবং চালু হলো। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শারীর শিক্ষা চালু করে দিলো প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, কিন্তু একজন শারীর শিক্ষার শিক্ষকও নিয়োগ করলো না। শারীর শিক্ষা এমন একটি বিষয়, যা শুধু শারীর শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরাই এই বিষয়টি পড়াতে পারেন। তাই প্রাথমিক স্তরে শারীর শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় বিষয়টি মুখ থুবড়ে পড়লো। আর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে শারীর শিক্ষা চালু হলো বটে, কিন্তু বিষয়টি স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা নাম দিয়ে যার মধ্যে কণ্যাশ্রীর মতো বেশ কিছু অবান্তর বিষয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর গুনগান* অন্তর্ভুক্ত করা হলো। বইয়ের গুনগত মান স্কুলের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির মতো না হয়ে, বিপিএড পর্যায়ের সমতুল করতে চাইলো সংশ্লিষ্ট শারীর শিক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত কমিটি। ফলে ছাত্র ছাত্রীরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারলো না। তদুপরি পাঠ্যসূচীর বহর এতো বাড়ানো হলো, যে একটা ঢাউস আকারের বই পেলো ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীরা।* আর যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কথা দিয়েছিলেন প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শারীর শিক্ষা চালু হবে, আজ ২০২৬ সালে তার বিদায়ের আগে পর্যন্ত বিষয়টি নবম দশম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা গেলো না। অথচ নবম দশম বাদ দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষাকে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা নাম দিয়ে চালু করা হলো। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার কোনো উচ্চ শিক্ষাগত (স্নাতকোত্তর),যোগ্যতা সম্পন্ন কোনো শারীর শিক্ষক নিয়োগ করা হলো না। মাধ্যমিকে যেসব শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছিলো, তাদের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষা চালু হলো। কিন্তু অত্যন্ত অপমানজনক ভাবে সেইসব শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের, উচ্চতর স্কেল দাবী করতে পারবে না বলে অঙ্গীকারপত্ত দিতে হয়েছে। শুধুমাত্র ছাত্র ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে শারীর শিক্ষার শিক্ষকগণ রাজী হয়। কিন্তু আশা করা হয়েছিলো, তাদের হয়তো উচ্চতর স্কেল দেওয়া হবে। না, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, শিক্ষা মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিকবার ডেপুটেশন দিয়েছি, কিন্তু কোনো সদর্থক উত্তর মেলেনি। নবম দশম শ্রেণিতে শারীর শিক্ষা আবশ্যিক লিখিত এবং ব্যবহারিক বিষয় করার জন্য তৎকালীন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কিছু করেননি।*

শারীর শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের চারটি সরকারি কলেজ আছে আমাদের রাজ্যে। নিয়োগ দুর্নীতির কারণে এবং স্কুল গুলিতে নিয়োগ বন্ধ থাকায় শারীর শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের কলেজগুলো রক্ত শূণ্যতায় ভুগছে। একসময় এইসব কলেজে ভর্তির জন্য কয়েক হাজার ফর্ম জমা পড়তো। এখন কলেজগুলোর নির্দিষ্ট ছাত্র পাওয়া যায়না। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির কারণে শিক্ষার সাথে যুক্ত সকলের মধ্যে দৃঢ় ধারণা হয়েছে, লেখা পড়া করে কিছু হবেনা ! তাই পশ্চিম বঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রথম এবং ভারতের দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর সরকারি শারীর শিক্ষা কলেজ, হুগলি মহিলা সরকারি শারীর শিক্ষা কলেজ, স্টেট ইনস্টিটিউট অফ ফিজিকাল এডুকেশন ফর উইমেন, দীনহাটা শারীর শিক্ষা কলেজ আজ শিক্ষকের অভাবে ছাত্র ছাত্রীরা সঠিক প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না। এর মধ্যে দীনহাটা শারীর শিক্ষা কলেজ গত সাত বছর ধরে ভর্তি বন্ধ রয়েছে। কারণ তাদের এন সি টি ই-র নর্ম অনুযায়ী তাদের কলেজে অধ্যাপক নেই। আর এর জন্য অধ্যাপক নিয়োগে ব্যর্থ শিক্ষা দপ্তরের জন্য উত্তর বঙ্গের ছাত্র ছাত্রীদের শারীর শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষিণ বঙ্গের কলেজগুলিতে আসতে হয়।*

নতুন সরকার আসার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন। সকলের দাবী গত ১৫ বছরের শিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরানো হোক পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষাকে। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, নৈতিকতা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি বিকাশে শারীর শিক্ষা বিষয়টি অপরিহার্য। তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন*

১) প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুলে এবং যেসব বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা পড়ানো হয়,সেই সব বিদ্যালয়ে বিপিএড ও এমপিএড ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

২) প্রতিটি স্কুলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডিপ্লোমা কোর্স করা ক্ষ্মযোগক্ষ্ম শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

৩) উত্তর ২৪ পরগণার বাণীপুরে ১০০ একর জমির উপর গড়ে ওঠা স্নাতকোত্তর কলেজকে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক।

৪) ছেলেমেয়েদের মধ্যে* শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, ধর্মীয় উন্মাদনার নিরসন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইত্যাদি গুণের উন্মেষ ঘটানোর জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে কলেজ পর্যন্ত শারীর শিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যসূচী এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে ভালো সমাজ গঠন করা হোক।

৫) উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শারীর শিক্ষার শিক্ষকগন দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ বেতন কাঠামো থেকে বঞ্চিত। তাদের উচ্চ বেতন কাঠামো দেওয়া হোক।

৬) বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু একজনও শারীর শিক্ষা শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। তাই প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে বিপিএড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শারীর শিক্ষা শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।

২০১৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষা কোর্স চালু হয়েছে। কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন কোনো শারীর শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ করেনি। তাই স্কুল কলেজে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। গত কয়েক বছরে কয়েক হাজার স্কুল পশ্চিম বঙ্গ থেকে উঠে গেছে। নিয়োগ বন্ধ থাকায় স্কুলে শিক্ষকের অভাবে ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনা বিমুখ হয়ে যাচ্ছে।

শারীর শিক্ষা একটি বিজ্ঞান, কলা,মনোবিজ্ঞান, দর্শন, ক্রীড়া বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার। এর রয়েছে কর্মসংস্থানের ব্যপক সুযোগ। তাই নতুন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে এই বিষয়টির পুনরুজ্জীবিত করা হোক।*

রাজ্যের অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সেমিনার

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পবৃদ্ধি ও সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে শনিবার কলকাতার কনভেনশন সেন্টারে সেমিনারের আয়োজন করল হায়ার অ্যান্ড স্টেট অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। রাজ্যের অর্থনীতি ও শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। একাডেমিক পর্বে বক্তব্য রাখেন আইআইএম কলকাতার প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অম্বুজাক্ষ মহান্তি এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শুভনীল চৌধুরী। সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার, আর্থিক পরিকল্পনা এবং তথ্যনির্ভর নীতিনির্ধারণের গুরুত্বও উঠে আসে আলোচনায়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী জানান, জনঅর্থনীতি ও সুশাসন নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করাই এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য।

খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে ঘরের মেয়েকে স্বাগত খিদিরপুরের ২৫-এর পল্লির

শুভাশিস বিশ্বাস

মা দুর্গা সপরিবারে মর্ত্যধামে আসছেন ঠিক একটি বছর পর। এই দিনটার জন্য অপেক্ষায় থাকি আমরা অর্থাৎ প্রতিটি বাঙালি। পাশাপাশি ঘরের মেয়েকে স্বাগত জানাতে তৈরি খিদিরপুরের ২৫-এর পল্লিও। যার শুরুয়াৎ হল খুঁটিপুজোর মধ্যে দিয়ে। এই খুঁটিপুজো গত কয়েক বছর ধরে দুর্গাপুজোর একটা অঙ্গ হয়েই দাঁড়িয়ে গেছে কলকাতার মানুষের কাছে। 'কলকাতার মানুষ' এই শব্দবন্ধ প্রয়োগ করলাম কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হতেই পারে। ভুলে গেলে চলবে না, এই কলকাতাতে বাস করেন নানা ধর্মের নানা শ্রেণির মানুষ। এখানে একটা কথা বললে বোধহয় অত্যুক্তিও হবে না যে, পুজোর এই ক'টা দিন শুধু বাঙালিরাই যে চেটেপুটে আনন্দ উপভোগ করে তা নয়,এই পুজোতে অংশ নেন সর্বস্তরের এবং সর্বধর্মের মানুষ। আর এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, খিদিরপুর এমনই একটা জায়গা যেখানে বাঙালি ছাড়াও বসবাস করেন বহু ভাষাভাষী ও বহু ধর্মের মানুষজন। আর গত ৮১ বছর ধরে হয়ে আসা খিদিরপুরের এই পুজোতে অংশ নিয়েছেন এখানকার বাসিন্দারাই। এই প্রসঙ্গে পুজোর উদ্যোক্তারাও জানান, পুজোটা এলাকাবাসীর সবার জন্য। আর পুজো কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন স্থানীয়রা প্রত্যেকেই। ফলে খিদিরপুরের পুজোয় কোথাও যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে সমগ্র ভারতের সত্ত্বা।

ফি-বছরের মতো এ বছরেও গত ২ অগাস্ট খিদিরপুরের ২৫-এর পল্লির খুঁটিপুজো হল সাড়ম্বরেই। হবে নাই বা কেন! এবার এই পুজো তো মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এলাকার পুজো। ফলে খুঁটিপুজো থেকেই সার্চলাইটে থাকছে দক্ষিণ কলকাতার এই পুজো। এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য দিয়ে রাখা খুব প্রয়োজন। দক্ষিণ কলকাতায় বহু পুজো হলেও সময়ের হিসেবে খিদিরপুরের এই পুজো পিছনে ফেলেছে সবাইকে। দক্ষিণ কলকাতার সবথেকে পুরনো পুজো হওয়ায় এবার খুঁটিপুজোতেই একটা ডক্যুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে গত বেশ কয়েক বছরের পুজোকে ঘিরে। এই ডক্যুমেন্টারি উস্কে দিয়েছে পুরনো দিনের কলকাতা পুজোর স্মৃতিকে। সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে ২০২৬-এর থিম সং-ও। তবে পুজোর থিম ঠিক কী সে ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ খিদিরপুর ২৫-এর পল্লির কর্মকর্তারা। তবে এটুকু তাঁরা জানান, যে সময়ের সঙ্গে মানুষের যে বিবর্তন ঘটেছে তা তুলে ধরা হতে চলেছে এবারের পুজোয়। এই থিমের মধ্যে দিয়েই তুলে ধরা হবে সময়ের চার কালকে। সময়ই তো সব কিছুর উপরে-সেই তো উত্তর দেয় সব কিছুর। সবথেকে শক্তিশালী এই সময়। আর মাতৃ প্রতিমা নিয়ে পুজো কমিটির বক্তব্য, মায়ের রূপ হবে সনাতনী। তবে সামান্য কিছু পরিবর্তন হতে পারে শিল্পীর হাতে পড়ে।

এদিকে ২ অগাস্টের সন্ধেতে এই খুঁটিপুজোর ভার তুলে দেওয়া হয়েছিল খিদিরপুর ২৫-এর পল্লির প্রমীলা বাহিনীর হাতেই। এই প্রমীলা বাহিনী সজ্জিত হয়েছিলেন ক্লাবের তরফ থেকে দেওয়া ড্রেস কোডে। প্রমীলাদের হাতে খুঁটিপুজোর ভার তুলে দেওয়ার কারণ, মাতৃশক্তিকে আবাহন জানাক প্রমীলারাই এটাই চাইছিলেন ক্লাব কর্তারা। আর এঁরাও তো শক্তির উৎস, দেবী দুর্গার একটি অংশ বললেও ভুল বলা হয় না। তাঁদের হাতেই প্রোথিত হল এবারের পুজো মণ্ডপের খুঁটি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্যকে। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ঋতব্রত ভট্টাচার্যও। বিল্বদলবাবুকে ক্লাবের তরফ থেকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি ক্লাব স্যুভেনিরের উদ্বোধনও হল তাঁরই হাতে। এখানেই শেষ নয়। ক্লাব সদস্যরা এই খুঁটি পুজোকে ঘিরে উপস্থাপন করেন ছোটখাটো একটি অনুষ্ঠানও। এছাড়াও এই খুঁটিপুজোর দিন সামান্য একটু পেটপুজোর ব্যবস্থা থাকবে না তা তো হতে পারে না। আর এই খাবারের বৈচিত্রের মধ্যে দিয়ে ২৫-এর পল্লির তরফ থেকে যেন তুলে ধরা হয়েছিল ভারতীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনকে। কারণ, পুজো মণ্ডপে পা দিতে কারও নজর এড়ায়নি দক্ষিণ ভারতের বড়া থেকে উত্তর ভারতের অমৃতি, রাবড়ির মতো স্টল। সঙ্গে মিলেছে কলকাতা স্পেশ্যাল ফুচকাও। ছিল নারকেল কোরা দিয়ে তৈরি ভেজিটেবিল চপও। সব মিলিয়ে খিদিরপুর পুজো কমিটির খুঁটিপুজোর পরতে পরতে জড়িয়ে ছিল সৌজন্য আর শান্তির বার্তা।

তবে এই খুঁটিপুজোর অনুষ্ঠান আদতে যে বঙ্গ সংস্কৃতিতে এক 'রিলে রেস'-এর মতো তা ধরা পড়ল ক্লাবের প্রচার সচিব কালী সাহার কথায়। কারণ, এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল স্থানীয় কচিকাঁচারা। ছিলেন মধ্য বয়সীরাও। এদিকে পুজোর পা দিয়েছে ৮২-তম বর্ষে। শতবর্ষ পা দিতে বাকি আর মাত্র ১৮ বছর। কালের নিরিখে এই সময় বড়ই কম। ফলে তার প্রস্তুতি এখন থেকেই নিতে চান কালীবাবুর মতো বর্ষীয়ান ক্লাব কর্তারা। আর সেই কারণেই এই খুঁটি-ই যেন হয়ে উঠছে রিলে রেসের ব্যাটন, দুর্গাপুজোর মতো মেগা ইভেন্টে। তাই এখন থেকে ব্যাটন পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিলেন শতবর্ষে পূর্ণতা পাওয়ার লক্ষ্যে।

৮০ তে বালিগঞ্জ ২১ পল্লি

বিশেষ থিমে দঃ কলকাতার পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন: শারদোৎসবের প্রস্তুতি শুরু শহরজুড়ে। তারই আবহে ৮০তম বর্ষে পা রাখল দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম পরিচিত পুজো বালিগঞ্জ ২১ পল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব। দীর্ঘ আট দশকের ঐতিহ্যকে সঙ্গী করে এ বারও নতুন ভাবনা ও শিল্পসৃষ্টির চমক নিয়ে দর্শনার্থীদের সামনে হাজির হতে প্রস্তুত পুজো কমিটি। সম্প্রতি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে গেল খুঁটিপুজো এবং এ বছরের থিম ব্যানার উন্মোচন। ৮০তম বর্ষের এই বিশেষ আয়োজনে পুজোর সভাপতি এবং উদ্যোগপতি সুরেশ শেঠিয়ার নেতৃত্বে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সিটি কেবলের অন্যতম কর্ণধার সুরেশ শেঠিয়া দীর্ঘদিন ধরেই এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত। তাঁর সঙ্গে পুজোর প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত কুমার দাস। আট দশকের মাইলফলককে স্মরণীয় করে তুলতেই এ বার পুজোর ভাবনায় রাখা হয়েছে বিশেষ চমক। এ বারের থিম 'ষড়ভুজের অন্তরাল'। পুরাণ ও দর্শনের মেলবন্ধনে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। থিমের মূল সৃজনশীল দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী সৌরজিৎ ব্যানার্জী। ভাস্কর্যের রূপায়ণ করছেন সায়ন হালদার। তাঁদের যৌথ শিল্পভাবনায় ৮০ বছরের ঐতিহ্যের পুজো এ বার নতুন মাত্রা পাবে বলেই উদ্যোক্তাদের আশা।

খুঁটিপুজোর অনুষ্ঠানে একফ্রেমে তারকা সমাবেশ;পুজোর সভাপতি এবং উদ্যোগপতি সুরেশ শেঠিয়ার উদ্যোগে উৎসবের আবহে বালিগঞ্জ ২১ পল্লীর সদস্য ও বিশিষ্ট অতিথিরা

সুরেশ শেঠিয়ার বক্তব্য, ৮০ বছর শুধু একটি সংখ্যামাত্র নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু বছরের স্মৃতি, আবেগ এবং মানুষের অংশগ্রহণ। সেই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতি বছর নতুন ভাবনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এ বারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। 'ষড়ভুজের অন্তরাল'-এর মাধ্যমে দর্শনার্থীদের সামনে পুরাণ ও দর্শনের এক অন্যরকম উপস্থাপনা তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।

খুঁটিপুজো ও থিম ব্যানার উন্মোচনের অনুষ্ঠানেও ছিল বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেত্রী ডক্টর শতরূপা। পুজো কমিটির দীর্ঘ পথচলা এবং এ বছরের শিল্পভাবনার প্রশংসা করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা।

বালিগঞ্জ ২১ পল্লীর পুজো প্রতি বছরই কলকাতার পুজোপ্রেমীদের নজর কাড়ে। ৮০তম বর্ষে সেই আগ্রহ আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন উদ্যোক্তারা। সুরেশ শেঠিয়ার নেতৃত্বে ঐতিহ্য, শিল্পভাবনা এবং নতুনত্বের মেলবন্ধনে এ বারও শহরের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে প্রস্তুত বালিগঞ্জ ২১ পল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব।

দুই উদ্যোগে মানবিক চেতলা আলাপী ক্লাব: শারদোৎসবের খুঁটিপুজোর সঙ্গে মানবসেবার বার্তা। 'দুটি মহৎ উদ্যোগ, একটি সেবার মানসিকতা';এই ভাবনায় চেতলা আলাপী ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হল খুঁটিপুজো ও 'রক্তদান মহাদান' কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শঙ্কর শিকদার, শশী অগ্নিহোত্রী, মোহন রাও, সঞ্জীত শর্মা, অনুপম ভট্টাচার্য, প্রশান্ত মজুমদার ও মৈনাক চ্যাটার্জী। পাশাপাশি এলাকার প্রান্তিক মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় বস্ত্র। সভাপতি অরূপ রায় চৌধুরী ও সম্পাদক অনির্বাণ চ্যাটার্জীর উদ্যোগে উৎসবের আনন্দের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তাও ছড়িয়ে দেওয়া হয়।